BENGALEE TRANSLATION

OF

REPORTS OF

SUMMARY.

CASES

Determined in the

SUDDER DEWANNY ADAWLUT,

APPROVED BY THE COURT

For the year 1841.

VOL. 7, PART 1.

বাঙ্গালা রিপোর্ট

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের
নিষ্পন্ন যে সমস্ত সরসরি মোকদ্দমা ঐ আদা
লতের সাব্যস্থ মতে
৭ পুস্তকের ১ খণ্ডে প্রচার হয়
তাহা
চলিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইয়া

কলিকাতা
নিমতলা বিধিমুগ্ধর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল
ইং ১৮৪২ সাল

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।—

চরণ ভরসা।—

সদরদেওয়ানী আদালতের সরসরি নিষ্পত্তি।

কৃষ্ণকিসোর রায়........ছাএল।

পৃষ্ঠা ৮
১৮৪১
১৫ জানের
উপযুক্তকারণ ভিন্ন ফৈরাদীর দরখাস্তক্রমে জেলা জেলের কয়দীর খোরাকী জেলা জজ ন্যুন করিতে পারেন না।

ছাএল ডিক্রীজারিতে ধৃত হইয়া চট্টগ্রামের দেওয়ানী জেলে কয়েদ কালিন ফৈরাদীরদ্বারায় প্রতি দিন ।• চারিআনার হিসাবে খোরাকি স্থির হয় পরে ফৈরাদীর দরখাস্ত মতে জেলা জজ ৵• দুইআনা করেন সদর আপীল হইলে শ্রীযুত বিড সাহেব কহেন যে চাতুর্য্যরূপে সম্পত্তি হস্তান্তর করা প্রমাণ ইত্যাদি উপযুক্ত কারণ ভিন্ন জেলা জজ ছাত্রিলের খোরাকী ন্যূন করিতে পারেন না।

বিমলা দেবি চৌধুরাণী ও কালীকান্ত আচার্য্য ....ছাএল

পৃষ্টা ৯
১৮৪১
১৫ জানের
জমিদারেরা কাজিরপ্রাপ্য

১৮৩৮ সালের ১২ দিসেম্বর দিবসীয় লিপি দ্বারা ময়মুন সিংহের জেলা জজ সদরে প্রশ্ন করেন যে হিন্দু কি ইউরোপিয় জমিদারেরা কোন আইনের

রশুম আদায় করিতে পারেন না কিন্তু জমিদার এমত বিষয়ে জাবেতা নালিশ করিলে তাহার স্বত্বার বিচারের হানি হইবেক না।

দ্বারা মোছলমান রাইয়তদিগের স্থানে কাজিদিগের প্রাপ্য রশুম আদায় করিতে পারেন কি না সদর আদালত কাজির ফত্তয়া মতে জজকে জ্ঞাত করেন যে উক্ত ব্যক্তিরা উক্ত রশুম আদায় করিতে পারেন না জজ তদনুসারে ইস্তাহার জারি করেন এমতে ছাত্রল ঐ ইস্তাহার অন্যথা জন্য আপীল করিয়া কহে যে তাহাদিগের অধিকারে পূর্ব্বাপর উক্ত রশুম আদাএর রিতী আছে।

সদর জজ শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন কাজির প্রাপ্য রশুম আদায় করণ জন্য ক্ষমতা কোন জমিদারের প্রতি নাই এমত বিবাদ জাবেতা নালিশের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এমতে এস্তাহার অন্যথা জন্য কোন হুকুম সম্ভবে না এইমাত্র জজের প্রতি আদেশ হইতে পারে যে উক্ত বিষয়ের কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ইস্তাহার হইয়াছে বিধায় তাহার স্বত্বের বিচারের হানি হইবেক না।

শ্রীযুত টকর সাহেবের ঐক্যমতে চূড়ান্ত হইল।

রূপচন্দ্র কপালী মোক্তার জানেবে

হরিশ্চন্দ্রবশু ইত্যাদি .... ছাএল

মহম্মদ আশগর............. প্রতিপক্ষ

পৃষ্টা ২
১৮৪১
২ ফিররেল

বান্দস্থানান্তর করণের হুকুম হইলে অপর বান্দঐপ্রকার

প্রতিপক্ষ এক বান্দ বান্দায় ও তাহাতে ছাএলের জমিদারির জলপথ বন্ধহওয়ায় ছাএল পাটনার দেওাণী আদালতে প্রতি পক্ষের নামে নালিশ করিয়া প্রধান সদরামিন অযুধ্যাপ্রসাদ তেওারির

বিচারে ডিক্রী পায় ও ঐ ডিক্রী জেলা জজ শ্রীযুত ইস্মেল্ট সাহেবের বিচারে স্বাব্যস্থ থাকিলে ডিক্রী জারিতে প্রতিপক্ষ স্থানান্তর করিয়া বান্দ বান্দে তাহাতেও ছাএলের জমিদারির জলপথ মুক্ত না হও য়ায় ছাএল ঐ প্রধানের নিকট দরখাস্ত করে যে ডিক্রীর হুকুমের মতাচরণ হয় নাই এমতে বান্দ পুনর্ব্বার স্থানান্তর করণের আদেশ হয় তাহাতে ঐ প্রধান কহেন ডিক্রীতে যে বান্দ স্থানান্তর করার আদেশ আছে তাহা হইয়াছে অতএব এমত বিষয়ে সরসরি ক্রমে হস্ত নিক্ষেপ হইতে পারে না এবং জজ সাহেব তাহাই স্বাব্যস্ত করেন।

ব্যাঘাৎ জনক হইলেএক্রমে অবসারহিতহ ইবেক

সদর আপীলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে ছাত্রলের নালিশ ও ডিক্রীর অভিপ্রায় যে তাহার জমিদারির জলপথ মুক্ত হয় নতুবা কেবল বান্দ স্থানান্তর হওয়া নহে যাহাতে জলপথ মুক্ত না হয় অতএব উক্ত জল পথ বন্ধ করিয়া অপর বান্দিবান্দা হইতে অবস্য আসামিকে নিবারিত হইতে হইবেক।

বনমালি বসু .... আপীলাণ্ট
রাজা বরদাকান্ট রায় রেস্পাণ্ডেণ্ট

পাষ্টা ৩
১৮৪১
১০ ফিবরেল
পূর্ব্ব নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার পুনর্বিচার জন্য দরখাস্তে নূতন কি

উক্ত মোকদ্দমায় সদরের পূর্ব্ব জজেরা ১৮৪০ সালের ২১ সেতম্বর তারিখে আপীলাণ্টের পক্ষে যে নিষ্পত্তি করেন তাহারি পুন বিচার জন্য এই দর খাস্ত হয়।

রণ নাথাকায় অগ্রাহ্যহইল

সদর জজ শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন ছাএল এই মোকদ্দমার পুনবিচার জন্য কোন নূতন কারণ উর্থাপণ করেনাই পুর্ব্ব যে দলিলের বিচার হইয়াছে তাহারি পুনর্ব্বিচার প্রার্থণা করে এমতে পূর্ব্ব বিচারের আপীল আমাদিগের নিকট করা হইতেছে এমতে এমত মোকদ্দমা পুণর্ব্বিচারের যোগ্য নহে।

শ্রীযুত রাটরি সাহেবের ঐক্যমতে চুড়ান্তহইল।

পৃষ্টা ৩ ১৮৪১ ১৩ ফিবরেল সদরআমীনেরনিষ্পত্তিরআপালকি খাষ আপীলেজজ যেহুকুমকরেন তাহারপুনবিচারজন্যসদরে কোন হুকুমহইবেকনা।

উদ্যান সিংহ ছাএল

ছাএলের মোকদ্দমা প্রথমত জেলা পাটনার সদর আমীন কর্তৃক নিষ্পত্তি হইলে প্রধান সদর আমীন আদালতে আপীল ও জজাদালতে খাষআপীল হইয়াছিল পরে জজ ঐ মোকদ্দমার পুনবিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে সদরে আপীল করিয়া পুনবিচার গ্রাহ্যের আদেশ জজের প্রতি প্রার্থণা করে।

সদর জজ শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন সদর আমীন যে মোকদ্দমার প্রথম বিচার করেণ তাহা জজাপিলেই চুড়ান্ত সদরে শুধারা হইতে পারেনা এমতে ছাএলের ছওাল অগ্রাহ্য।

পৃষ্টা ৩ ১৮৪১ ১৩ মার্চ ডিক্রীজারীতে নিলামঅসিদ্ধ

মহম্মাত রজবন্নেশা ...... ছাত্রল

ছাত্রলের সম্পত্তি ডিক্রীজারিতে বিক্রয় হইয়াছিল জেলা বীরভূমে ডিক্রীজারি হওায় তথাকার জজ পরে ঐ বিক্রী অসিদ্ধ করিলে সদর আপীলে স্বার্ব্যস্ত থাকে ছাত্রল এইক্ষণে নিলাম খরিদারের

দখল সময়ের ওয়াশীলাত পাওনের প্রার্থণা করে।

সদর জজ শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের তলবমতে সে-রেস্তাদার কৈফীএত দেন যে ইতি পূর্ব্বে সদর আদা-লত উক্ত প্রকার অনেক মোকদ্দমায় সরসরি দরখাস্ত মতে ওয়াশীলাতের নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং তা-হার পোষক জন্য নিচের লিখিত চারি মোকদ্দমা রিপোর্ট করেন।

বিচারহইল যে বীরচরণ চক্রবত্তির ডিক্রীজারিতে ছাএলেরসম্পত্তিবিক্রয়হইলেঐচক্রবত্তিস্বয়ংক্রয়করে পরে ঐ বিক্রীজেলা ও সদরআদালতেঅসিদ্ধহয় এমতে খরিদারের দখল সময়ের ওয়াশীলাত ও ঐ ওয়াশীলাত নির্দ্ধার্য্য হওনের কবাকারির তারিখ হইতে পরিশোধ পর্য্যন্তের শুদ ছাএল পাওন যোগ্য। *

হইলেসরসরি হুকুমম তেবেদ খলসময়েরও য়াসীলাতের ও ওয়াসীলাত নিদ্ধার্য্য হওনেরতারিখ হইতে শুদপা ইবেক।

রামস্বহাই বাজপাই...... ছাএল

ছাত্রল ও শিবদয়াল ঠাঙ্গর ঢাকারজেলা আদালতে জগমোহন সেন ইত্যাদির বিপক্ষে কতক টাকার ডিক্রী পাইয়াছিল ঐ ডিক্রীজারিহইলে জগমোহন সেন ডিক্রীর বেবাকটাকা শিবদয়াল ঠাঙ্গরকে দেয় ছাত্রল তাহার অর্দ্ধেক টাকা শিব-দয়াল ঠাঙ্গরের স্থানে পাওন জন্য জেলা আদালতে

পৃষ্ঠা ৪ ১৮৪১ ২২ মাচ অংশের নিক্ষ পণ ব্যক্তির কসাধারণ ডি ক্রীর টাকা এ কবাক্তিলইলে অপর অংশী সরসরিদরখা স্তমতে পাই বেক না?

* ১ নওাব হোসেনজঙ্গ বনাম জৌলতজঙ্গ ১৬জুলাই১৮২৩
২ জয়মনি দাসী ১ মে ১৮৩২ ৩ লক্ষ্মিনাথ সর্ম্মা বনাম রাজমোহন নেউগী ২১ দিসেম্বর ১৮৩৭
৪ ভীমচরণ ভট্টাচার্য্য ১৮ আগষ্ট ১৮৪০

দরখাস্ত করিলে শ্রীযুত হ্বক সাহেব জজ তাহা অগ্রাহ্য করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন শিবদয়াল ও ছাত্রলের পক্ষে মোট টাকার ডিক্রী হইয়াছে তাহাতে কাহার কত পাওনা নির্ণয় নাই এমতে ছাএল সরসরি দরখাস্তক্রমে তাহার অংশী দারের নিকটহইতে আপন অংশ পাইতে পারেনা জাবেতা নালিশ করিতে হইবেক।

পৃষ্টা ৪
১৮৪১
২৫ মার্চ
ডিক্রী দারের সহিত রফা হওয়ার সংবাদ অগ্রেআদালতেনাকরায় ঐডিক্রীজারীর নিলামঅন্যথার কারণহইলনা।

চন্দ্রনাথ সর্ম্মা নস্কর........ছাএল

ছাএলের বিপক্ষে ডিক্রীজারিতে তাহার যে সম্পত্তি নিলাম হয় তাহা ঢাকা জজ স্বাব্যস্ত করিলে সদর আপীল হয় ছাএল কহে মহাজনের সহিত রফা হইয়াছিল জজ কহেন যেহেতু নিলাম স্বকীত জন্য রফার কথা পূর্ব্বে আদালতে উত্থাপন হয় নাই এমতে গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

সদর আদালত শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে ছাএল রফার কথা বিক্রয়ের পূর্ব্বে আদালতে জানায়নাই ডিক্রীদারের রসীদ যে কালেক্টর'ক দেখায় তাহা যে টাকার জন্যে বিক্রয়ের হুকুম হইয়াছে তাহার কতকটাকার এমতে কালেক্টর কোনমতে বিক্রয় স্বকীত করিতে পারেনা অতএব জজের হুকুম স্বাব্যস্ত যোগ্য।

পৃষ্টা ৫
১৮৪১
৬ আপরিল

পদ্মলোচন মল্লিক.........ছাএল

নদীয়ার প্রধান সদরআমিনের হুকুমের বিরুদ্ধে

এই আপীল হয় ছাএল অপর ব্যক্তির যোগে কোন ইজাদ্দারের জামিন হইয়াছিল ঐ ইজাদ্দার বাকী আদায় করিতে না পারায় জামিনদার সম্বলিত ইজাদ্দারের নামে ভূম্যাধিকারি নালিশ করিয়া ডিক্রী পায়।

যেহেতু ছাএল অপরের সহিত জামিন হইয়াছে এমতে প্রার্থনা করে যে ভূম্যাধিকারির পক্ষে যে টাকা ডিক্রী হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক ছাএল দিয়া মুক্ত ও বাকী অর্দ্ধেক অপর জামিনের স্থানে তলব হয়।

জামিনদারসম্বলিতইজাদ্দারের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে প্রত্যেকআসামী সমস্তদেনার দাইক এক ব্যক্তি কতক দিয়া মুক্তহইবেক না।

সদর জজ শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন ছাএলের দরখাস্ত গ্রাহ্য যোগ্য নহে কারণ বাকীদার ও জামিন দিগের বিপক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহাতে কাহার কত দেনা তাহার নির্ণয় নাই এমতে প্রত্যেক আসামী সমস্ত দেনার দাইক ও ছাএলের ছওয়াল অগ্রাহ্য।

মাধবি দাস্যা ..... ছাএল

পৃষ্ঠা ৫
১৮৪১
১৪ আপরিল
জামিনর স ম্পত্তির বিসয় দেওয়ানী নাজীর মিথ্যারি পোট করিলে

পৈরাগদত্ত পাঁড়ে নামক একব্যক্তি জেলা ময়মনসিংহের দেওয়ানী আদালতে বাকী খাজনা বাবদী কতক টাকার ডিক্রী কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে পায় মোকদ্দমা উপস্থিত কালিন নিষ্পত্তির মতাচরণ জন্য আসামীর জামিন তলব হওয়ায় আসামী জামিন দাখিল করিলে নাজীর রিপোট করে যে জামিন উত্তম কিন্তু তাহা যথার্থ হইয়াছিল না পরে ডিক্রীদার

যেপ্রকারেতাহার উত্রাধিগণের প্রতি ডিক্রীজারীহইবেক তাহর নিয়ম ।

আসামীয়ানের স্থানে টাকা আদায় করিতে না পা-রায় জামিনদার ও নাজীর লোকান্তর হওয়া প্রযুক্ত তাহার উত্রাধিকারির নামে নালিশ করিয়া ডিক্রী-পায় ঐ ডিক্রীজারি কালিন প্রধান সদরআমীন যা-হার সমীপে ঐ সংক্রান্ত অপর এক মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল সদরে উপদেশ প্রার্থণা করিলেন যে দুই মোকদ্দমার আসামীয়ানের মধ্যে কাহার প্রতিঙ্গলে ডিক্রীজারি হইবেক । *

সদর জজ রিড সাহেব কহেন যে উক্ত ডিক্রী প্র-থম আসামীর প্রতি পরে জামিনের প্রতি তাহাতে আদায় না হইলে নাজিরের উত্রাধিকারির প্রতি জা-রি হইবেক ।

পৃষ্টা৬ ১৮৪১ ১৪ আপরিল ভূমি সম্পত্তির মোকদ্দম উ র্থাপণজন্য টাকারডিক্রীজারিতেআসামীর স্বত্ববিক্রায়র প্রতিবন্ধক হইবেক না ।

হরিশ্চন্দ্র বন্দো ..... ছাএল

কটকের প্রধান সদর আমীনের হুকুমের বিরু-দ্ধে এই আপীল হয় ।

ছাএল আলিবক্স খাঁর প্রতিঙ্গলে টাকার ডিক্রী পাইয়া তাহার সম্পত্তির প্রতি জারী করিয়াছিল ইতি মধ্যে ঐআলিবক্সের স্ত্রী সাদিবিবি দেএনমোহরের দাবিতে ঐ সম্পত্তি পাওন জন্য তাহারস্বামির

* এই মোকদ্দমায় নাজিরের জামিনের উত্রাধিকারিরাও আসামী ছিল ১৮৪১ সালের ৮ জুলাই দিবসীয় ডিক্রী ক্রমে নির্ণয় হইয়াছে যে তাহারা দাইক হইবেক না কারণ জামিনি নামায় লিখিত আছে যে নাজির তহবিল ক্রি গচিছত সম্পত্তি অন্যায় তছরুপ করিলে জামিনদার দাইক হইবেক মির্থ্যা রিপোট করণ জন্য দাইক হইবেক না ।

নামে নালিশ করিয়া দরখাস্ত করায় ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বিক্রী স্থকিত থাকনের আদেশ হয়।

সদরে আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন মোকদ্দমা নিষ্পন্ন পর্য্যন্ত বিক্রী স্থকিতের কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না কারণ কেবল আলিবক্সের স্বত্ব বিক্রয় হইবেক তাহাতে তাহার স্ত্রীর স্বত্বের হানিনাই এমতে ঐ প্রধানের হুকুম অন্যথা যোগ্য।

রামদুলাল নস্কর ····· ছাএল

পৃষ্ঠা ৬
১৮৪১
১৯ আপবিল মোকদ্দমাউপস্থিত কালিন দাবিরমূল্যঘটিত বাচনিক হুকুমের সরসরি আপীলগ্রাহ্য যোগ্য।

জেলা ময়মনসিংহের সেরপুরের মুনছফের নিকট ছাএলের নামে এক নালিশ হইয়াছিল তাহাতে ছাএল আপত্য করে যে ফৈরাদী দাবির মূল্য অনেক ন্যুন করিয়া নালিশ করিয়াছে মুনছফ তাহা গ্রাহ্য না করায় জজের নিকট আপীল করে জজ কহেন জাবেতা মোকদ্দমার বিচার কালিন উক্ত প্রকার বাচনিক হুকুমের আপীল গ্রাহ্য যোগ্য নহে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যদ্যপি আসামীর মনোনিত না হয় আপীল করিতে পারিবেক।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে ১৭৯৩সালের ৪আইনের ৪ ধারাক্রমে দাবির মূল্য বিষয়ক মোকদ্দমার বিচারের মধ্যে বাচনিক হুকুমের আপীল গ্রাহ্য যোগ্য এমতে ময়মনসিংহের জজকে তাহা জ্ঞাত করায়ায় সাংলিং ২০ আগষ্ট ১৮৪১ দৃষ্টাং।

কৃষ্ণকান্ত নাএক ..... ছাএল

পর্টা ৭
১৮৪১
২০ আপরিল
ডিক্রীজারিতে কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বয়নামা পাইলে কয়েক মস পরে ঐ সম্পত্তির অধিকারি বেজাবেতা নিলামের আপত্য করাতে জজ যে বিক্রয় অসিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা অন্যথা হইল

ছাএল পার্ব্বতি দাসীর বিপক্ষে ডিক্রী জারীতে ঐ দাসীর কোন সম্পত্তি ১৮৪১ সালের ১ নবেম্বর তারিখে ক্রয় করিয়া পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের জজ কর্তৃক বয়নামা পায় ঐ জজের পদাভিষিক্ত অপর জজের নিকট পার্ব্বতিদাসী ১৮৪০ সালের ১১ জুলাই বেজাবেতা নিলাম হওনের আপত্যে দরখাস্ত করিলে জজ বিক্রয় অসিদ্ধ করেন।

সদরে আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে জাবেতা নিলামের আপত্য করণ জন্য আইনে একমাস মেয়াদ আছে অনেক মাস গতে দরখাস্ত করায় যে জজ বিক্রী অসিদ্ধ করিয়াছেন তাহা যথার্থ হয়নাই অধিকান্ত তাহার পূর্ব্ব পদস্থ জজ যে ক্রেতাকে বয়নামা দিয়াছেন তাহা অন্যথা করায় পূর্ব্ব পদস্থ জজের হুকুম অন্যথা করা হইয়াছে তাহা সদরের অনুমতি ভিন্ন তাহার কর্ত্তব্য ছিলনা অতএব জজের হুকুম অন্যথা যোষ্য।

ভগবানদত্ত সিংহ ... ফৈরাদী
মুজাআহমদহোসেন আসামী

পর্টা ৭
১৮৪১
২০ আপরিল
অনোদযোগ জন্য আপীলে কোন মোকদ্দ

ফৈরাদী এই মোকদ্দমা জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন আদালতে ডিক্রী পাইলে ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে সদর আপীল ও তাহা অনদযোগ

জন্য নম্বর খারিজ হয় পরে ঐ প্রধানের নিকট আসামী কর্তৃক ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত হইলে ঐ প্রধান সদরে প্রশ্নকরেন যে যে নিষ্পত্তির প্রতিকূলে সদরে আপীল হইয়া নম্বর খারিজ হয় তাহার পুনর্বিচার জন্য তিনি সদরে অনুমতি প্রার্থণা করিতে পারেন কি না।

মা নম্বরখারিজ হইলে নিম্নাদালতত্তাহার কৃত নিষ্পত্তির পুনর্বিচারপ্রার্থণা করিতে পারেন।

সদর জজ শ্রীযুত রিড্সাহেব আদেশ করিলেন যেহেতু সদর আপীলে স্বত্বের বিচার হয়নাই এমতে প্রধান সদরী আমীন পুনর্বিচারের অনুমতি প্রার্থণা করিতে পারেন প্রমাণ ১০৫৭ সংখ্যা কনেষ্টুকযণ।

নন্দকিসোর সা ..... ছাএল

পর্গা ৮
১৮৪১ ৮

বিমলা দেব্যার নালিশি মোকদ্দমায় ছাএল জয়কৃষ্ণ গিরির সহিত আসামী ছিল বিমলা দেবি ময়মনসিংহের প্রধান সদর আমীন আদালতে ডিক্রী পাইলে ছাএল ও জয়কৃষ্ণ গিরি একযোগে আপীল করিয়া পরে জয়কৃষ্ণ দস্তবরদারি দাখিল করিলে জজসাহেব নম্বর খারিজ করেন ঐ মোকদ্দমা পুন গ্রহনের আদেশ জজের প্রতি হওন প্রার্থণায় সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে একত্রে আপীল হইয়াছিল বিধায় একজন আপীলাণ্টের প্রার্থণাক্রমে জজ ঐমোকদ্দমার নম্বরখারিজ করিতে পারেন না অতএব মোকদ্দমা নম্বর ভুক্ত ক-

২০ আপরিল এক আপালের মোকদ্দমায় একজন আপীলাণ্টের দরখাস্তে মোকদ্দমা নম্বরখারিজকরায়পুনর্দ্দার নম্বরভুক্ত করিয়া বিচার জন্য জজের প্রতি আদেশ হইল।

রিয়া বিচার করণ জন্য নিম্নাদালতের প্রতি আদেশ হইল।

কৃষ্ণদয়াল সিংহ ..... ছাএল

পৃষ্টা ৮
১৮৪১
২৬ আপরিল
ইজারাদেওনিয়ারপ্রতিকূলে ইজারাভূমিকে বলডিক্রীহইয়াছে বিধায় ইজারারমেয়াদ পর্য্যন্তইজাদ্দার বেদখল হইলনা।

রাণী পদ্মাবতি আপন মৃত স্বামির স্বত্ব বলিয়া পোড়াখালি পরগণায় ভোগবান হইলে ছাএল ঐ রাণী স্থানে ঐ পরগণার কতক ভুমি ইজারা লয় বাবু দুলার সিংহ ইত্যাদি ঐ রাণীর বিপক্ষে উক্ত পরগণা ডিক্রী করিয়া দখল পাইলে ছাএসকে ইজারা ভূমি হইতে বেদখল করে মেয়াদ পর্য্যন্ত ইজারা স্থাব্যস্থ থাকন প্রার্থণায় ছাএল জেলা ময়মনসিংহের জজের নিকট দরখাস্ত করিলে জজ নামঞ্জুর করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন প্রতিপক্ষ ডিক্রীপাইয়াছে বিধায় ছাএলের দরখাস্ত যে জজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা যথার্থ হয়নাই উচিত ছিল ইজারা ঘটিত কোন চাতুরি ছিল কিনা তাহার অনুসন্ধানকরেণ অতএব উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া বিচার করণ জন্য জজের প্রতি হুকুম হইল।

সেখ শুপন ..... ছাএল

পৃষ্টা ৯
১৮৪১
৪ মে
কোনভূমিরপ্রাপ্তি কেহ হকসফার ডিক্রী ক

এই মোকদ্দমার কাগজে প্রকাশ যে নিরূপীত রাজস্বে কোন ভূমি অপরের সহিত সরাকতে কয়ামদ্দিন নামক একব্যক্তির দখলেছিল কিন্তু ঐ ভূমি মালিকানা স্বরূপ অপর ভূম্যাধিকারির থাকে কয়ামদ্দিন

ঐ ভূমির কতক ছাএলের নিকট বিক্রয় করিলে তাহা দিগের উভয়ের নামে উদ্যান সিংহ হকসফার দাবিতে পাটনার জেলা আদালতে নালিশ করিয়া মূল্যের টাকা আমানত করিয়া ভূমি পাওনের ডিক্রী পাইয়া টাকা আমানত করে পরে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ঐ ভূমি বাজেআপ্ত হইয়া ভূম্যধিকারির সহিত বন্দবস্ত হইলে উপরোক্ত দখলি কারগণ বেদখল হয় এমতে উদ্যান সিংহ আপন হকসফা রক্ষা জন্য যেটাকা আমানত করে ঐ টাকা ছাএলের স্থানে ফিরিয়া পাওন জন্য দরখাস্ত করিলে প্রধান সদর আমিন সৈএদএম দাদালি অগ্রাহ্য ও জজ ইস্মেল্ট গ্রাহ্য করেন।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন উদ্যান সিংহ আপন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক উক্ত ভূমির দখিল কারের আবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে পরে ঐ ভূমি বাজেআপ্ত হওয়ায় তাহার অন্যথা কি ছাএল দায়গ্রস্থ হইতে পারে না এমতে জজের হুকুম অন্যথা হইল।

রিলে পর ঐ ভূমি বাজেআপ্ত হইলে ঐ দাবি হইতে মুক্ত হইতে পারিবেক না এবং অপরের সহিত বন্দবস্ত করিতে হইবেক।

পীতাম্বর চক্রবর্ত্তি ... ছাএল

পল্টা ১
১৮৪১
১১ মে

গৌরীপ্রসাদ নামক একব্যক্তি আপন পাওনা টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া টাকা আদাএর পূর্ব্বে লোকান্তরি হইলে তাহার পুত্র ছাএল ও কৃষ্ণকান্ত নামক ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকে ছাএল ঐ ডিক্রীর কতক

ডিক্রী দারের উত্তরাধিকারির মধ্যে কেহ ডিক্রীর টাক আ

টাকা আদায় করিয়া তাহার খুড়াকে কিছু না দেওয়ায় ঐ খুড়া ঐ টাকার অংশ পাওন জন্য জেলা রাজসাহির দেওয়ানী আদালতে ছাএলের নামে দরখাস্ত করিলে জেলা জজ ছাএলের প্রতি কতক টাকা আমানত করণের হুকুম দেন ছাএল তাহা না করায় তাহার জায়দাদ ক্রোক করেন।

দায় করিলে অপর সরসরি দরখাস্তে পাইবেক না জাবেতা নালিশ করিতে হইবেক।

ছাএল সদরে আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যেহেতু গৌরীপ্রসাদের সম্পত্তির অংশের বিবাদ খুড়া ভ্রাতষ্পুত্রের সহিত ইহা সরসরি মতে নিষ্পত্তি ও অংশ দেওন জন্য ছাএলকে তলব করা হইতে পারে না খুড়াকে ছাএলের নামে জাবেতা নালিশ করিতে হইবেক এমতে জজের হুকুম অন্যথা হইল।

পৃষ্ঠা ১০
১৮৪১
১৯ মে
দেবসেবারপালার উপস্বত্ব নিজদেনার ডিক্রী জারিতে ক্রোক হইবেক না।

মধুসূদন হালদার ইত্যাদি ছাএল

দরখাস্ত কারিরা ।/ কালিঘাটের অধিকারি তাহাদিগের সেবার পালার উপস্বত্ব বদন হালদার ইত্যাদির পালা বলিয়া তাহাদিগের প্রতিকূলে ডিক্রী জারীতে জেলা ২৪ পরগণার জজ কর্তৃক ক্রোক হওয়ায় দরখাস্ত কারিরা সদরে আপীল করিলে শ্রীযুত রিড সাহেব পালার অধিকারির বিচার না করিয়া কহেন যেহেতু পালার উপস্বত্ব দেবালয়ের খরচ জন্য নিজ খরচ জন্য নহে এমতে কাহারো

নিজের দেনার ডিক্রীতে ক্রোক হইতে পারে না অত এব জজের হুকুম অন্যথা হইল।

বিগলের সাহেব ... ছাএল

স্টা ১৮
১৮৪১
২৬ মে

ছাএল করুণামই নাম্নি এক হিন্দু স্ত্রীর বিপক্ষে ডিক্রী পায় ঐ দেনা ঐ স্ত্রীর নিজের ছিল করুণামই আপন স্বামি রামকীসোর রায়ের মৃত্যুপরে তাহার পূর্ব্ব অনুমতি ক্রমে রাধাকিসোর নামক একব্যক্তি- কে পৌষ্যপুত্র করিলে ঐ পুত্র রামকিসোরের সম্প- ত্তির স্বত্বাধিকারি হয় করুণামইর মৃত্যুপরে ছাএল রামকিসোরের উক্ত সম্পত্তির প্রতি ডিক্রী জারি করিলে ঢাকার জেলা জজ সদরে সমর্পণ করিয়া কহেন যে উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত সদরের পূর্ব্ব হু- কুম দৃষ্টে সদরের উপদেশ ভিন্ন ছাএলের ছওালের হুকুম দিতে পারেন না।

হিন্দুস্ত্রী স্বামি র অনুমত্যানুসা রে পৌষ্যপুত্র করিলে তাহার নিজ দেনায় ঐ স্বামির সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক না ঐ সম্পত্তির প্রতি দাবি স্বা বাস্ত জন্য ডি ক্রীদারকে জা বেতা নালিশ করিতে হই বেক।

সদর জজ শ্রীযুত রাটারি ও শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে করুণামই আপন স্বামির অনুমত্যানুসারে রাধাকিসোরকে পৌষ্যপুত্র করায় রাধাকিসোর যে রামকিসোরের সম্পত্তি পাইয়াছে তাহা করুণামইর নিজ দেনায় বিক্রয় হইতে পারেনা তবে ঐ সম্পত্তি রক্ষা জন্য দেনা হইয়া থাকিলে ছাএল তাহা জাবে- তা নালিশের দ্বারায় প্রমাণ করিতে পারে সরসরি মতে তাহার বিচার হইতে পারেনা।

বংশীদাস অধিকারি ... ছাএল

পৃষ্টা ১১
১৮৪১
৩১ মে
উত্রাধিকারর হিতবস্তু সরকারেদাখিলহইলে তাহাপাওন জন্যসরসরি দরখাস্তের অগ্রাহ্যের আপীলনাহওয়ার কারণে যে জাবেতানালিশ ডিসমিসহইয়াছেতাহাবিধিপূর্ব্বকনহে।

গৌরীপৃয়া নাম্নি এক বৈষ্ণবীর মৃত্যুপরে তাহার সম্পত্তির উত্রাধিকারি রহিত জন্য সরকারে দাখিল হইলে ছাএল আপনাকে ঐ মৃত বৈষ্ণবীর উত্রাধিকারি জানাইয়া দরখাস্ত করিলে যশহরের জেলা জজ্ অগ্রাহ্য করেন ছাএল ঐ সম্পত্তি পাওন জন্য গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে জাবেতা নালিশ করিলে জজ কহেন যে হেতু ছাএল পূর্ব্ব সরসরি হুকুমের আপীল করে নাই এমতে ঐ হুকুম চূড়ান্ত ও জাবেতা নালিশ ডিসমিস যোগ্য।

সদরে সরসরি আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জেলা জজ যে হেতুতে ছাএলের মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছেন তাহা আদালতের নিয়মের বহিভূত এপ্রকার সরসরি হুকুম অন্যথা জন্য অবশ্য জাবেতা নালিশ গ্রাহ্য ও বিচার্য্য হইবেক।

লক্ষ্মীনারায়ণ বড়াল ... ছাএল

পৃষ্টা ১১
১৮৪১
১৪ জুন
যে টাকা তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে তাহারি

ছাএলের বিপক্ষে জেলা মেদনিপুরের প্রধান সদর আমীন ১৭৯৩ টাকার নালিশে ৮৯০ টাকার ডিক্রী দেওয়ায় ছাএল ঐ ৮৯০ টাকার দাবির ইষ্টাম্প কাগজে জজ আপীলের দরখাস্ত করিয়াছিল জজ প্রথম দাবি ১৭৯৩ টাকার তাইনে আপীলের আদেশ করিলে ছাএল সদরে সরসরি আপীল করে।

শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন ছাএলের আবশ্যক যে টাকা তাহার প্রতিঙ্গলে ডিক্রী হইয়াছে তাহারি আপীল করে এমতে প্রথম দাবির তায়দাদে আপীল করণের প্রয়োজন নাই অতএব জজের হুকুম অন্যথা হইল। আপীলহইতে কপ্রথমদাবির তাইএনে আপীল করিতে হইবেক না। পৃষ্টা ১১। ১৮৪১ ১৫ জুন

গোপালকৃষ্ণ দাস ... ছাএল

ছাএল ঢাকা জেলার দেওয়ানী জেলে যে ব্যক্তির ডিক্রী জারিতে কএদ হইয়াছিল ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে খুদিদেব্যা ডিক্রী করিয়া জারি করিলে ছাএলের ডিক্রীদার খোরাকী টাকা আমানত না করায় খুদি দেব্যা আমানত করে এমতে খোরাকী টাকা ছাএলের ডিক্রীদার আমানত না করণ জন্য মুক্ত হওনের প্রার্থণায় ছাএল দরখাস্ত করিলে জজ অগ্রাহ্যকরেন ছাএল সদরে সরসরি আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন ছাএলের বিপক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা খুদিদেব্যার খাতকের পাওনা বিধায় তাহাতে খুদিদেব্যার দাবি আছে এমতে জজ যে ছাএলের মুক্ত হওন প্রার্থণার দরখাস্ত উক্ত বিবরণে অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা যথার্থ হইয়াছে। ডিক্রীদারের আসামীর ডিক্রীর কএদীর খোরাকী ঐ কএদীর ডিক্রীদার আমানত নাকরিলেঐডিক্রাদারের ডিক্রীদার ঐকএদীর খোরাকী আমানতকরিয়া টাকাআদায় পর্য্যন্তকএদীকে কএদরাখিতে পারিবেক পৃষ্টা ১২ ১৮৪১ ২৩ জুন

অমৃতলাল ..... ছাএল

ছাএল সারঙ্গের জেলা আদালতে আপনপাওনা টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া সাক্ষী হাজির করিতে

প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত জজ অগ্রাহ্য করিলে তাহাই চুড়ান্ত।

না পারায় প্রধান সদর আমীন নালিশ ডিস্‌মিস করেন ছাএল ঐ মোকদ্দমার পনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিলে প্রধান সদর আমীন জজের নিকট অনুমতি প্রার্থণা করায় জজ অস্বীকার হন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত জজ অগ্রাহ্য করিলে তাহাই চুড়ান্ত কি না এতদ্বিষয়ের প্রশ্ন ইংরাজী কোর্টে করা গিয়াছিল তাহাতে উভয় কলিকাতা ও এলাহাবাদ আদালতে স্থির হইয়াছে যে জজের হুকুম চুড়ান্ত অতএব ছাএলের ছওয়াল অগ্রাহ্য।

চণ্ডিচরণ মজুমদার ... ছাএল

পষ্ট. ৭২
১৮৪১
২৮ জুন
বন্ধকদাতা ও বন্ধকগৃহীতার সহিত কোনব্যবস্থা হইলেও জারেতা নালিশ ডিস্মিস হবার দরখাস্তে জজ বয়বাত সিদ্ধ করিতে পারেন না।

এই মোকদ্দমার কাগজের দ্বারায় প্রকাশ যে বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ নামক এক ব্যক্তির স্থানে বন্দক রাখিয়া শ্রীমতি গয়ামনি ও মদনমোহন ঘোষ ও বানিমোহন ঘোষ ও মনমোহন ঘোষ ও নাবালগ গোপীমোহন ও মথুরামোহন ঘোষের পীতা দ্বারকা নাথ ঘোষ ১৫০০০ টাকা কর্জ করিয়া ছিল এবং বন্দক গৃহীতা কর্ত্তৃক ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা র নটীস জারি হইলে মেয়াদ মধ্যে বন্দক দাতারা উপস্থিত না হওয়ায় মিছিল নম্বর খারিজ হইয়া বন্দক গৃহীতার প্রতি বয়বাত জন্য জারেতা নালিশের হুকুম হইলে পর শ্রীমতি গয়ামনি ও মনমোহন

ও গোপীমোহন ঘোষ উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করে যে তাহারা বন্দক কি নটীসের বিষয় কিছুই জ্ঞাত ছিলনা পরে মনমোহন ঐ বানিমোহনের যোগে এক দরখাস্ত করিয়া লেখে যে বন্দকীপত্র ইত্যাদি যথার্থ এবং বন্দক গৃহীতার নিকট এই নিয়মে অপর এক মেয়াদ লইয়াছে যে ঐ মেয়াদ মধ্যে টাকা পরিশোধ না হইলে বিনে নালিশে বন্দকীবস্তু বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এবং বন্দক গৃহীতা তাহার অনুরূপ দরখাস্ত করিলে বর্দ্ধমানের জেলা জজ শ্রীযুত ডনবার সাহেব তদনুসারে হুকুম করেন যে উক্ত মেয়াদে বন্দকদাতারা বন্দকী টাকা পরিশোধ না করিলে কটকয়ালা বিক্রয়কয়ালা হইয়া খরিদা বস্তুর ন্যায় বন্দক গৃহীতা ভোগবান হইবেক।

ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে মথুরামোহন ঘোষ নাবালগের অন্তরঙ্গ উক্ত ছাএল ঐ নাবালগের স্বত্ব রক্ষার্থে সদর আপীল করিলে শ্রীযুত বিড়সাহেব কহেন যে উভয় পক্ষে যেমত বন্দবস্ত হউক জজের এমত ক্ষমতা নাই যে জাবেতা নালিশ ভিন্ন বিক্রয় সিদ্ধ করেন বিশেষ রিতমত নম্বর খারিজ করিয়া যে পুনর্ব্বার শুধারা করিয়াছেন তাহাও বিধিপূর্ব্বক নহে এমতে জজের হুকুম অসিদ্ধ।

রায় নন্দকিসোর ... ছাএল

পৃষ্ঠা ২৩ ১৮৪২ ২৩ জুলা

বিজুনাথ সাহি ইত্যাদির তালুক বাকী খাজনার

সরকারি নিলাম রক্ষা জন্য কর্জ দিয়া যে তালুক রক্ষা করিয়াছিল ঐ কর্জ আদায় জন্য ঐ তালুক ডিক্রী জারিতে নিলাম হওয়ায় ঐ নিলাম সরকারি নিলামের ন্যায় যে জজ বোধ করেন তাহা অন্যথা হইল

নিমিত্তে নিলাম হওয়ার উদ্যোগে ফতেআলি নামক একব্যক্তি বাকী দিয়া নিলাম রক্ষা করিয়া টাকা না পাওয়ায় পাটনার জেলা আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রীপায় ঐ ডিক্রী জারি কালিন যে তালুকের খাজনা সরকারে দাখিল করিয়া নিলাম রক্ষা করিয়াছিল তাহাই নিলাম করাইলে নিলাম খরিদ র মফস্বল দখল করিলে ছাএল আপত্য করে যে ঐ তালুক সাবেক তালুকদার তাহাকে ইজারা দিয়াছে জজের নিকট দরখাস্ত হইলে জজ ইজারা অন্যথা করিয়া কহেন যে উক্ত বিবরণক্রমে ফতেআলির ডিক্রী জারিতে যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা সরকারি বাকী আদায় জন্য বিক্রয়ের ন্যায় সাবেক তালুকদারের সমস্ত বন্দবস্ত অন্যথা যোগ্য ।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন বিজনাথ ইত্যাদির যে প্রকার দেনা ফতেআলির নিকট থাকুক তাহা নিজের দেনা পাওনা ভিন্ন নহে এমতে ফতেআলির ডিক্রী জারির বিক্রীত বস্তুতে খরিদার কেবল খাতকের স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং সাবেক মালিকের দেওয়া পাট্টার মেয়াদ পর্য্যন্ত ইজারা অন্যথা হইতে পারেনা অতএব জজের হুকুম অসিদ্ধ ।

রামনাথ চাটুর্য্যা ... ছাএল

পৃষ্ঠা ৭৪
১৮৪১
২৩ জুলাই

ছাএল আপন জমিদারিতে অসিদ্ধ লবন প্রস্তুতের

অনুমতি করায় হুগলির জেলা জজ কর্ত্তৃক ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারাক্রমে ছাএলের জরিমানা হয় ছাএল সদর আপীল করিয়া কহে যে লবন প্রস্তুত করার সংবাদ ছাএলের দ্বারায় হওয়া প্রমাণ হওয়াতেও জেলা জজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

সদর জজ শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন ছাএল যে বিষয়ের আপীল করিয়াছে ১৮৩৮ সালের ২৯আইনের ৩২ ধারাক্রমে গ্রাহ্যযোগ্যনহে যে হেতু তাহা আপীল গ্রাহ্য জন্য আইনোক্ত বিশেষ কারণ নহে।

কোন তালুক অসিদ্ধ লবন প্রস্তুতহওন জন্য জজকর্ত্তৃক তালুকদারের জরিমানা হইলে বিশেষ কারণভিন্ন আপীল গ্রাহ্যহইবে কন।

জাদবরাম সর্ম্মা আপীলাণ্ট
রামচরণ কর ... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ১৪
১৮৪১
১৫ জুলাই

রেস্পাণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক ছিলহট্টের জেলা আদালতে এই নালিশ হইলে প্রথমত প্রধান সদর আমীন ও পরে জজাদালতে নিষ্পত্তি হয়।

অবশেষে সদরে খাসআপীল হইলে শ্রীযুত হাচিনসন সাহেব জেলা জজের নিষ্পত্তি সর্ব্বপ্রকারে স্বাব্যস্থ করেন সদরের ডিক্রী জারি কারণজেলায় প্রেরণ হইলে প্রকাশ হইল যে মোকদ্দমার খরচা আসামীর জেম্বা না হইয়া ভ্রমঘটিত ডিক্রী দারেরজেম্বা হইয়াছে অতএব পুনর্বিচারের দরখাস্তভিন্ন সাবেক জজের ডিক্রী শুধারা হইতে পারে কিনা সেরেস্তারের স্থানে কৈফিএত তলব করায় সেরেস্তাদার কৈফিএত দেন যে বর্ত্তমান ও অবর্ত্তমান জজের ডিক্রীর পৃষ্ট ভ্রম

সদর আদালতের পূর্ব্ব জজের ডিক্রীর পষ্টভুল পুনর্বিচারের দরখাস্ত ব্যতিরেক শুধারা হইবেক।

পুনর্বিচারের দরখাস্ত ভিন্ন শুধারা হইয়াছে জজ বস্তু মানে স্বয়ং নতুবা অপর দুই কি অধিক জজে শুধারা করিয়াছেন।

সদর জজ শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন সাবেক জজ শ্রীযুত হাচীনসন সাহেবের ডিক্রীতে খরচার বিষয় পষ্ট ভ্রম প্রকাশ হইতেছে এমতে পূর্ব্ব রিত্যানুসারে আমার বিবেচনা সিদ্ধ এই যে পুনর্বিচারের দরখাস্ত ব্যতিরেক দুই জজ উক্ত ভ্রম শুধারা করেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের ঐক্যমতে তাহাই চুড়ান্ত হইল।

ফজলুনেশা ..... ছাএল

পৃষ্টা ১৫
১৮৪১
১৫ জুলাই
১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখিত মেয়াদ অতিত হওনের দিন রবিবার হইলে পরদিবস টাকা আমানত হইবেক

ছাএল কোন ভূমি বন্দক রাখিয়া কর্জ্জ করিয়াছিল বন্দক গৃহীতা ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখিত নটীস ছাএলের প্রতি জারি করিলে নটীসের মেয়াদ গত হওার দিন রবিবার হওয়ায় ছাএল পরদিবস বন্দকী টাকা আদালতে আমানত করিলে মেয়াদ অতিত হইয়াছে বিধায় হুগলির জেলা জজ আমানত গ্রহণ করিলেন না।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব জজের হুকুম স্বাব্যস্থ করেন।

শ্রীযুত ইস্মীত সাহেব কহেন মেয়াদ অতিত হওনের দিন রবিবার হওয়ায় ও ছাএল পরদিবস টাকা

আমানত করায় মেয়াদের মধ্যে টাকা আমানত হওয়া ও গ্রাহ্য যোগ্য।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত ইস্মীতের মত চূড়ান্ত হইল।

কিরাসান্ত ..... ছাএল

পৃষ্ঠা ১৫
১৮৪১
২৩ আগষ্ট
অংশ নিরূপন ভিন্ন ডিক্রীর আসামীয়ানের মধ্যে কেহ আপন অংশ দেনা আমানত করিলে মুক্ত হইবেক না।

ছাএল ও অপর ব্যক্তির বিপক্ষে একত্রে ডিক্রী হইলে ছাএল আপন অংশ দেনা দিয়া মুক্ত হওনের প্রার্থণা করায় জেলা জজ অগ্রাহ্য করেন।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন ডিক্রীতে লিখিত আছে ছাএল ইত্যাদি সকল আসামী ডিক্রীর টাকার দাইক এমতে ছাএল আপন অংশ দেনা দিয়া মুক্ত হইতে পারে না ছাএলের ছওয়াল অগ্রাহ্য।

জয়চন্দ্র চৌধুরি ... ছাএল

পৃষ্ঠা ১৬
১৮৪১
৩১ আগষ্ট
সম্পত্তি স্থানান্তর করণের মনন প্রমাণ হইলে জামিন তলব হইবেক জামিন না দিলে ১৮০৬

জয়চন্দ্র চৌধুরি নামক এক ব্যক্তি ছাএলের নামে জেলা ময়মন সিংহের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া পরে দরখাস্ত করে যে ছাএল আপন সম্পত্তি স্থানান্তর করণের উদ্যোগী হইয়াছে এমতে প্রার্থণা যে ডিক্রী হইলে তাহার মতাচরণ জন্য ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ক্রমে ছাএলের স্থানে জামিন তলব হয় তাহাতে প্রধান সদর আমিন রীত

যত প্রমাণ না লইয়া ছাএলের সম্পত্তি স্থানান্তর করা নিবারণ জন্য ইস্তাহার জারি করেন।

সালের ২ আ ইনের ৫ ধারা ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করইবেক ১৯০ সংখ্যক কানষ্টকসন দৃষ্টাঃ।

ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন প্রথমে প্রমাণ তলবকরিতে হইবেক যে আসামীর কর্ম্মের দ্বারায় প্রকাশ যে আপন সম্পত্তি হস্তান্তর করণের মনন করিয়াছে তাহা প্রমাণ হইলে আসামীর স্থানে জামিন তলব হইবেক জামিন দিতে না পারিলে আসামীর জায়দাদ ক্রোক হইবেক।

পাটা ১৬ ১৮৪১ ৭ সেতম্বর

শিবপ্রসাদ দত্ত ... ছাএল

ডিক্রীজারিতে কোন ভূমিসম্পত্তি নিলামকরিতে হইলে যে থানার অধিন ঐ ভূমি সেই থানায়ইস্তাহার জারিকরিতে হইবেক।

ছাএলের ভূমি সম্পত্তি শ্যামকিশোর রাএর ডিক্রী জারিতে কালেক্টর কর্তৃক নিলাম হওয়ায় ছাএল ঐ নিলাম অন্যথা জন্য জজের নিকট দরখাস্ত করিলে জজ অগ্রাহ্য করেন ছাএল জজের হুকুমের বিরুদ্ধে সদর আপীল করিয়া আপত্য করে ১ দফা বিক্রীত সম্পত্তি জলা ত্রিপুরার অন্তর্গত দাউদ কাঁদি থানার সামিল ছিল কিন্তু নিলামি ইস্তাহার জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত জাফরগার থানায় জারি হওয়াতে ছাএল নিলামের বিষয় জ্ঞাত ছিলনা দ্বিতীয় জেলা ত্রিপুরার কালেক্টর কর্তৃক নিলাম না হইয়া জেলা ময়মনসিংহের কালেক্টর কর্তৃক নিলাম হইয়াছে কিন্তু নিলামি সম্পত্তি ত্রিপুরার কালেক্টরি সামিল ছিল।

সদর জজ শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে ছাএলের কহত মত দৃষ্ট হইতেছে যে নিলামি বস্তু জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত দাউদকাঁদি থানার সামিল ছিল এবং নিলামি এস্তাহার জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত জাফর গার থানায় জারি হইয়াছে ইহা অবিধি অপর ঐ সম্পত্তি জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত জেলা ময়মনসিংহের কালেক্টর কর্তৃক বিক্রয় হয় তদ্ভিন্ন জজ স্বয়ং অংশ নির্ণয় করিয়া বিক্রীর আদেশ করিয়াছেন যে হেতু তাহার উচিত ছিল যে ডিক্রীর টাকা দৃষ্টে উপযুক্ত অংশ বিক্রয় জন্য কালেক্টরের প্রতি ভারার্পণ করেন এমতে নিলাম অবশ্য অন্যথা যোগ্য।

এবং যেকালে কলেক্টরের অধিকারে ঐভূমি ঐ কালেক্টর কর্তৃক নিলাম হইবেক এবং জজ বিক্রয় জন্য ভূমির অংশ নিরূপণ না করিয়া টাকা দৃষ্ট উপযুক্ত অংশ বিক্রয় জন্য কালেকটর কে ভার দিবেন তাহা না হইলে নিলাম সিদ্ধিপূর্ব্বক হইবেক না।

রাজা বর্দ্ধমান ..... ছাএল

পৃষ্টা ১৭
১৮৪১
৭ সেপ্তম্বর

রাণী বসন্তকুমারী দস্তাবেজ পাওনের দাবিতে ছাএলের নামে বর্দ্ধমানের জেলা জজের নিকট জাবেতা নালিশ করায় রাণীর দরখাস্ত মতে দলিল আদালতে উপস্থিত করণ জন্য ছাএলের প্রতি হুকুম হইয়াছিল ছাএল দলিল দাখিল না করায় জেলা জজ ১৮৪১ সালের ৮ জুলাই তারিখে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণ মতে নালিশের আরজীর ইষ্ট্যাম্প মূল্যের সিকী ছাএলের জরিমানা করেন।

যে দলিল পাওন জন্য নালিশ হইয়াছে তাহা আসামীর দাখিল না করন জন্য ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণমতে

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জজ যে আইন উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কে-

বল প্রমাণ স্বরূপ দলিল আদালতের হুকুম ক্রমে দাখিল না করিলে খাটিথেক নতুবা এমোকদ্দমায় খাটিবেক না কারণ এমোকদ্দমায় ছাএল যে দলিল দাখিল করেনাই তাহাই মোকদ্দমার দাবি অতএব জজের হুকুম অন্যথা যোগ্য।

নালিশি আর জাির ইস্টাম্পের সিকীমুল্যজরি মানা হইবেকনা

যেগমজান ..... ছাএল

পৃষ্টা ১৭
১৮৪১
১৩ সেতম্বর
বিক্রী অসিদ্ধ জন্য জাবেতা মালিশখরিদা রের দখল রহিতের কারণ নহে।

আদালতের ডিক্রী ক্রমে নিলাম হওায় ছাএল কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিল ঐ সম্পত্তির ইস্তাহার কালিন ধর্ম্মদাস নামক একব্যক্তি মোজাহেহ হওয়ায় তাহার মোজাহেমি অগ্রাহ্য হয় ঐ হুকুম অন্যথা জন্য পাটনার জেলা আদালতে মোজাহেম নালিশ করায় জজ ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ছাএলের দখল স্থকিত রাখেন।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন ছাএলের খরিদা বস্তুর নিলাম অন্যথা জন্য মোজাহেম জাবেতা নালিশ করায় ছাএলের দখল স্থকিতের প্রতি উপযুক্ত কারণ নহে অতএব জজের হুকুম অসিদ্ধ।

পৃষ্টা ১৮
১৮৪১
২০ সেতম্বর
অপচয়ের নালিশে যেটাকো

চণ্ডীচরণ মুখুর্য্যা ... ছাএল

ছাএলের নামে অপচয় বাবুদি ১৫০০ টাকার দাবিতে নালিশ হওয়ায় প্রধান সদর আমীন ছাএ-লের বিপক্ষে ৫ টাকা ডিক্রী করায় ছাএল ঐ ৫

টাকার দাবিতে জজ আপীল করিলে জজ তাহা অ-গ্রাহ্য করিয়া ১৫০০ টাকার দাবিতে আপীলকরণের আদেশ করেণ।

ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জজের হুকুম ন্যায় পূর্ব্বক নহে কারণ ছাএলের বিপক্ষে যে টাকার আপীল হইয়াছে ছাএল তাহারি আপীল করিবেক অতএব জেলা জজের হুকুম অন্যথা যোগ্য।

কৃষ্ণকান্ত হাজরা ... ছাএল

আসামীর বিপক্ষে ডিক্রীহইবেকতাহারি আপীলহইবেক সমস্তদাবির আপীলহইবেক না।

পৃষ্টা ৭৭
১৮৪১
৫ অক্টবর

গোপাল চাটুয্যা নামক একব্যক্তি ছাএলের নামে বাকী খাজনার সরসরি নালিশকরিয়া ১৮২৯ সালের ২৯ নবেম্বর ডিক্রী পাইয়াছিল ঐ ডিক্রী জারিতে ছাএলের কোনসম্পত্তি বিক্রয়হইয়াও বাকীথাকা প্রমাণ প্রযুক্ত ছাএলের পাট্টা অন্যথা করিয়া অপরকে পাট্টা দিয়াছিল ছাএল ১৮৩৯ সালের ২১ দিসেম্বর তারিখে ঐ সরসরি ডিক্রী অন্যথা ও ক্ষতি পাওন জন্য জাবেতা নালিশ করণের নিমিত্তে বর্দ্ধমানের জেলা জজের নিকট পাপের প্রার্থণা ও মোকদ্দমার দাবি ৯৯৪২ টাকা করে জজসাহেব যে ৭০০ টাকায় ছাএলের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছিল ঐ ৭০০ টাকার দাবিতে নালিশের অনমতি দিয়া বাকী দাবির নালিশের পাপর অগ্রাহ্য করেন।

১৮৩১ সালের ৮ আইনজারির পর একবৎসরের মধ্যে বাকীখাজানার সরসরি ডিক্রী অন্যথার জাবেতা নালিশ না হইলে গ্রাহ্য হইবেক না।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন গোপাল চট্টের প্রাপ্ত সরসরি ডিক্রীর দ্বারায় ছাএলের সম্পত্তি বিক্রী ও পাট্টা অন্যথা হইয়াছে ঐ ডিক্রী অন্যথা না হইলে তাহা স্বাব্যস্থ থাকিবেক অপর ছাএলের পাপর প্রার্থণা ঐ ডিক্রী অন্যথা জন্য নালিশ করণের বিষয়ে ইংরাজি কোর্টে প্রশ্ন হইয়াছিল যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা জারির পূর্ব্বে যে বাকী খাজনার সরসরি ডিক্রী হইয়াছে তাহা অন্যথা জন্য ঐ আইন জারির পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক কি না তাহাতে কলিকাতা ও এলাহাবাদ সদর উভয় আদালতের অভিমত হইল যে এমত নালিশ একবৎসরের মধ্যে না করিলে গ্রাহ্য হইবেক না এমতে ছাএলের হওাল ও জজ যে হুকুম দিয়াছিলেন সমস্ত অন্যথা হইল।

আরাত্তন ইত্যাদি ... ছাএল

পৃষ্টা ১৯
১৮৪১
৬ অক্তবর
জমিদার আপন জমিদারিই জারা দিলেও ঐ জমিদারিতে অসিদ্ধ লবনে র খালাড়ি হইলে ১৮৩৮ সা

ছাএলের তালুকে অসিদ্ধ লবনের খালাড়ি হওা প্রমাণ হওায় বাকরগঞ্জের জেলা জজ কর্তৃক ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারা ক্রমে জরিমানার হুকুম হয় ছাএল ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে সদর আপীল করিয়া কহে যে তাহার তালুক ইজারা দেওয়া গিয়াছে এমতে ইজারদার জরিমানার দাইক।

সদর জজ শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জমিদার আপন জমিদারি ইজারা দিলেও উক্ত আই

নের জরিমানার দাবি হইতে মুক্ত হইতে পারে না এমতে যথার্থ জরিমানা হইয়াছে ছাএলের ছওয়াল অগ্রাহ্য।

ঈশ্বরদত্ত ...... ছাএল

ছাএল জেলা সাহাবাদের প্রধান সদর আমীন আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় কোন ভূমির তদারক জন্য ৩০ টাকা মাসিক বেতন আমীন নিয়োগ হইয়া চারিমাস কর্ম্ম করিয়া সম্পূর্ণ বেতনে পায় আমীন খরচা অধিক হইয়াছে বিধায় জেলা জজের নিকট সরসরি আপীল হইলে জজ হুকুম দেন যে দুইমাসের কর্ম্মে চারিমাস হইয়াছে বিধায় অর্দ্ধেক টাকা আমীনকে ফিরিয়া দিতে হইবেক ছাএল ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে ফিরে দেওয়া টাকা ফিরে পাওন জন্য পরাভূত ব্যক্তির নামে জাবেতা নালিশ করিলে জজ ঐ নালিশ অগ্রাহ্য করেন।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জজ যে ছাএলের অর্দ্ধেক বেতন ফিরিয়া দেওনের হুকুম দিয়াছেন তাহা অন্যথা জন্য জাবেতা নালিশ হইতে পারেনা অতএব জজ যে ছওয়াল অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা স্বাব্যস্থ।

সেং ২৯ আইনের ২৩ ধারায় লিখিত জরিমানা হইতে জমিদার মুক্ত হইতে পারিবেক না।

পৃষ্ঠা ১৯
১৮৪১
১৩ ডিসেম্বর
নিম্নাদালতের আমীনের যে হকতাহার অর্দ্ধাংশ ফিরে দেওনের আদেশ করিলে তাহা অন্যথা জন্য নালিশ হইবেক না।

BENGALEE TRANSLATION

OF

REPORTS OF

CASES

Determined in the

SUDDER DEWANNY ADAWLUT,

APPROVED BY THE COURT

For the year 1841.

VOL. 7. PART 1.

বাঙ্গালা রিপোর্ট

অর্থাৎ

সদর দেওয়াণী আদালতের ১৮৪১ সালের

নিষ্পন্ন যে সমস্ত মোকদ্দমা ঐ আদা

লতের সাব্যস্থ মতে

৭ পুস্তকের ১ খণ্ডে প্রচার হয়

তাহা

চলিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইয়া

কলিকাতা

নিমতলা বিধিমুন্দর যন্ত্রে যান্ত্রিত হইল

ইং ১৮৪২ সাল

সাস্ত্র সংক্রান্ত

সরা সংক্রান্ত

বন্দক

নানা বিষয়ক

নির্ঘণ্ট পৃষ্ঠা

ADVERTISEMENT.

On the adoption of the Rules for examination of the candidates for Moonsiff ship by Lord G. Auckland the translator of the present work published the Bengalee Circular orders and constructions of the Sudder Dewanny and Nizamut Courts which not only afforded facility to the candidates, but became useful to the native Judicial officers, &c who are now presented with a translation of reports of civil cases determined by the Court Should it be approved by the native community the former volumes of the work will be published and series completed.

KASHEENATH BOSE.

বিজ্ঞাপন

শ্রীল শ্রীযুত লার্ড অকলেণ্ড বাহাদুর কর্তৃক মুনছাফি কর্ম্মাকাংক্ষি দিগের পরীক্ষা জন্য নিয়ম স্থাপন হওয়ায় সদর ও নেজামত আদালতের কনেষ্ট্রকষণ ও সরকিউলর আর্ডর চলিত বঙ্গভাষায় প্রচার হইয়াছে এইক্ষণে সাধারণের অভিপ্রায় যে উক্ত আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট ঐ রূপ বঙ্গ ভাষায় প্রচার হয় এমতে এই খুদ্র পুস্তক অগ্রে প্রচার করাগেল দেশীয় সমাজে গ্রাহ্য ও ব্যবহার্য্য হইলে অপর পুস্তক ক্রমে অবিলম্বে প্রচার হইবেক।——

শ্রী রাধারমণ বশু।——

ইংরাজি পুস্তকের যে পৃষ্ঠায় যে মোকদ্দমা লিখিত হইয়াছে তাহা নিষ্পন্ন হওয়া দিবসের শির ভাগে লিখিত হইল।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শরণং

কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি।

পুস্তক ৭ খণ্ড ১।

বিষ্ণুচরণ সিংহ ... আপীলাণ্ট — পৃষ্ঠা ১

দিগম্বরী দাস্যাদি ... রেস্পাণ্ডেণ্ট — ১৮৪১

১৪ জানর

আপীলাণ্ট হিসাবেরবাকীবাবুদিয়ারসুদঃ৯৮৩৷৵০ আনা পাওন জন্য জিলা বর্দ্ধমানের দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ উত্থাপন করে।

ফৈরাদির দোকান সহর কলিকাতার হাটখোলায় ছিল এবং যে কারবার উপলক্ষে এই মোকদ্দমা উত্থাপন হয় তাহাও তথায় হইয়াছিল।

বিচার জন্য প্রধান সদর আমীন কাজি রছুল বক্সের নিকট সোপর্দ্দ হইলে ১৮৩৯ সালের ২৮ আগষ্টে নীচের লিখিত কারণে ফৈরাদির দাবী ডিসমিস হয়।

উভয়বিবাদির কারবার কলিকাতায়হইয়াথাকিল ও যদ্যপি তৎ সংক্রান্ত মকদ্দমাউত্থাপন কালিন উভয় বিবা

দিরবাস জ ১ কারণ। মোকদ্দমার কারণ সদর কলিকাতায়
লায় থাকে উত্থাপন হইয়াছে এমতে মফঃসল আদালতের অধি
ভবেতাহার কার নাই।

বিচার জলা ২ কারণ। আসামিয়ানের মধ্যে মানিক ইনসা-
আদালতেহই লবেণ্ট অর্থাৎ যোত্রহীন আইনের আশ্রয় লইয়াছে
বেক এবং এবং ফৈরাদী ঐ যোত্রহীন ব্যক্তির মহাজনের মধ্যে
আসানিয়ানে থাকন জন্য সুপ্রিম কোর্ট হইতে এত্তেলা পাইয়াছে।
র মধ্যো কেহ উক্ত নিষ্পত্তি জজ আপীলে শ্রীযুত ডনবারসাহেব
যোত্রহীনআই কর্তৃক ব্যবস্থ থাকে।
নের আশ্রয় সদরে খাসআপীল গ্রাহ্যহইলে শ্রীযুত ডিঃ স্মিত
কলিকাতায় সাহেব ফৈরাদীর দাবীর স্বত্বের বিচারের প্রতিকূলে
লইয়া থাকি নীমাদালতের আপত্য নীচের লিখিত কারণে অন্যথা
লে অপর করিলেন।

আসামিয়া- ১ প্রথমত। প্রকাশ যে নালিশ উত্থাপন কালীন
নের প্রতি উভয় বিবাদির বাস জিলা বর্দ্ধমানের অধিকারে ছিল
ফলে বিচা এমতে জিলা আদালতের অধিকার আছে।

রের প্রতি ২ দ্বিতীয়। আসামীয়ানের মধ্যে কেবল মানিক
বন্ধক জিলা যোত্রহীন আইনের আশ্রয় লইয়াছে এমতে ৪ জর্জের
আদালতে ৯ আইনের ৭৩ ধারার ৪১ প্রকরণমতে তাহার নামে
হইবেক না জিলা আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক না নত্তবা
অপর আসামীরনামে নালিশের প্রতিবন্ধকনাই এমতে
উক্ত মোকদ্দমার বিচার কারণ নীমাদালতে প্রেরিত
হইল ইতি।

উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরি ও শ্রীমতী
উজ্জ্বলমণি .... আপীলাণ্ট
ঈশ্বরচন্দ্র ও জয়নারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ
পাল চৌধুরি .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

রেস্পাণ্ডেণ্ট ১৭৯৯ সালের ৭ আইনমতে বাকী
খাজানার ডিক্রীর টাকা আদায়কারণ জিলা নদিয়ার পৃষ্ঠা ২
দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ উত্থাপন করে। ১৮৫১

ফৈরাদী কহে যে ডীক্রীর টাকা আদায় যোগ্য ১৮ জানয়
কোন জায়দাদ না পাওয়াতে তৎকালীন জারী ক- ১২ বৎসর
রিতে পারে নাই পরে আসামীয়ানের মধ্যে গতে সরসরি
উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরী রেস্পাণ্ডেণ্ট গণের নামে ডিক্রী জারী
নালিশ করিয়া কতক টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ জন্য জাবেতা
ডিক্রীজারী কালীন রেস্পাণ্ডেণ্টের জায়দাদ নীলাম নালিশ ডিস
করণের উদ্যোগে রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ ৭ আইনের ডিক্রী মিস হইল।
উত্থাপন করিয়া ঐ ডিক্রীর টাকা তাহার দেনায়
বাদ পড়নের প্রার্থনা করিলে সরাসরি ডিক্রী ১২
বৎসরের অধিক কালগত বিধায় অগ্রাহ্য হওয়ায়
ঐ সরসরি ডিক্রীজারী কারণ এই জাবেতা নালিশ
উত্থাপন করে।

আসামী আরং আপত্যের মধ্যে কহে যে সর-
সরি ডিক্রীর তারিখ হইতে ১২ বৎসরের অধিককাল
গত হইয়াছে এইক্ষণে উক্ত ডিক্রী জারীজন্য নালিশ
হইতে পারে না।

জিলা জজ শ্রীযুত নিসবিট সাহেব ফৈরাদীর পক্ষে

ডিক্রী করিলে আসামী উমেশচন্দ্র চৌধুরি সদরে আপীল করে।

শ্রীযুত রাটরি সাহেব প্রথমত জিলা নিষ্পত্তি সাব্যস্ত করিয়াছিলেন পরে নালিশের নিরূপিত সময় গত হওয়ার আপত্যে আপীলাণ্ট কর্তৃক পুনঃ বিচারের দরখাস্ত হইলে তাহা গ্রাহ্য করণান্তর অভিমত করিলেন যে যেহেতু সরসরি ডিক্রীর তারিখ হইতে ১২ বৎসরের অধিক গত এবং তলব তাগদা কি দেওনের অঙ্গীকার করা হইয়াছে এমতো প্রমাণ হইতেছেনা যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ধারার বর্জনিয়ের অন্তর্গত হয় এমতে নালিশ অগ্রাহ্য জিলা ডিক্রী অন্যথা যোগ্য শ্রীযুত ডি, স্মিত সাহেবের ঐক্য মতে চূড়ান্ত হইল।

রাজা রঘনন্দন ও জদনন্দন ওদেবকি
নন্দনসিংহ ...... আপীলাণ্ট
পৃষ্টা৩। শ্রীমতী নৃত্যপ্যারি ইং রেস্পাণ্ডেণ্ট

১৮৪১ রেস্পাণ্ডেণ্ট ভূমীর ওয়াসীলাত ও সদ বাবদী
৯ জানের ৯৫০ টাকা পাওনজন্য এই মোকদ্দমা ১৮২৯সালের
নালিশের নি ৩০ মে তারিখে সারঙ্গেরজিলা আদালতে উর্থা
ষ্পত্তি ক্রমে পন করে।

ডিক্রী হওয়া পূর্ব্বে ঐ ভূমি লইয়া উভয়পক্ষের বিবাদহইয়া ভূমিব পূর্ব্বকা নালিশ হওয়ায় সালিসের দ্বারা বিভাগ হইয়া ৫৫০ ন্দের ওয়াসী বিঘা ভূমিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের ভোগ হইয়া ছিল

সালিশী নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বাদির ভোগ রহিত যত
কাল ছিল তাহার উৎপন্ন ও সুদের দাবীতে এই লাখেরাজি
নালিশ উত্থাপন করে। প্রায় ১২ বৎ

আসামী জওয়াব দেয় যে ভূমি সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব সরগাতেলা
মোকদ্দমা ১৮১৭ সালের ১ সেপটেম্বর দিবসে পন হওয়ায়
সালিশে নিষ্পত্তি হয় ঐ সালিশি নিষ্পত্তি কি তদনু সালিশ
সারে আদালতে যে ডিক্রী হয় তাহার কোন বিরোধিভূমি
হুকুমে ওয়াশীলাতের প্রসঙ্গ নাই তদবধি প্রায় র সমস্যহর।
১২ বৎসর গত এইক্ষণে এমত নালিশ সম্ভবে না। নিষ্পত্তি করে

প্রধান সদর আমীন সৈয়েদ সুজাওদ্দিন আলিখাঁ সাহেব জজ
১৮৩৩ সালের ৪ জানেয়ারি তারিখে ফৈরাদীর নামে ডি
পক্ষে ডিক্রী করেন এবং জজ আপীল আসামীর মিস হওল।
অনোদ্যোগ জন্য নথর খারিজ ও তাহার সরসরি
আপীল সদরে অগ্রাহ্য হইলে আসামীর দরখাস্ত
মতে খাস আপীলের অনুমতি হয়।

শ্রীযুত ডিক সাহেব বিচার করিলেন যে বিরোধী
ভূমি সম্বন্ধীয় উভয়ের যে কোন বিবাদ সালিশি
নিষ্পত্তিতে পরিষ্কার হইয়াছে তাহাতে ওয়াশীলা
তের কোন প্রসঙ্গ নাই প্রায় ১২ বৎসর গত ফৈরাদী
ওয়াশীলাতের দাবী না করাতে অনুভব হইতেছে যে
আসামীর প্রতি ফৈরাদীর দাবী বিষয়ে সালিশী
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত বোধ করিয়াছিল এমতে শ্রীযুত ডিক
সাহেব আসামীর পক্ষে নিষ্পত্তি করিলেন।

শ্রীযুত মিঃ ওয়ারনর সাহেব ওয়াশীলাতের

বিষয়ে ফৈরাদীর স্বত্ব থাকা বিধায় তাহা অন্যথা করিলেন যেহেতু কত টাকা আদায় হইয়াছে তা- হার সম্পূর্ণ বিচার হয় নাই এমতে অভিমত করি লেন যে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য মোকদ্দমা নিম্নাদালতে ফিরিয়া পাঠান যায়।

শ্রীযুত স্মিত সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত ডিক সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

পৃষ্ঠা ৪। সত্য রণজিত পাল ইং ... আপীলান্ট

১৮৪১ হরিদাস বাবু ইত্যাদি ... রেস্পাণ্ডেণ্ট

২১ জানের রেস্পাণ্ডেণ্ট আফিঙ্গের লাট আমানতি বাবদি
আশামীকর্তৃক কর্জ্জার টাকা পাওন জন্য ১৭২০।৶০ আনার দাবীতে
উত্থাপিত আ এই নালিশ ২৪ পরগনার জিলা আদালতে উপস্থা
দালতের অধি পন করে।
কার না থা আসামী জওয়াব দেয় যে উক্ত কারবার ২৪ পর
কার আপ গনার অধিকারে না হওন জন্য ঐ আদালতের অধি
ত্তির বিচার কার নাই।
না হইয়া ফৈ আসামী যে অধিকারের আপত্য করে তা-
রাদীর দাবির হার বিচার না করিয়া প্রধান সদর আমীন ও জজ
মূলের বিচার ফৈরাদির দাবীর বিচার করিয়া ফৈরাদির পক্ষে ডিক্রী
হওয়াতে করেন।
অর্পণ সদর আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত স্মিত সাহেব বিচার করিলেন যে ফৈরাদী কহে উক্ত কারবার জিলা ২৪ পরগনার মধ্যে ও

আসামী কহে সহর কলিকাতার মধ্যে হইয়াছে কিন্তু প্রবল অনুভব হইতেছে যে আসামীর আপত্য সত্য বিশেষ আসামীর বাটী হুগলি জিলা এমতে কোনস্থানে দেনা পাওনা হইয়াছে তাহার প্রমাণ লওয়া বিশেষ আবশ্যক তাহাতে যদ্যপি প্রমাণ হয় যে উক্ত কারবার ২৪ পরগনার মধ্যে হয় নাই তবে তথাকার আদালতের অধিকার থাকিবেক না এমতে উক্ত কারণে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার আবশ্যক হইল।

বিচার জন্য মকদ্দমার নথি ফেরৎ প্রেরিত হইল।

মোহন্ত শিবসহাই দাস ... আপেলাণ্ট ৪ মার্চ

মোহন্ত সুকদেব দাস ... রেস্পাণ্ডেণ্ট ১৮৪২

রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন লিখিত তমলিকনামা অন্যথা ও ঐ তমলিক নামার লিখিত জায়দাদ প্রাপণ জন্য ২০০০০ টাকার দাবীতে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে যোত্রহীন রূপে জিলা বেহারের আদালতে এই নালিশ উত্থাপন করে।

আরজীতে লেখে যে পীড়িত ও অপারগ থাকন জন্য ফৈরাদী আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে না পারায় আসামীর পরামর্শমতে আপন সম্পত্তি অর্থাৎ রাজা খয়ালিরামের কটরার দেবালয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষ সিবগঞ্জের বাগান সনরূপতি গ্রামের ২৫ বিঘা জমি ও ইজারা ও বন্ধকী ভূমি ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ নগদ গহনা ও তমসক ইত্যাদি ইং ১৮৩২

২৫ জানর .... রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন স্বাক্ষরিত দেবত্র র সম্পত্তির তমলিকনামা অন্যথা জন্য নালিশ করে যে গৃহীতা নিয়মমতদখল

কাবনাইকিন্তু নিয়মের নিয়মান্যথা না হওনজন্য ডিসমিস হইল।

সালের ২৫ নবেম্বর সন ১২৪০ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ তারিখে তমলিকনামা সুরত আসামীকে লিখিয়া দেয় ও তাহাতে অঙ্গীকারছিল যে ফৈরাদী সুস্থ হইলেঐ সম্পত্তিতে সর্ব্বপ্রকারে তাহার অধিকারহইবেক এবং কথায় নিয়ম ছিল যে ঐ জায়দাদের উৎপর্ণ হইতে দেবালয় মেরামত চাকরান মাহিয়ানা ও অতিথী সেবা হইয়া দরমাহা ২৫ টাকার হিসাবে শালিয়ানা ৩০০ টাকা করিয়া ফৈরাদির খরচ কারণ আসামী দিবেক।

এ আরজীতে আরো লিখিত আছে যে ঐ কথার নিয়মানুসারে আসামী তাহাকে দফায় ২ সর্ব্ব শুদ্ধা ৪০০ টাকা দিয়া পরে একেবারে রহিত করিয়াছে এইক্ষণে ফৈরাদির প্রার্থনা যে উক্ত নিয়মানুসারে টাকা পায় নতুবা তমলিকনামার নিয়মের অন্যথাচরণ হওনজন্য অর্পিত সম্পত্তিতে ভোগবান হয়।

আসামী জওয়াব দেয় তমলিতনামায় কোন নিয়ম ছিল না আর কহে যে সনন্দপতি গ্রামের ২৫ বিঘা যে এই নালিশ ভুক্ত করিয়াছে তাহা ন্যায় পূর্ব্বক নহে কারণ রাজগির স্থানের দেবালয়ের সেবা জন্য উক্ত ভূমি অপর লিপির দ্বারা আসামীকে অর্পণ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির তমলিকনামায় তাহার প্রসঙ্গ আছে।

পৃষ্ঠা ৪
১৮৪১
২৫ জানের

তমলিতনামা

আমি সুকদেব দাস চেলা জয়রাম দাস মোতফা নানকসাইফকীর সাকিম সাহেবগঞ্জ সজ্ঞান ওসেচ্ছা পর্ব্বক এই তমলিকনামা লিখিয়া দিতেছি যে নীচের লিখিত সম্পত্তি অর্থাৎ রাজা খয়ালিরামের কঠরার দেবালয়ের শামিল এমারত ভূমি ও বক্ষাদি সাহেব গঞ্জের বাগান ও সমবদ্ধপত্তির ২৫ বিঘ, জমি ও ইজারা ও বন্ধকী ভূমি ও নগদ গহনা ও তমসুক ইত্যাদি যাহা বলভদ্র দাস হইতে জয়রাম দাস ও জয়রাম দাস হ-ইতে আমি পাইয়া রাজগিরির দেবালয়ের সেবা কা-রণ সমবদ্ধপত্তির ২৫ বিঘা জমি ১৮৩৭ সালের ২৯ শ্রাবণ তারিখের লিপিক্রমে শিবসাই দাসকে দিয়ায়ে অবশিষ্ট সম্পত্তিতে পৈতৃক স্বত্বক্রমে এপর্য্যন্ত আ-মার ভোগ আছে তাহা আমি এইক্ষণে মোহন্ত শিব-সাই দাসকে অর্পণ করিলাম এই লিপির দ্বারা যে সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ হইল তাহাতে আমার সত্ব র-হিল না ইতি ২৫ নবেম্বর ১৮৩২ সাল ১৭ অগ্রহায়ণ ১৮৪০ ফসলি।

সমবদ্ধপত্তির ২৫ বিঘা ভূমির লিপি।

আমি সুকদেব দাস চেলা জয়রাম দাস নানক শাহি ফকীর এই লিপি লিখিয়া দিতেছি মৌজে সমবদ্ধ পতিতে ঘে• ২,৫ বিঘা ভূমি আছে যাহা কোঙর

রামনারায়ণ রায় বলভদ্র দাসকে বিষ্ণুপ্রিতে দান
পৃষ্ঠা ৪ করিয়াছিলেন যাহা দানের দিবস হইতে অদ্যপর্য্যন্ত
১৮৪১ বলভদ্র দাস ও তাহার মৃত্যুপরে ক্রমে জয়রাম দাস
২৫ জানের ও আমার দখলে আছে ঐ ভূমি আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজগিরির দেবালয়ের সেবার নিমিত্তে মোহন্ত শিবদাস সাহিকে দিলাম ঐ মোহন্ত ও তাহার ওয়ারিসান ঐ ভুমী আবাদ করিয়া উৎপন্ন দেবালয়ে খরচ করিবেন ঐ ভূমীকি উপস্বত্বতে আমার কিম্বা আমার উত্তরাধিকারির স্বত্ব রহিল না ইতি। — ২৯ শ্রাবণ ১২৩৭ ফসলি।

প্রধান সদর আমীন ফতেআলি খাঁ বিবেচনা করিলেন যে উক্ত সম্পত্তি দেবত্তর ও আপসের হস্তান্তর যোগ্য নহে ও সনন্ধ গ্রামের ২৫ বিঘা ভুমী যাহা অপর লিপির দ্বারা হস্তান্তর হইয়াছে তাহা এ মোকদ্দমার অন্তর্গত হইতেপারে না বিধায় তাহা বাদে বাকী সম্পত্তি ফৈরাদির পক্ষে ডিক্রী করিলেন।

সদর আপীলে শ্রীযুত বিসকো সাহেব বিবেচনা করিলেন যে উক্ত দেবত্তরের অধ্যক্ষের প্রতি উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করণের ক্ষমতা আছে কি না অগ্রে স্থির করা আবশ্যক যে হেতু আপীলাণ্টকে উক্ত সম্পত্তি অর্পণ করায় মূল দানের অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ দৃষ্ট হইতেছে এবং সদর দেওয়ানীর রিপোর্টের চতুর্থ পুস্তকের ৩৪৩ পৃষ্ঠার লিখিত ভবানীপ্রসাদ চৌধুরির সহিত রাণী জগদিশ্বরীর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ক্রমে এমত বস্তু হস্তান্তর হইতেপারে না এমতে

সমন্ধপতি গ্রামের ২৫ বিঘা সমেত রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে নিষ্পত্তিযোগ্য।

শ্রীযুত লিং ওয়ারনরসাহেব অভিমত করিলেন ফৈরাদী যে দেবত্তর ভুমি আসামীকে অর্পণ করিয়াছেন তাহা বিধিপুর্ব্বক নহে কারণ দেবত্তর ভুমী যে নিমিত্তে দত্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন হস্তান্তর হইতে এবং ফৈরাদী ঐ তমলিকনামা অন্যথা জন্য নালিশ করিতে পারে না যেহেতু স্বয়ং লিখিয়া দিয়া দখল দেওয়াইয়াছে এইক্ষণে রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন কৃত কর্ম্মের অন্যথা করণে এবং অবিধি হস্তান্তরহওনাজন্য আপীলাণ্ট উক্ত সম্পত্তি দখল পাওনে অযোগ্য এমতে আদেশকরিলেন যদ্যপি উত্তরাধিকারি স্বরূপ রেস্পাণ্ডেণ্টের চেলা থাকে তবে ঐ শ্রেণীর সন্যাসীরা রেস্পাণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ জনেক চেলাকে সেবাত নিযোগ করে যদ্যপি চেলা না থাকে ও উপরোক্ত মতে কার্য্য না হয় তবে ১৮১৭ সালের ১৯ আইনক্রমে যাহারা লোকেল এজেণ্ট নিয়োগ হইয়াছেন তাহারা ঐ দেবত্তরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। প্র নং ৪ ১৮২১ ২৫ জানুয়ার

পরে শ্রীযুত ডেবিডস্মিত সাহেব শ্রবণ করিয়া উভয় জজের মতের অনৈক্যতায় অভিমত করিলেন যে শ্রীযুত বিস্কো সাহেব যে মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহাতে দেবত্তর সম্পত্তি বিক্রী হইয়া সর্ব্ব প্রকারে হস্তান্তর হইয়াছিল তাহা এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি জন্য দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ইহাতে অন্যান্য

পট্টা ৫ ১৮৪১ ২৫ জানের

বিবেচনা করিতে হইবেক যে ঐ দেবত্তরে ফেরাদির যে স্বত্ব ছিল তাহাই কেবল আসামীকে অর্পণ করিয়াছে এবং যেহুর লিঃ ওয়ারনর সাহেবের মতের নৈক্যতায় ব্যক্ত করিলেন যে উক্তসম্পত্তির রক্ষণা বেক্ষণের বিষয় আদালতের কোন হুকুমের আবশ্যক নাই কেবল উভয় পক্ষে যে বিষয়ের বিবাদ তাহার নিষ্পত্তির আবশ্যক এমতে নিষ্পত্তির পুর্ব্বে আদালতের পণ্ডিতকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্র বৈঠক করিলেন এবং প্রশ্নমতে পণ্ডিত উত্তর করিলেন যে ঐ দেবত্তরের প্রতি ফেরাদির যে স্বত্ব আছে তাহা ফেরাদি আসামীকে দান করিতে পারে এ নিমিত্তে উক্ত তমলিকনামা বিধি পূর্ব্বক হইয়াছে যদি কোন হিন্দু অপর হিন্দুকে কোন নিয়ম ব্যতিরেক তমলিকনামা লিখিয়া দিয়া থাকিলে ঐ লিখিত পুনর্ব্বার অন্যথা করিতে পারে না এবং পণ্ডিত আরো অভিমত করিলেন যে সমরুপাতি গ্রামের ২৫ বিঘা ভূমি যে বিষ্ণু প্রীতে বলভদ্র দাসকে দত্ত হইয়া ছিল ও উত্তরাধিকারিত্ব রূপে ফেরাদিকে অর্শিয়া রাজগির দেবালয়ের সেবার কারণ ১২৩৭ সালের ২৯ শ্রাবণ তারিখে লিপি ক্রমে আসামীকে দান করিয়াছে তাহা বিধিপূর্ব্বক এমতে নীচের লিখিতমতে নিষ্পত্তি করিলেন।

রেস্পাণ্ডেণ্ট তমলিকনাম স্বীকার করিয়া কহে কথায় নিয়ম ছিল যে আরজীর লিখিত দেবালয়ের বরাদ্দ খরচ দেওয়ায় আপীলাণ্ট ৩০০ টাকা

বৎসরই তাহাকে দিবেক রেস্পাণ্ডেণ্ট এইক্ষণে ঐ বরাদ্দ টাকা পাওন কিম্বা তাহা না দিলে তম লিতনামা অন্যথা হওন জন্য নালিশ করে আপীলাণ্ট উক্ত নিয়ম অস্বীকার হয় ঐ তমলিক নামা রেজেষ্টরি হইয়াছে তাহাতে কোন নিয়ম নাই এবং এমত প্রমাণ হইতেছে না যে যদ্দ্বারা ফৈরাদিকে ডিক্রী দেওয়াযায় অপর আসামীর উল্লেখ তমলিকনামা ও দানপত্র রেস্পাণ্ডের নালিশমতে অন্যথা হইতে পারে কি না তাহার বিচার আবশ্যক যেহেতু পণ্ডিত সুস্পষ্ট উত্তর করিয়াছেন যে ঐ লিপি যাহা ফৈরাদী লিখিয়া দিয়াছে তাহা ফৈরাদির নালিশক্রমে অন্যথা হইতে পারেনা অবশ্য তাহাতে বদ্ধ থাকিবেক এমতে নামাদালতের নিষ্পত্তির অন্যথায় রেস্পাণ্ডেণ্টের দাবী ডিসমিস যোগ্য পা স্টা ৫ ১৮২০ ২৫ জানুয়ারি

শ্রীযুত টগর সাহেবের ঐক্যমতে স্মিথস সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

দেবত্তর ভূমি যে আপসে বিক্রী হইবেক না পূর্ব্ব মোকদ্দমায় স্থির হইয়াছে তাহার অন্যথা এই মোকদ্দমায় হইল না কারণ ফৈরাদী এ মোকদ্দমায় নিয়ম ভঙ্গের আপত্তি করে তাহার প্রমাণ না হওয়ায় ডিসমিস হয় এবং আদালত আর বিবেচনা করিলেন জমিদারীর মকদ্দমে দেবত্তরের মূল অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত নাই।

সেখ সফদর আলি ইং ... আপীলাণ্ট
দত্তনারায়ণ ও রিটনাল রেষ্পাণ্ডেণ্ট

পং ন্টা। ৮ ১৮৪১ ১৩ আ... পাপারগ... ণার কেবল দ রখাস্ত ১৭২... সালের ৩ আ... ইনের... র র অ... দাবির শ গণ্যান হয়।

রেস্পাণ্ডেণ্ট কলবাড়িয়া পরগনার সম্বলপুর ও চিতরা গ্রামের ৶১০ আনা অংশের দাবিতে ১৮৩৪ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে পাটনার জজাদালতে এই নালিশ উর্থাপন করিয়া লেখে যে উক্ত সম্পত্তি তাহাদিগের প্রপিতামহের ভ্রাতষ্পুত্র চুনিলালের শপার্জিত দায়ভাগ মতে তাহাদিগের প্রাপ্য।

প্রকাশ যে মৌজে সম্বলপুর ও চেতরা চুনিলাল ও মতিলাল উভয় ভ্রাতার শ্বপার্জিত চুনিলাল জ্যেষ্ঠ জন্য তাহার নাম জারি ছিল প্রথমত মতিলাল আপন স্ত্রী পুত্র ও পরে চুনিলাল আপন স্ত্রী দেলাক ও ১২০২ সালে দেলাক্ব লোকান্তর হইলে পর্ণা উক্ত সম্পত্তিতে ভোগবান হয় পরে চুনিলা... ...মহের ভ্রাতষ্পুত্রের পুত্র বন্দুলালের ... বিবাদ হইয়া ৶ রকম পূর্ণার ও৶৴ রকম বন্দুলালের হইলে তাহারা আপন২ অংশ বিক্রয় করায় নানা হস্তান্তর হইয়া আসামীয়ানের হস্ত গত হয় তাহার মধ্যে কেহ আসল ক্রেতার সন্তান কেহবা তাহাদিগের স্থানে ক্রয় করিয়াছে।

আসামী পৈত্রিক স্বত্বের দাবি নিবারণে জওয়াব দেয় যে বহুকাল গত হইয়াছে বিধায় এ মোকদ্দমা বিচার যোগ্য নহে আরো কহে পূর্ণা যে

উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে তাহা ঐ সম্পত্তির স্বামির দেনা যোধে ও সতকার্য্যের নিমিত্তে এমতে তাহা বিধিপূর্ব্বক হইয়াছে। ক্লট ৮ ১৮৪১ ১৩ জানুয়ারি

প্রধান সদর আমীন তত্বধ্যে সাদ তেওয়ারি তমাদিআইয়ামের বিষয় সংস্থাপ লিখিয়া স্বত্বের বিচারে কহেন যে উক্ত সম্পত্তি বারম্বার হস্তান্তর হওয়ায় ও ফৈরারাদী তাহা জ্ঞাত থাকিয়া আপত্য না করায় ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

জজআপীলে শ্রীযুত রিবিনসা সাহেব ঐ প্রধানের নিষ্পত্তির অন্যথায় ফৈরাদীর দাবি ডিক্রী করিলেন।

সদরে খাসআপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত মিং ওয়ারনর সাহেব কহেন আমার বিবেচনায় মোকদ্দমার কারণ উর্থাপণ চুনিলালের মৃত্যুকাল হইতেগণ্য চুনিলাল ১২১৮ ফষলি ১৮১১ ইংরাজিতে লোকান্তর হয় তদ্বিধি প্রায় ২৪ বৎসর গত্তে ইং ১৮৩৪ ও ফং ১২৪১ সালে এই মোকদ্দমা উর্থাপণ যদ্যপি উক্ত সম্পত্তির নালিশ জন্য পাপর পাওনের প্রার্থণায় রিতলালের পীতা ফতেসিংহ ও দত্তনারায়ণের পীতা তজিতসিংহ ১৮২২ সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে জেলা আদালতে দরখাস্ত করিয়া ছিল কিন্তু তাহারদিগের জিবদ্দসা পর্য্যন্ত অপর কোন তদ্বির করেনাই ফতেসিংহের

পৃষ্ঠা ৮
১৮৪১
১২ জানের

মৃত্যুর পর ৫ বৎসর গতে তাহার পুত্র রিতলাল ঐ পাপর গ্রাহ্যের প্রার্থণায় দরখাস্তকরে এমতে পাপর গ্রাহ্য জন্য প্রথম দরখাস্ত চুনিলালের মৃত্যুর পরে ১১ বৎসর গতে হয় কিন্তু উচিতছিল ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশ হইতে পারে এমত বিবেচনায় পাপর প্রার্থণা করে তাঁহা প্রথম ফৈয়াদী ও তাহার মত্যুপরে তাহার পুত্র ৫ বৎসর পর্য্যন্ত করেনাই এমতে ঐ প্রথম দরখাস্ত তমাদিমাইয়াদের নিবারক ও ফৈরাদীর নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য হইতে পারে না।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন মোকদ্দমা উর্থাপণের কারণ আমার বিবেচনায় চুনিলালের স্ত্রী দেলাব্ধর মৃত্যুকাল হইতে গণ্য কারণ তবশেষে ঐ সম্পত্তির অধিকারিনী ছিল এবং তাহার মৃত্যুরপর ১৬ বৎসর গতে এই নালিশ হয় কিন্তু পাপর প্রার্থণায় দরখাস্ত হওনাবধি নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ৭ বৎসর গত হইয়াছে তাহা ঐ ১৬ বৎসরে বাদ পড়িলে মোকদ্দমার বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না কিন্তু আরজীর অপর ভ্রমজন্য নানস্যুট করিয়া নূতন নালিশের অনুমতি করিলেন।

শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন মোকদ্দমা উর্থাপণের কারণ দেলাব্ধর মৃত্যুকাল হইতেই গণ্য কিন্তু তাহার মৃত্যু ১২২২সালের আষাঢ় ও

১৮১৫ সালের জুলাই মাসে এবং দত্তনারায়ণের পীতা অজিতসিংহ ১৫ বৎসর ও রিতনারায়ণের পীতা ফতেসিংহ ৯ বৎসর লোকান্তর হইয়াছে ফতেসিংহের পুত্র রিতলালতাহার পীতার মৃত্যুপরে ৫।৬ বৎসর ও দেলান্বর মৃত্যুপরে ১৫ বৎসর গতে গাপরপাওন প্রার্থণায় দরখাস্তকরে রেস্পাণ্ডেণ্টগণ আপত্য করে যে তাহাদিগের পীতা দেলান্বর মৃত্যু পর ১২ বৎসর মধ্যে পাপর প্রার্থণায় দরখাস্ত করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের উচিতছিল যে পাপর গ্রাহ্যের তৎপর উদ্যোগ করিয়া ১২ বৎসরের মধ্যে দাবির নালিশ করে তাহা তাহারা কি তাহাদিগের উত্রাধিকারিরা নাকরায়নালিশেরমেয়াদঅতিত হইয়াছে৮১৩।১০৩৬ সংখ্যক কনেস্টকষণের অভিপ্রায়মতে অজিতসিংহ ও ফতেসিংহের কেবল পাপর প্রার্থণারদুরখাস্ত১৭৯৩সালের৩আঃ১৪ধাঃমতে নালিশ গণ্য হইতেপারেনা এমতে শ্রী যুত লিঃ ওয়ারনরের সহিত ঐক্য মতে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।

কিংনি দাসির জ্ঞাতি হরিশন্দ্র চন্দ্র আঃ ৺ রামচন্দ্র চন্দ্রের নাবালগ পৌত্র কালিকৃষ্ণচন্দ্রের গারজিনরামনারায়ণ মিত্র ও রসময় বসু ..... রেঃ

পৃষ্ঠা ১১
১৮৪১
৩০ জানের
মফস্বলের সম্প্তি সংক্রান্ত উইল শুপ্রেম ক্রোটেপ্রোবে

কিংনি দাসী তালুক জদুরবেড ইত্যাদির দখল

প্রার্থণায় জেলা ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ করে।

টি হইলেও তা হার যথার্থ যাথার্থের বিচার মফস্বল আদালতে হইবেক।

আরজীতে লেখে ফৈরাদীর স্বামি রাজচন্দ্র চন্দ্র ও প্রীতরামচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণচন্দ্র ও রামচন্দ্রচন্দ্রচারিসহদর ছিল ফৈরাদীরস্বামি ১২০৪সালে আপনসূপার্জ্জিতধনে নর্দায়ার রাজার স্থানে বিরোধি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া আপন নাম রেজেষ্টরি পুর্ব্বক ১২৩১ সাল পর্য্যন্ত অবিবাদে ভোগবান থাকিয়া আপন স্ত্রী ফৈরাদী ও আপন ভ্রাতা রামচন্দ্র চন্দ্রের পুত্র জানকীনাথকে পোষ্যপুত্র রাখিয়া লোকান্তর হইলে তাহার স্বামির জেষ্ঠভ্রাতা হরিশ্চন্দ্র নামক পুত্র ও রাজকৃষ্ণচন্দ্র আপন স্ত্রী বিমলা দাসীকে রাখিয়া লোকান্তর হয় অপর ভ্রাতা রামচন্দ্র বর্ত্তমাণ থাকায় ফৈরাদী অপারগ ও জানকীনাথ নাবালগ জন্য ফৈরাদীর পক্ষে ফৈরাদীর স্বামির ত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং জানকীনাথ ১৮২৫ সালে সুন্দরবনের কমিসরিতে আপনাকে পোষ্যপুত্র বলিয়া ফৈরাদীর সহিত আপনাকে মৃত রাজচন্দ্রের ওয়ারিস জানাইয়া দরখাস্ত করিলে কমিসনরসাহেব তদ্বিষয়ের এজহার ঐজানকীনাথের পীতা রামচন্দ্রের স্থানে লইয়াছিলেন পরে ঐ রামচন্দ্র অন্যায় পুর্ব্বক উক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ত তছরূপকরে ও জানকীনাথের দ্বারায় দরখাস্ত করায় যে সেব্যক্তি রাজচন্দ্র চন্দ্রের পোষ্যপুত্র নহে রামচন্দ্র

চন্দ্রের চতুর্থ পুত্র ও তাহার সংসার হইতে পৃথক হয় নাই ১২৩৭ সালে জানকীনাথের লোকান্তর হইলে ঐ সনের কার্ত্তিকমাসে রামচন্দ্র আপন পুত্র শ্রীনাথচন্দ্র ও পৌত্র কালিকৃষ্ণ চন্দ্রকে রাখিয়া লোকান্তর হয় যে হেতু ফৈরাদী তাহার উত্রাধিকারি এমতে উক্ত সম্পত্তি পাওন প্রার্থণায় কালিকৃষ্ণের গেরজিনের নামে এই নালিশ করে।

ক. ষ্টী. ১১
১৮৪১
২৭ মার্চের

আসামী জওাব দেয় যে রাজচন্দ্র ও রামচন্দ্র দুই সহদরে অপর পরিবারের সহিত পৃথক হইয়া অংশ মত আপন২ সম্পত্তিতে ভোগবান ওবিরোধি সম্পত্তি সাধারণের ধনে ক্রয় করিয়া সাধারণে ভোগবান ছিল রাজচন্দ্র চন্দ্র ১২৩১ সালে মৃত কালিন আপন অংশ উইলের দ্বারায় আপন ভ্রাতা রামচন্দ্রকে দান করিয়া আপন স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার তাহার প্রতি দেন এবং জানকীনাথের পোষ্যপুত্র হওনের বিষয় অস্বীকারহইয়াকহে যে তাহা স্বত্ত হইলেও ফৈরাদীর পক্ষে লভ্য দায়ক নহে কারণ জানকীনাথ রাজচন্দ্রের পর গত হইয়াছেন ও তাহার স্ত্রী এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান ফৈরাদী আপন স্বামির অংশ পাওন জন্য জানকীনাথের দ্বারায় রাজচন্দ্রের পোষ্যপুত্র স্বীকার করাইয়া নানা আদালতে দরখাস্ত করাইয়াছিল কোথাও কৃতকার্য্য হয় নাই।

প্রধান সদর আমীন মনসী হাফিজাদ্দিন ১৮৩৫ সালের ১৩ জানের আসামীর উল্লেখিত উইল কৃত্রিম

ও ফৈরাদীর স্বামির সুপার্জ্জিত ধনে বিরোধি বস্তু ক্রয়

পৃষ্ঠা ১১ সম্পূর্ণ প্রমাণ বিবেচনায় ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী

১৮৪১ করেন।

৩০ জানের জজাপীল কালিন ফৈরাদী লোকান্তর হইলে তা-
হার স্বামির জ্যেষ্ঠ প্রীতরামের পুত্র হরিশ্চন্দ্র তাহার
স্থলাভিষিক্ত হয়।

জেলাজজ শ্রীযুত কেরিক্রাপ্টসাহেব আসামীর উল্লে
খিত উইল শুপ্রেমকোর্টে প্রোবেট হইয়াছে বিধায়
তাহা গ্রাহ্য পূর্ব্বক ঐ প্রধানেরনিষ্পত্তিজন্যথাকরেণ।

সদরেখাসআপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত ইস্মিথ
সাহেব কহেন শুপ্রেমকোর্টে উইল প্রোবেট হইয়াছে
বিধায় তাহা গ্রাহ্য ও তাহার যথার্থ অযথার্থের
বিচার হইতে পারেনা যে জেলা জজ বিবেচনা করিয়া
ছেন তাহা আমার বিবেচনা সিদ্ধ নহে কারণ যে বস্তু
আমাদিগের অধিকারে ও যেউইল ও তাহারআপত্য
আমাদিগেরআদালতে উপস্থিত তাহা কেবলশুপ্রেম
কোর্টে প্রোবেট হইয়াছে বিধায় তাহার যথার্থা যথা
র্থের বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারেনা যেহেতু
উক্ত উইল জাল ও আসামীয়ান যে পোষ্যপুত্রের
বিষয় অঙ্গীকার তাহার বিচার বর্ত্তমান বাদি প্রতি-
বাদির প্রয়োজনীয় নহে এমতে প্রধান সদর আমী-
নের লিখিত কারণে তাহার নিষ্পত্তি স্থাব্যস্থ যোগ্য।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের ঐক্যমতে তাহাই
চূড়ান্তহইল।

চট্টগ্রামের কালেক্টর ... আপীলাণ্ট
কম্মরআলিশুবাদারের স্ত্রীমলাকাবাণু রেঃ

পৃষ্ঠা ১৩
১৮২১

রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন স্বামি উক্ত শুবাদারের আনামতি ৫০০০ টাকার অংশ ১৯৭৯ ৫/ টাকা পাওন প্রার্থণায় অপরসরিক ও কালেক্টরের নামে ১৮৩৫ সালের ২৭ জুন তারিখে জেলা চট্টগ্রামের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া কহে যে উক্ত অংশ তাহার ও তাহার নাবালগ কণ্যার প্রাপ্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করায় মনযোগ করেননা।

কালেক্টর জওাব দেয় যে উক্ত শুবাদার কোম্পানীর কাগজ খরিদ জন্য ৫০০০ টাকা কালেক্টরি তহবিলে আমানত করিলে শুবাদারের নামে ঐ টাকার কাগজ পাওন জন্য একোণ্টেণ্ট জানরেলের নিকট রিতমত সরটীফিকীট পাঠানো যায় কাগজ ঐ শুবাদারকে দেওনের পূর্ব্বে শুবাদার লোকান্তর হইলে তাহারসংবাদ একোণ্টেণ্ট জানেরেলের নিকট করাগিয়াছিল একোণ্টেণ্ট জানেরেল প্রত্যুত্তরেলিখেন যে টাকা কর্জ্জা খাতায় কোম্পানির তহবিলে জমা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টকর্তৃক দেনা সোধের হুকুম ঘোষণা না হইলে দেওয়া হইতে পারেনা মৃত শুবাদারের উত্রাধিকারিগণ মাজিষ্টরিতে আপনাদিগের স্বত্ব প্রমাণ করিয়া আনামতি সর্টীফিটের পাষ্টে রীতমত

২ ফিবরেল কোম্পানির কাগজ ক্রয়জন্য টাকা আমানত করিলে কাগজ পাওনের পূর্ব্বে মৃত্যু হওয়ায় উত্তরাধিকারি গণ যে টাকার দাবিকরে তাহা অগ্রাহ্য ও কাগজ বিক্রয় হইয়া টাকা পাওনের যায়গা হইল।

রুর্সাদদিলে ঐ কাগজ তাহারা পাইতেপারে উত্তরাধি-
কারি গণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কালেকটর
পৃষ্ট ৭৩ টাকা না দিয়া দেওয়ানীতে বিবাদ ভঞ্জন জন্য অনু-
১৮৪১ মতি করেন এবং কহেন এমত মোকদ্দমায় কালেক্টর
২ ফিবরেল কোন পক্ষ হইতে পারে না।

অবসিষ্ট আসামীয়ান আপন২ অংশের দাবি করিলেক।

এডিসনেল অর্থাৎ অতিরিক্ত জজ শ্রীযত টরণ সাহেব বিচার করিলেন যে আমানতি টাকার রীত মত সার্টীফিকাট একোণ্টেণ্ট দপ্তরে পাঠাইতে কালেক্টর বিলম্ব করায় শুবাদার মৃত্যুর পূর্ব্বে কোম্পানির কাগজ পায়নাই এমতে আসল ৫০০০ টাকা ও শুদ আমানতের তারিখ হইতে পরিশোধ পর্য্যন্ত ও আদালতের খরচা কালেকটরের বিপক্ষে ডিক্রী যোগ্য ও তাহা মৃত শুবাদারের উত্তরাধিকারিরা অংশমতে পাইবেক।

কালেকটর সাহেব সদর আপীল করিলে শ্রীযত ইসমীথসাহেব কহেন যে জজ কিং কালেক্টরের এমত ক্ষমতা নাই যে যেটাকা কোপানির কাগজ খরিদ জন্য সরকারি তহবিলে জমা হইয়াছে তাহা গেজেটের দ্বারায় গবর্ণমেণ্টের হুকুম প্রচার ভিন্ন শুবাদারের উত্তরাধিকারিগণকেফিরিয়াদেন এমতে কালেক্টরের প্রতি বিলম্বের অভিযোগ হইতে পারে না

বিশেষ উত্তরাধিকারি গণের মধ্যে বিবাদ স্থলে দেওয়া-নীতে নালিশ করণের আদেশ ভিন্ন কালেক্টর অপর কি হুকুম করিতে পারেন এমতে জেলা নিষ্পত্তি অ-ন্যথা ও কালেকটর কোনমতে খরচ দেওনের যোগ্য নহে পরে অংশের বিষয় ফত্তয়া লইয়া আদেশ করি লেন যে সদরের রেজেষ্টর সাহেব একোণ্টেণ্ট জানরে লের দপ্তর হইতে কোম্পানির কাগজ আনাইয়া বাজার দরে বিক্রয় করিয়া এই উপদেশে চট্টগ্রামের জজ আদালতে পাঠান যায় যে ঐ টাকা হইতে আদা-লতের খরচা দিয়া বাকী ফত্তয়ার লিখিত মতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারি গণে বিভাগ করেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের এক মতে চূড়ান্ত হইল।

শ্রীমতি রামধনী দেব্যা আপীলাণ্ট

রুদ্রনারায়ণ চৌধুরি ইং রেস্পাণ্ডেণ্ট

আপীলাণ্ট আপন পীতা গোবিন্দদাস চৌধুরির স্থাবরাস্থাবর বস্তু পাওন জন্য মুরসিদাবাদের দেও-য়ানী আদালতে এই নালিশ করে।

প্রধান সদর আমীন স্থাবর বস্তুর একতেহাই ডিক্রী করিয়া অস্থাবরবস্তুর প্রথক নালিশের অনুমতি করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে ফৈরাদী স্থাবরাস্থাবর উভয় বস্তুর এক নালিশ করি-

পৃষ্ঠা ১৫
১৮৪১
১০ ফিবারুল
স্থাবরাস্থাব
রের এক নালি
শ হওয়া যনি
মুদালতস্থাব
রের ডিক্রী ক
রিয়া অস্থাব
রের নিমিত্ত
পৃথক না
লিশের আদে
শ কারন তো
হার অন্যথায়

য়াছে তাহাতে প্রধান সদর আমীন যে স্থাবরের ডিক্রী করিয়া অস্থাবরের প্রতি প্রথক নালিশের আদেশ করিয়াছেন তাহা বিধিপূর্ব্বক নহে এমতে মোকদ্দমার নথি এই আদেশে ঐ প্রধানের নিকট পাঠানো যায় যে উপরোক্ত উপদেশমতে মোকদ্দমার বিচার করেন।

স্থাবরাস্থাবর উভয়ের নিস্পত্তি বিচারের আদেশ হইল।

চতুর্ভুজ রামানুজ দাস আপীলাণ্ট
মোহন্তহরনারায়ণদাস হর
বংশস্বহায় ও রঘুবংশ স্বাহায় ... রেঃ

পৃষ্ঠা ১৫
১৮৪১
১৩ ফিবরের

মোহন্ত আদমল রামানুজ দাস প্যারিলালকে জামিন দিয়া লক্ষ্মণ দাসের স্থানে ইজারা লইয়াছিল ইজাদ্দার ও জামিন দার উভয়ের লোকান্তর হইলে আসামী মোহন্ত হরিনারায়ণদাস ইজাদ্দার আদমল রামানুজ দাসের স্বত্বাধিকারি ও অপর আসামীগণ অর্থাৎ হরবংশ স্বহাই ও রঘুবংশ স্বহায় প্যারিলালের স্বত্বাধিকারি হয় এইক্ষণে আপীলাণ্ট আপনাকে লক্ষ্মণ দাসের উত্রাধিকারি জানাইয়া ভাগলপূরের জেলা আদালতে রেস্পাণ্ডেণ্ট গণের নামে এই নালিশ করে।

কোন ব্যক্তি কাহারো দেনার জামিন হইয়া লোকান্তর হইলে ঐ দেনা আদায় কারণ তত্তৎ... নিকের সম্পত্তি দায়িক হইবেক

আসামী হরবংশ স্বহায় ও রঘুবংশ স্বহায় জওাবদেয় যে ইজাদ্দার সমস্ত বাকী আদায় করিয়াছে

প্রধান সদর আমীন মৌলবি মাজিদ খাঁ ফৈরাদীর সমস্ত দাবি ঐ তিন আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী করেন।

জেলা জজ শ্রীযুত ওয়াইট সাহেব কহেন যেহেতু ফৈরাদী যে লক্ষ্মণ দাসের ওয়ারিস এমত প্রকাশ নাই এমতে ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য।

পাক্ষী ১৫
১৮১৭
১৩ ফিব্রুয়ারি

সদরে খাস আপীল হইলে শ্রীযুত বিক্ষো সাহেব অল্পটাকা বাদে ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি যথার্থ বোধে স্থাব্যস্থ করিলেন।

শ্রীযুত লিং ওয়ারনর সাহেব শ্রীযুত বিক্ষো সাহেবের সহিত ঐক্যতায় ইজারদারের উত্তরাধিকারি হরিনারায়ণ দাসের বিপক্ষে সমস্ত দাবি ডিক্রী করিয়া অপর আসামীগানকে এই কারণে মুক্ত করেন যে জামিনি নামায় লিখিত আছে যে যদি ইজারদার না দেয় ও ইজারা ক্রোকেরদ্বারা আদায় না হয় তবে জামিন দাইক হইবেক এস্থানে এমত প্রকাশ নাই যে জামিন প্যারিলাল জীবদ্দসায় বাকী আদায় জন্য তলব করা হইয়াছিল এমতে তাহার উত্তরাধিকারির দাইক হইতে পারে না।

শ্রীযুত ইস্মাথ সাহেব কহেন যে জামিনিনামা প্রতিপোষক তমসুক যাহাকে শাস্ত্রে দান প্রতিভূ ন্যায় কহাযায় এমতে উক্ত তমসুক মৃত জামিনের উত্তরাধিকারিকে বদ্ধ করিতে পারে অতএব শ্রীযুত বিক্ষো সাহেবের মতের ঐক্যতায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।

মেকনাটিনের হিন্দুলা দ্বিতীয় পুস্তক ১৮৫ পৃষ্ঠা দৃষ্টি আবশ্যক।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও অপর রামচন্দ্র আং

মথুরানন্দ রায় .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ১৬
১০৪১
যে স্থলে বন্ধ
ক বন্ধক দে
ওনিয়ার উত্ত্রা
ধিকারি নালি
শ করে অন্য ব্যক্তি
র নামে ঐ
মত নালিশ
করিয়া বন্দকী
বস্তু বয়বাত্ত
হওনের ডিক্রী
উপযুক্ত আ
দালতে হই
য়া থাকিলেও
ঐ বস্তু মুক্ত ক
রণজন্য যাহারা
উত্ত্রাধিকারি
প্রাপ্তি প্রতি
বন্ধক হইতে
ক না।

রেস্পাণ্ডেণ্ট ফতেসিংহ পরগণার ॥০ আনা হিস্যা পাওনজন্য ৩সনসদরমালগুজারি ১৩২৪৫।৩৮/ টাকার দাবিতে রাজা উদ্বন্ত সিংহের উত্ত্রাধিকারির নামে যোত্রহীন রূপে মুরসীদাবাদের দেওয়ানী আদালতে ১৮৩৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে এই নালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে বিরোধি পরগণার জমিদার পরমানন্দ রায় ১২২৬ সালে নিসন্তান পরলোক প্রাপ্ত হন তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ সনের আশ্বীন মাসে এক উইল পত্র সাক্ষর করিয়া আপন স্ত্রী প্রতিমাসুন্দরীর প্রতি পোষ্যপুত্র করণের অনুমতি দেন তদনুসারে ঐ প্রতিমাসুন্দরী বৈরাগীকে পোষ্যপুত্র করে এবং তাহার বৈধ কর্ম ঐ সনের অগ্রহায়ণ মাসে সম্পূর্ণ হয় এমতে বৈরাগী মৃত পরমানন্দের ত্যক্ত বস্তুর বিধিপূর্ব্বক উত্ত্রাধিকারি কিন্তু আসামীয়ান ঐ ত্যক্ত সম্পত্তির অধিক অংশে পরগণে ফতেসিংহ সমন্বিত এই প্রকারে দখল করে যে পরমানন্দ রায় আসামীয়ানের পীতা উদ্বন্ত সিংহের নিকট সমস্ত জমিদারি ১২২৬ সালের ২৬ জৈষ্ঠ তারিখে ১৫০০০ টাকায় বন্দক রাখিয়া ছিলেন ঐ বন্দকী বস্তু বয়বাত্ত জন্য প্রতিমাসুন্দরীর নামে নালিশ করিয়া

১৮২৩ সালের ৬ ফিবরেল তারিখে মরাফাবাদের ক্রোট আপীলে বয়বাতের ডিক্রী ও তদনুসারে ১২২৯ সালে দখল পাইয়াছে যেহেতু ফিরাদী উক্ত মোকদ্দমায় কোন পক্ষ ছিলনা এমতে তাহার স্বত্ব লোপ হইতে পারেনা বিধায় এই নালিশ করে।

আসামীয়ানের প্রবল আপত্য এইযে পরমানন্দ রায় বন্দকী কর্জ্জার টাকা মেয়াদ মধ্যে পরিশোধ না করায় আসামীয়ানের পীতা রাজ উদ্বন্ত সিংহ ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে বয়বাতের এতলা ঐ পরমানন্দের স্ত্রী প্রতিমা নন্দা যাহার নাম তৎকালিন সদরে রেজষ্টরি ও মপস্বলে দখল ছিল তাহার প্রতি জারি করেন তত্রাপি টাকা পরিশোধ না হওয়ায় দেওয়ানীতে নালিশ করিয়া বিরোধি পরগণা বয়বাতের ডিক্রী পান ও ঐ ডিক্রী সদরে সাব্যস্থ থাকিলে ও তাহা জারিক্রমে ঐ পরগণাতে ভোগবান হইয়া লোকান্তর হইলে আসামীয়ান তাহার পুত্র বিধায় দখল করিতেছে যেহেতু উক্ত মোকদ্দমার বিচার উপযুক্ত আদালতে পূর্ব্বে একবার হইয়াছে এমতে ১৭৯৩ সালের ৩ আঃ ১৬ ধাঃ ক্রমে উক্ত মোকদ্দমার অপর বিচার হইতে পারে না। বিশেষ আসামীয়ানের পীতা ক্রোট আপীল হইতে বিরোধি পরগণার যে ডিক্রী পান তাহাও ১২ বৎসরের অধিক গত হওয়ায় নালিশ করণ জন্য যে কাল নিদ্ধার্য্য আছে তাহাও উত্তীর্ণ হইয়াছে।

জেলাজজ শ্রীযুত রসল সাহেব কহেন যে মোক-
দ্দমার যথার্থ পক্ষে কোন সন্দেহনাই কারণ পরমা-
নন্দ রায়কর্তৃক রাজাউদ্বন্তসিংহকে বন্দকী পত্র লিখি
য়া দেওয়া ও উদ্বন্তসিংহ ক্রোটআপীলের ডিক্রী ক্রমে
উক্ত পরগণায় ভোগবানহওয়া ও তদনুরূপ প্রতিমা-
সুন্দরী আপন স্বামির অনুমতি ক্রমে ফেরাদীকে
পোষ্যপুত্র করা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে এইক্ষণে
ক্রোটআপীলের উক্ত ডিক্রী ফেরাদীর বিপক্ষে সা-
ব্যস্ত থাকে কি না তাহারি বিচার আবশ্যক যেহেতু
১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখিত বয়-
নাতের এত্তলা ফেরাদীকি ফেরাদী নাবালগ জন্য
তাহার গারজিনের প্রতি জারি করা হয় নাই এবং
ক্রোট আপীল যে মোকদ্দমায় বন্দকী বস্তু ডিক্রী
করিয়াছেন তাহাতে ফেরাদী কোন পক্ষ ছিল না
এমতে উক্ত জমিদারিতে ভোগবান জন্য ফেরাদীর
যে স্বত্ব আছে তাহা উক্ত ডিক্রী ক্রমে লোপ হইতে
পারে না অতএব ফেরাদীর পক্ষে ডিক্রী করিয়া উৎ
পন্নের হিসাব নিষ্পত্তি করণজন্য আদেশ করিলেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন
যে এই মোকদ্দমার বিবাদ বন্দকীপত্র লইয়া অতএব
বন্দকী বস্তু বয়নাত হওন জন্য যে নিয়মে কার্য্য ক-
রিতে হয় ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার
মর্ম্মাস বন্দক দাতা কি তাহার উত্তরাধিকারির প্রতি
সে জারি করিতে হয় তাহা হইয়াছে কি না এবং

শকাব্দ ১৭
১৮৪৩
১৫ ফিবারেল

নুটীস জারী কালিন পরমানন্দ রায়ের উত্রাধিকারি কে ছিল ও রেস্পাণ্ডেণ্ট যে পরমানন্দ রায়ের পোষ্য পুত্র তাহা ঐ নুটীস জারীর পূর্ব্বে রাষ্ট ছিল কি না তাহারি বিচার আবশ্যক কিন্তু এস্থলে প্রকাশ যে যে লিপির দ্বারায় প্রতিমাসুন্দরী পোষ্যপুত্র করণজন্য ক্ষমতা প্রাপ্তহয় তাহা ১২২৬ সালে লিখিত হইয়া ছিল তৎকালিন বন্দক দাতাকে নুটীস দেওন জন্য বন্দক গৃহীতা আদালতে কোন দরখাস্ত করে নাই এবং ঐ সনের অগ্রহায়ণ মাসে রেস্পাণ্ডেণ্ট পোষ্য পুত্র হইলে তাহার পক্ষে রামসুন্দর রায়ের সহিত রাজা উদ্বন্ত সিংহের যে অপর মোকদ্দমা ক্রোট আপীল ও সদরে উপস্থিত হয় তাহাতে পষ্ট লিখিত ও প্রমাণ হইয়া ছিল যে রেস্পাণ্ডেণ্ট পরমানন্দ রায়ের পোষ্যপুত্র এমতে নুটীস জারী কালিন রেস্পাণ্ডেণ্ট যে পরমানন্দের উত্রাধিকারি রাষ্টছিল তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই অতএব প্রতিমাসুন্দরীকে পরমানন্দের উত্রাধিকারি বলিয়া তাহার প্রতি নুটীস জারী করায় বিধিপূর্ব্বক হয় নাই বিশেষত প্রতিমা সুন্দরী রাজা উদ্বন্ত সিংহের নালিশি মোকদ্দমার জওয়াবে লিখিয়া ছিলেন যে যদ্যপি উক্ত জমিদারি সদরে তাহার নামে লেখে তথাপি রেস্পাণ্ডেণ্ট পোষ্যপুত্র বিধায় তাহাতে তাঁহারি স্বত্ত্বাধিকার তাহার বিচার ক্রোট আপীলে হয় নাই অতএব নুটীস অসিদ্ধ ও ক্রোট আপীলের মোকদ্দমায়

পৃষ্ঠা ১৬
১৮৪১
১৩ ফিবরের

পৃষ্ঠা ১৬
১৮৪২
৫ জানের

রেস্পাণ্ডেণ্ট কোন পক্ষে না থাকায় তাহার স্বত্বের হানি হইতে পারে না অপর নালিশের কাল অতিত হইয়াছে বিধায় নালিশ হইতে পারে না যে আপীলাণ্ট আপত্য করে তাহাও গ্রাহ্য নহে কারণ ক্রোট আপীলে ডিক্রী হওয়া পরে তাহার অধিক অংশ রেস্পাণ্ডেণ্ট নাবালগ ছিল এবং প্রাপ্ত ব্যবহারের পর ৫। ৬ বৎসর পরে এই নালিশ করায় বিচারের প্রতিবন্দক হইতে পারে না এইক্ষণে ক্রোট আপীলের ডিক্রী সদরে স্বাব্যস্থ থাকার বিষয় যে আপীলাণ্ট অপর আপত্যকরে তাহার বিচার আবশ্যক এস্থলে প্রকাশ যে রেস্পাণ্ডেণ্ট নাবালগ কালিন সদরে দরখাস্ত করায় হুকুম হইয়াছিল যে নাবালগের অহুরঙ্গ রামনারায়ণ রায় খরচার জামিন ও উকীল ফিচ দাখিল করিয়া তিনমাসের মধ্যে আপীল করিলে গ্রাহ্যহইবেক রামনারায়ণ তাহা না করায় রেস্পাণ্ডেণ্টের আপীল ডিসমিস গণ্য হইতে পারে না এমতে রেস্পাণ্ডেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে বন্দকী জমিদারি মুক্ত করণের ও ক্রোট আপীলের ডিক্রীক্রমে ভোগ রহিত কালের ওয়াসীলাত পাওনের যোগ্য জেলা জজ ওয়াসীলাতের বিষয়ে যে হুকুম দিয়াছেন তাহার কিঞ্চিত শুধারা করণ জন্য অপর হাকীমের নিকট অর্পণ হইল।

যুত ডিক সাহেব কহেন রেস্পাণ্ডেণ্টের উচিত ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা জন্য পুনবিচারের দরখাস্তকরে

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব শ্রীযুত টকর সাহেবের সহিত ঐক্যমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিলেন।

লাল পরমেশ্বর বক্স আপীলাণ্ট
রাজা উদ্বন্তপ্রকাশসিংহ ..... রেঃ

রেস্পাণ্ডেণ্টের পীতা রাজা গোপালসরণ সিংহ তালুফ বগসরের সামিল মোকিমপুর গ্রামের অন্তর্গত দাএরা ভূমির দখলের প্রার্থণায় সাহাবাদের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপণ করিয়া কহে যে আসামীয়ান উক্ত ভূমি অমরপুর গ্রামের ভূমি বলিয়া দখল করে ইত্যাদি এবং বেদখল কালিনের ওয়াসীলাতের দাবি না করিয়া ঐ ভূমির তিন সনা সদর জমা ৩০০ টাকা বলিয়া দাবির মূল্য করে।

আসামী জওয়াব দেয় ঐ ভূমি তাহার তালুকের সামিল এবং বহুকাল পর্য্যন্ত অবিবাদে ভোগ করিয়া আসিতেছে।

প্রধান সদর আমীন সৈএদ মনওর আলি ১৮৩৪ সালের ২৬ দিসেম্বর বিচার করিলেন যে নালিসের আরজিতে ভূমির যথার্থ বিবরণ লিখিত হয়নাই কারণ পূর্ব্ব ফৌজদারী রোয়দাদে দৃষ্ট যে উক্ত ভূমি উভয় গ্রামের পৈয়স্তিচর কিন্তু নালিশি আরজীতে তাহা দেখে না এমতে ফেরাদীর নালিশ নানসুট যোগ্য।

এডিসনেল জেলা জজ শ্রীযুত লেন সাহেব ঐ

পৃষ্ঠা ১৯
১৮৪১
১৯ শিব হল যে মালগুজারি ভূমির সদর জমার নিরূপণ হয়না তাহাতে ফেরাদী বিক্রীত মালাবদাবিনার বিষানিরূপার জমার দারদাবি মতেদাবির মুলাব রায মোকদ্দমা ননসুট হইল।

প্রধানের নিষ্পত্তির অন্যথায় কতক ভূমি ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেণ।

পৃষ্ঠা ১৯
১৮৩১
১৬ ফিবরেল

উভয় পক্ষের দরখাস্ত মতে সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত বিক্ষো সাহেব ফৈরাদীর সমস্ত দাবি ডিসমিস করেন।

শ্রীযুত ডিকসাহেব কহেন যে এই মোকদ্দমারদাবি ঐ ভূমির বিক্রীত মূল্যে হইবেক এমতে ফৈরাদীর ভুল শুধরা কারণ তেতমা দরখাস্ত লওন জন্য নথি নিম্নাদালতে পাঠানের যোগ্য।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে যে বিষয়ের উপর দাবির মূল্য হিসাব হইয়াছে তাহাতেই ভ্রম নতুবা কেবল হিসাবের ভ্রম নহে যে তেতমা দরখাস্তের দ্বারা শুধরা করণ জন্য ফৈরাদী অনুমতি প্রাপ্ত হইবেক বিশেষ যে মালগুজারির ভূমি দখলের প্রার্থণা করে তাহার সদর জমার নিদ্ধার্য্য নাহওয়ায় ফৈরাদীর উচিত ছিল সদর জমার হারহারি ক্রমে দাবি না করিয়া বিক্রীত মূল্যে দাবি করে তাহা না করায় এ মোকদ্দমা নানসুট ও নুতন নালিষ করণ জন্য ফৈরাদী অনুমতি প্রাপ্য যোগ্য।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

মসম্মাত চুতল আপীলাণ্ট

রমজান আলি ও মসম্মাততিতি রেঃ

আপীলাণ্ট পাটনার দেওয়ানী আদালতে

১৮৩৫ সালের ১৫ সেতম্বর তারিখে মৃতমির সেলা-
মত আলির স্থাবরাস্থাবর বস্তু প্রাপ্তের প্রার্থনায়
এই মোকদ্দমা উর্থাপণ করিয়া কহে যে আপীলাণ্ট
পূর্ব্বে হিন্দু ছিল মছলমান ধর্ম্মাবলম্বি হইয়া মোছল-
মানের রীতিমত ১৮১৮ সালে ঐ মৃত মিরকে বিবাহ
করিলে তাহার দেনমোহরে ঐ মির ১০০০ টাকার কাবি
ননামা লিখিয়াদেয় ঐ মিরেরমৃত্যুপরে তাহারসম্প
ত্তিতে আসামীয়ানকে ঐ মিরের পুত্র ও কন্যা বলিয়া
জেলা জজ ১৭৯৯ সালের ৫ আইন ক্রমে দখল দেও
য়াইয়াছেন কিন্তু আসামিয়ানের সহিত ঐ মিরের
কোন সম্পার্ক ছিলনা ফৈরাদী ঐ মিরের স্ত্রী ও বিধি
পূর্ব্বক উত্র ধিকারি।

আসামী মির সেলামত আলির সহিত ফৈরা-
দীর বিবাহ অস্বীকার হইয়া জওাব দেয় যে ফৈরাদী
হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগে মছলমান ধর্ম্মাবলম্বি হয়নাই
এমতে তাহার স্ত্রী হইতে পারে না।

• ফৈরাদী আপন দাবি প্রমাণ জন্য কাবিননামা
দাখিল ও শ্রুত সাক্ষীর দ্বারায় কাবিননামা ও বিবাহ
প্রমাণ করিলেক।

আসামী আদালতের এক রুবকারী দাখিলকরে
তাহাতে প্রকাশ যে ফৈরাদী আপন ভগির সহ-
যোগে আপন মৃত মাতার সম্পত্তি পাওন অভি-
লাষে ঐ কাবিননামার তারিখের পর ১২ বৎসর
গতে পাটনার জেলা আদালতে দরখাস্ত করিয়া

পৃষ্ঠা ২২
১৮৪১
৫ মার্চ
হিন্দু স্ত্রী ন
চলমান হওয়া
ভর্ত্তার সম্প
ত্তি পায় না
না হইলে
...

কহে যে ফৈরাদী হিন্দুই আছে মোছলমান ধর্ম্মাবলম্বি কি যাত্যান্তর কি এমত কোন কর্ম্ম করেনাই যে তাহাতে তাহার মৃত মাতার সম্পত্তিতে যে স্বত্ব আছে তাহা লোপ হয়।

জেলা জজ শ্রীযুত টেম্পালির সাহেব কহেন যে ফৈরাদী যে হেতুতে দাবি করে তাহা বিশেষ রূপে অস্বীকার হওয়ার পর তাহার এনালিশ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

সদর আপীল হইলে আদালতের কাজি ব্যবস্থা দেন যে হেতু লিখিতে ফৈরাদীর মোছলমান ধর্ম্মে অশ্রেদ্ধা প্রকাশ এমতে সরার মতে ফৈরাদীর দাবি লোপ হইয়াছে তদনুসারে শ্রীযুত ব্যারলো সাহেব জেলা নিষ্পত্তি স্থাবাস্ত করিয়া খরচা আপীলাণ্টের জেম্মা করিলেন।

আনন্দরাম চক্রবর্ত্তি আপীলাণ্ট
হেয়দরআলি ইত্যাদি ... রেঃ

পঃ নং ২১
১৮৪১
৩০ মার্চ
এক পক্ষের বাকী খাজনার সরসরি নালিশ ও অপর পক্ষ ঐ খাজনার কবুলতি অন্যথা

আপীলাণ্ট জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরিতে বকী খাজনার দাবিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে সরসরি মতে নালিশ ও রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ খাজনার কবুলতি ও পাট্টা অন্যথা জন্য দেওয়ানীতে জাবেতা নালিশ করে সরসরি মোকদ্দমা কালেক্টর কর্ত্তৃক আপীলাণ্টের পক্ষে ও জাবেতা মোকদ্দমা প্রধান

সদর আমীন কর্তৃক রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে নিষ্পত্তি হয়।

জেলা জজ শ্রীযুত ব্লেক সাহেব কালেক্টরের সরসরি নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করেন।

সদরে খাষআপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত মিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে সরসরি নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে নালিশ না হইয়া অন্যথা হইতে পারে না এবং অন্যথা না হওয়া পর্যন্ত স্বাবস্থ থাকিবেক কর্ত্ত অন্যথার নালিশে নিম্নাদালত যে সরসরি ডিক্রী অন্যথা করেন তাহা তাহাদিগের ভ্রম ভিন্ন নহে এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস করিয়া সরসরি নিষ্পত্তি অন্যথা জন্য নূতন নালিশের অনুমতি দেওয়া উচিত।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন নিম্নাদালতের ভ্রমের বিষয় শ্রীযুত মিঃ ওয়ারনর সাহেব যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমি অসম্মত নহি কিন্তু আদালত কোন অনিয়ম কর্ম্ম করিলে তাহার প্রতিফল ফৈরাদীর প্রতি ঘটানো ন্যায় সিদ্ধ নহে কারণ প্রথম সদর আমীন ১৮৩২ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারা ক্রম কর্ম্ম করিলে এমত ঘটিত না এমতে মোকদ্দমার নথি নিম্নাদালতে এই আদেশে পাঠানো যায় যে যেমত কবুলতি অন্যথা হইয়াছে সেইরূপ সরসরি ডিক্রী অন্যথা কারণ তেতম্মা দরখাস্ত দাখিল জন্য প্রথম আদালত ফৈরাদীর প্রতি আদেশ করেন।

জন্য অনেক নালিশ করিয়া উভয় পক্ষ উভয় আদালতে ডিক্রী পাইল সরসরি নিষ্পত্তি অন্যথা কারণ তেতম্মা দরখাস্ত দাখিল জন্য ফৈরাদীর প্রতি অনুমতি হইল

শ্রীযুত ডিকসাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের মত চূড়ান্ত হইল।

শ্রীমতিলালটাঙ্গওারি আপীলাণ্ট
শিবপ্রসাদ বকসী ও রামপ্রসাদ
বকসী ও গৌরি সিংহ ..... রেঃ

পৃষ্ঠ ২১
১৮৩১
৫ আপ্রিল
মিথিলার শাস্ত্রানুসারেমৃত স্বামির পত্নীক বিভুক্ত সম্পত্তিতে জীবদ্দশাপর্য্যন্তভোগবান থাকেন ও অবিভুক্তসম্পত্তিতে খোরপোষ পাওনের যোগ্য।

রেস্পাণ্ডেণ্ট ত্রিহুতের জেলা আদালতে আপীলাণ্ট ও অপর তিন স্ত্রীলোক অর্থাৎ ভোলা ঙ্গওারি ও রাজরাণীঙ্গওারি ও বগু ঙ্গওারিরনামে এই নালিশ করিয়া প্রার্থণা করে যে সরবর সিংহের সম্পত্তি চকআলিয়া ওরকম ।।০ আনা মহলতালঙ্গজীওমনজা গ্রামের নিষ্কর ভূমির অদ্ধেক অংশে তাহাদিগের নামজারি করণের হুকুম কালেক্টরের প্রতি হয় আরজিতে লেখে যে ফৈরাদীগনের পিতা দয়াল সিংহ আপন পীতা সরবর সীংহের সম্পত্তির যে অর্দ্ধেক অংশ পাইয়াছিল তাহাতে ফৈরাদীগণ অবিবাদে ভোগবান আছে এবং তাহাদিগের পীতার ভ্রাতা রঘুবর সীংহের পুত্র ঈশ্বর দত্ত যে অর্দ্ধেক পাইয়াছিলেন তাহাও তাহাদিগের প্রাপ্য কারণ ঐ ঈশ্বর দত্ত ঐ অদ্ধেক অংশে জিবৎমান পর্য্যন্ত ভোগবান থাকিয়া সন১২৪০ ফষলিতে নিঃসন্তান ভোলা ঙ্গওারি ওরাজরাণীঙ্গওারি দুইস্ত্রীরাখিয়া লোকান্তর হয় কিন্তু উক্ত অংশে তাহাদিগের নামজারির দরখাস্ত করায় আসামিয়ানের আপত্য মতে কালেক্-

টর সাহেব দেওয়ানীতে নালিষের আদেশ করিয়াছেন।

রাজরাণী হুমারি ভিন্ন অপর আসামীয়ান জওয়াব দেয় যে সরবর সিংহের সম্পত্তি মালের কর্ম্মকর্ত্তাকর্তৃক বিভাগ হইয়া তাহার দুই পুত্র দয়াল সীংহ ও রঘুবর সীংহ আপন২ অংশে প্রথক২ ভোগবান হইয়া ছিলেন রঘুবর সিংহের অংশ তাহার পুত্র ঈশ্বর দত্ত ও ঈশান দত্তে ও ঈশ্বর দত্তের অংশ তাহার স্ত্রীগণে ও ঈশান দত্তের অংশ তাহার পুত্রগণে ও পুত্রগণের অংশ তাহাদিগের স্ত্রী বধূ হুমারি ও নালচী হুমারিতে ক্রমে অধোগামি হইয়াছে এমতে ফৈরাদীর দাবি নিতান্ত অমূলজ।

পৃষ্ঠা ২২
১৮৪১
৫ আপরিল

প্রধান সদর আমিন মুজাআবদুল্লা সেখ বিচার করিলেন প্রমাণ যে মুনজা গ্রামের নিষ্কর ভূমিব্যতিরেক অপর সম্পাত্তি দয়াল সীংহ ও রঘুবর সিংহ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিভাগ হইয়াছে এমতে বিভুক্ত সম্পত্তির দাবি ডিসমিস ও অবিযুক্ত সম্পত্তির দাবি ডিক্রী যোগ্য।

জেলা জজ শ্রীযুত ডেশুট সাহেব ফৈরাদীর পক্ষে সমস্ত সম্পত্তির ডিক্রী করিয়া ঈশ্বর দত্তের স্ত্রী ও ঈশান দত্তের পত্রবধূর পক্ষে খোর পোষের আদেশ করিলেন শ্রীযুত ডেশুড সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত ওগুফ্রিণ্ড সাহেব জজ হইয়া পুন বিচারের

অনুমতি প্রাপ্তান্তর অপর কারণে শ্রীযুত ডেশুড সাহেবের নিষ্পত্তি সাব্যস্থ করেন।

পৃষ্ঠা ২২ ১৮৩১ ৫ আপ্রিল ঈশান দত্তের পুত্রবধূ লালচী সমায়ির দরখাস্ত মতে সদরে খাষ আপলি গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত বিস্কো সাহেব কহেন ফৈরাদী নালিষ করে যে বিভাগ হয় নাই কিন্তু কতক সম্পত্তির বিভাগ হওয়া সম্পূর্ণ প্রমাণ এমতে জেলা নিষ্পত্তির অন্যথায় ফৈরাদীর দাবি ডিস মিস যোগ্য।

শ্রীযুত নিঃ ওয়ায়নর সাহেব কহেন যে পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে আপীলাণ্ট জিবদ্দসা পর্য্যন্ত বিভুক্ত বস্তুতে ভোগবাণ থাকিতে পারেন কিন্তু অবিভুক্ত সম্পত্তিতে পারেননা এমতে জেলা নিষ্পত্তি শুধারা যোগ্য।

শ্রীযুত ডিক সাহেব জেলা ডিক্রী স্বাব্যস্থ করেন।

শ্রীযুত ইশ্মাথ সাহেব কহেন সরবরসিংহের দুই পুত্র দয়ালসিংহ ওরঘুবরসিংহ রঘুবরসিংহের দুইপুত্র ইশ্বরদত্ত ও ঈশানদত্ত ঈশ্বর দত্তের দুই স্ত্রী বিমলা ও রাজেশ্বরি আসামি ছিল পরে লোকান্তর হয় ঈশান দত্তের দুই পুত্রের মধ্যে কণিষ্ঠপুত্র রামচরণের স্ত্রী আপীলাণ্ট বর্ত্তমান মিথিলা শাস্ত্রক্রমে স্বামির বিভুক্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে স্ত্রী জিবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগবান ও বিভুক্ত না হইয়া অপর অংশীর সহিত সাধারণে থাকিলে খোর পোষ পাওনের যোগ্য যেহেতু এ মকদ্দমায় মালগুজারির ভূমি বিভাগ

হওয়া প্রমাণ এমতে আপীলাণ্ট তাহার স্বামির অংশে জিবদ্দশাপর্য্যন্ত ভোগবান থাকনের যোগ্য অতএব শ্রীযুত মিঃ ওয়ারনরের সহিত ঐক্যমতে জেলা ডিক্রী শুধারা হইল।

রসীকচন্দ্র নেউগী আপীলাণ্ট
উমাচরণ ও গোপীকৃষ্ণ ও
নবিনকৃষ্ণ বাড়ুয্যা রেস্পাণ্ডেণ্ট

আপীলাণ্ট তমশুকী বাবদি মায় শুদ ১৭৬৮৩ টাকা পাওন জন্য ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতে এই নালিষ করে।

আরজিতে লেখে যে রেস্পাণ্ডেণ্টগন এক তমশুকে ১০০০০ টাকা কর্জ্জকরিয়া টাকা না দেওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে উমাচরণ কলিকাতায় থাকায় কেবল তাঁহার নামে শুপ্রেমকোর্টে নালিষ ও ডিক্রী পাইয়া কলিকাতার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কতক টাকা পাইয়াছে এইক্ষণে সমস্ত আসামীয়ানের নামে জেলায় নালিষ করিয়া সকলের জায়দাদ হইতে টাকা আদায়ের প্রার্থণা করে।

আসামিয়ান গোপীকৃষ্ণ ও নবিনকৃষ্ণ জওয়াব দেয় যে তাহারা ঐ খতের দাইক নহে কারণ উমাচরণ তাহাদিগের নাম আপনাই হস্তে লিখিয়া দস্তখত করিয়াছেন তাহারা তৎকালীন নাবালগ ছিল।

উমাচরণ জওয়াব দেয় যে ১৭৯৩ সালের ৩

পৃষ্ঠা ২৫
১৮৩১
৮ আপরিল
একতমসুকের অধিক খাতকের মধ্যে অনেক শুপ্রেম কোর্টের অধিন থাকায় তাহার নামে ঐ কোর্টে নালিশ হওয়ায় আর সকলের নামে জেলা আদালতে নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

আইনের ১৬ ধারাক্রমে এ নালিষ গ্রাহ্য যোগ্য
পৃ৹ ২৫ নহে যেহেতু এ মোকদ্দমার বিচার পূর্ব্বে উপযুক্ত
১৮৪১ আদালতে হইয়াছে।
৮ আপরিল জেলা জজ শ্রীযত বিক্কোসাহেব কহেন আসামিয়ানের মধ্যে উমাচরণের নামে শুপ্রেমক্রোটে পূর্ব্বে নালিষ হইয়াছে এক্ষণে ঐ তিন আসামীর নামে জেলায় অপর নালিষ হইতে পারেনা তাহা হইলে শুপ্রেম ক্রোটের বিচারের প্রীতি হস্তনিক্ষেপ করা হয় যাহা জেলা আদালতের ক্ষমতার অতিক্রম এ মতে উমাচরণের বিপক্ষে ডিক্রীজারির হুকুম দিয়া অপর আসামীয়ানকে মুক্ত করিলেন।

সদরআপীলহইলে শ্রীযুতইস্মীথসাহেব ও বেরলো সাহেব কহেন প্রমাণ হইতেছে যে আসামিয়ান সকলেই তমশুকে স্বাক্ষরকরিয়াছে এবং সাধারণে ও প্রত্যেকে ঐ তমশুকের দাইক আছে টাকা আদায় না হওয়ায় ও উমাচরণ কলিকাতায় থাকায় কেবল তাহার নামে শুপ্রেমক্রোটে নালিষ হইয়াছে ঐ ক্রোটের ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় না হওয়ায় সমস্ত আসামীয়ানের নামে জেলা আদালতে এই নালিষ করে এবং ইহাও প্রমাণ যে আসামিয়ান গোপীকৃষ্ণ ও নবিনকৃষ্ণ খত দস্তখত কালিন প্রাপ্ত ব্যবহার ছিল তাহাদিগের নামে জেলায় নালিষের প্রতি জেলার জজ যে আপত্য করেন তাহা ন্যায়

পূর্ব্বক নহে এমতে জেলা জজ যে ঐ দুই আসামীকে মুক্ত করিয়াছেন তাহা অন্যথা হইল

মসম্মাৎ জোরাওন কুমারি আপীলাণ্ট
চৌধুরি দমনসিংহ ও মসম্মাৎ
সূর্য্যকুমারি ইত্যাদি ... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠ ২৬
১৮৪১
১৯ আপরিল
পৈত্রীক বস্তু বিভাগহওয়া প্রমাণ নাহইলে সাধারণ ভোগঅনুভব হইবেক এবং পৈত্রীক সম্পত্তিতেসাধারণ ভোগথাকিলে অবিরাস্ত্রী মিথিলা শাস্ত্রক্রমে খোরপোষ পাওনের যোগ্য বিভুক্তসম্পত্তিতে জীবনাবধিহস্তান্তর করণ বিনে উপস্বত্ত্ব ভোগি থাকিবেক।

আপীলাণ্ট আপন মৃত স্বামির সম্পত্তিতে আপন নাম কালেক্টরিতে জারি হওন প্রার্থনায় ত্রিহুতের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপন করে।

আরজীতে লেখে যে ফৈরাদীর স্বামি উপেন্দ্র সিংহ আপনসুপার্জ্জিত ও পৈত্রিক সম্পর্ত্তিতে ভোগবান থাকীয়া ১২৩০ সালে লোকান্তর হইলে তাহার নিহিত সম্পত্তিতে ফৈরাদী ভোগবাণ হইয়া তাহার স্বামির ভ্রাতা উদাসিংহকে আদায় তহসীলের মোক্তার করিয়া উদাসিংহ বর্ত্তমানে ও তাহার মৃত্যুপরে উক্ত সম্পত্তিতে ফৈরাদীর স্বয়ং ভোগ ছিল পরে উদাসিংহের স্ত্রী সূর্য্যকুমারীর সহিত বিবাদ হওয়ায় উক্ত সম্পত্তি অর্দ্ধা অর্দ্ধি বিভাগ হইলেও তদনুসারে ফৈরাদী কালেক্টরিতে আপন নাম জারি কারণ দরখাস্ত করিলে উদয় দত্ত আপত্য করে যে উদয়সিংহ ফৈরাদীর স্বামীর সম্পত্তিতে উত্রাধিকারি রূপে ভোগবান হইয়া উইল পত্র মতে উক্ত সম্পত্তি তাহাকে দান করায় সে ব্যক্তি

পৃষ্ঠা ২৬ ১৮৩১ ১৯ আপরিল

তাহার উত্তরাধিকারি হইয়াছে এমতে কালেক্টর নামজারীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া দেওয়ানীতে এই নালিশের আদেশ করেন ফৈরাদী কালেক্টারের হুকুম অন্যথা ও সূর্য্যকুমারীর সহিত রফার সম্পত্তিতে আপন নামজারি জন্য এই নালিষ করে।

কোন২ আসামী জওয়াবদেয় যে দায়ভাগ মতে ফৈরাদীর দাবি গ্রাহ্য নহে।

জেলা জজ শ্রীযুত ওগুফিণ্ড সাহেব বিচার করিলেন যে ফৈরাদীর স্বীকারমতে প্রকাশ যে তাহার স্বামি উপেন্দ্র সিংহের মৃত্যুপরে তাহার ভ্রাতা উদয়সিংহ লোকান্তর হয় এবং ফৈরাদীর পক্ষে এমত প্রমাণ নাই যে উপেন্দ্র ও উদয়সিংহ উভয় ভ্রাতার মধ্যে উক্তসম্পত্তি বিভাগ হইয়াছিল এমতে অনুভব সিদ্ধ যে বিভাগ হয় নাই এবং মিথিলার সাস্ত্র মতে উপেন্দ্র সিংহের মৃত্যুপরে তাহার সম্পত্তি তাহার ভ্রাতাকে অর্শিয়াছে ঐ ভ্রাতার অবর্ত্তমানে তাহার স্ত্রী অধিকারি ফৈরাদী কেবল খোর পোষ পাওনের যোগ্য উদাসিংহের স্ত্রীর সহিত যে আপোষ নিষ্পত্তি হয় তাহা কোন মতেই সিদ্ধ নহে কারণ সূর্য্যকুমারী জিবনাবধি ভোগের স্বত্বাধিকারি ফৈরাদী কেবল খোর পোষ পাওনের যোগ্য এমতে ফৈরাদীর নালিষ ডিসমিস যোগ্য।

সদর আপীলে শ্রীযুত ইস্মিথ সাহেব কর্তৃক জেলা নিষ্পত্তি স্থায় স্থ হইল।

মহম্মাত আমিনা ও মহম্মদ আমির
ও সেরজান বিবি..........আপীলাণ্ট
কত্তু খাঁ....................রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্টা ২৭
১৮৪১
২০ আপরিল
মোছলমান স্ত্রীর স্বামির বর্ত্তমানেঅপর বিবাহঅসিদ্ধ ঐ স্ত্রীর সম্বন্ধ নাথাকিলেও দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক তাহার স্বামিকে অর্পণকরা হইবেক।

রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন স্ত্রী মহম্মাত আমিনাকে পাওন জন্য ময়মনসিংহের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপন করে আরজীতে লেখে যে গগণ ঠাঙ্গর নামক একব্যক্তি ১২৩১ সালের আশ্বীন মাসে রীতমত কাবিন নামা লিখিত হইয়া আপন কন্যার সহিত ফৈরাদীর বিবাহ দিয়া ছিল এবং ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ফৈরাদীর সহিত সহবাসে থাকা পরে ১২৩৮ সালে ঐ আমিনার মাতা সেরজান বিবি ঐ আমিনাকে লইয়া আপন নিকট রাখে নানামত চেষ্টায় না পাওয়ায় অপরের সহিত তাহার স্ত্রীর বিবাহের সম্ভবনা জানিয়া এই নালিশকরে

আসামীয়ান জওাব দেয় যে ১২৩১০ সালে আমিনার বয়ক্রম ৩ বৎসর ছিল ফৈরাদী বলপুর্ব্বক সেরজানবিবি ও তাহার কন্যা আমিনাকে ধৃতকরিয়া আটক রাখিয়াছিল এমতে তাহার দরখাস্ত পোলিষে হইয়াছিল অসঙ্গতি ক্রমে তদ্বির হয় নাই ১২৪৩ সালে ঐ আমিনার পীতা গগণ ঠাঙ্গরের মৃত্যু হইলে ঐ আমিনার মাতা তাহার বিবাহ মহম্মদ আমিরের সহিত দিয়াছে।

প্রধান সদর আমীন মৌলবি জলালদ্দিন ১৮৩৮

পৃষ্ঠা ২৭ সালের ২১ আপরিল তারিখে বিচার করিলেন প্র-
মাণ যে গগণ ঠাকুর ও সেরজান বিবি ফৈরাদীর স্থা-
১৮৪১ নে ১২৩১ সালের আষাঢ়ে ২০০ টাকা লইয়া তাহা
২০ আপরিল দিগের কন্যা আমিনার সহিত বিবাহ দিয়াছে এবং সরারমতে বৈধিক কর্ম্ম হইয়া ৭ বৎসর পর্য্যন্ত স্বামির সহিত সহবাসে ছিল আরু প্রমাণ যে একবাঁদির যোগে রাত্রকালে আমিনা তাহার স্বামির বাটী হইতে বলপূর্ব্বক আনিত হইয়া মহম্মদ আমিনার সহিত বিবাহহইয়াছে এমতে দ্বিতীয়বার বিবাহ অ-সিদ্ধ আমিনা তাহার স্বামিকে অর্পণ করা হয়।

জেলা জজ শ্রীযুত টরগ সাহেব ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি সাব্যস্থ করেণ।

সদরে খাষআপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত বিক্কো সাহেব অভিমত করিলেন যে মোকদ্দমার বিশেষ গতিকে ফৈরাদী আমিনাকে পাইতে পারেনা কেবল ক্ষতি পূরণের ডিক্রী পাইতে পারে।

শ্রীযুত ডিক সাহেব ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস করিয়া ক্ষতিপূরণ জন্য নালিশের অনুমতি করিলেন

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন এই মোকদ্দমা ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারাক্রমে সরার মতে নিষ্পত্য যোগ্য এমতে প্রশ্নক্রমে প্রধান কাজী ফত্তয়া দেন যে আমিনার বিবাহ সরার মতে বিধি পূর্ব্বক হইয়াছে এইক্ষণে ফৈরাদী আমিনাকে ত্যাগ না করিলে আমিনা অপর বিবাহ করিতে পারে না

আমিনা সম্মত না থাকিলেও তাহার স্বামিকে অর্পণ হইবেক ঐ ফতয়া ও সদরের রিপোর্টের ৫ পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠার লিখিত আবদুল ও হাবের সহিত মসম্মাত হিন্দুর মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যানুসারে শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি সাব্যস্থ করিলেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের নিষ্পত্তি চুড়ান্ত হইল।

হেজর সাহেব ... আপীলাণ্ট

মহারাণী কমলকুমারী ... রেঃ

মহারাণী কমলকুমারী ... আঃ

হেজর সাহেব ... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পঞ্জা ২৯
১৮৪১
২২ আপরিল
আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তি প্রতিপক্ষের প্রতি অপমানেরকথা লিখিলে যদাপি ঐআদালতকে অবিজ্ঞা করনজন্যদণ্ড যোগ্যতত্রাপি তাহার নামে অপর নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না।

মহারাণী মাজিষ্টরীতে যে এক দরখাস্ত করেন তাহাতে হেজর সাহেবের প্রতি কদউক্তি ও অপমানের কথা লেখায় তাহার ক্ষতি পূরণ জন্য হেজর সাহেব ১০০০০ টাকারদাবিতে জেলার দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ করেন।

প্রকাশ যে মৃত বর্দ্ধমান রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী বসন্তকুমারীর পক্ষে হেজর সাহেব ফৌজদারীতে এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে ঐ রাজার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী ঐমহারাণী ও দেওয়ান প্রাণচাঁদ রায় ঐ বসন্তকুমারিকে অবিধিপূর্ব্বক আটক রাখিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তরে ঐ মহারাণী যে সমস্তকথা ব্যক্ত করেন তৎ

ঘটীত এই মকদ্দমা উর্থাপন হয়।

পৃষ্ঠা ২৯ আসামী উক্ত কথা ব্যক্তকরা স্বীকার পূর্ব্বক কহেন যে
১৮৪১ আপন জওয়াবের পোষকতায় লিখিত হইয়া ছিল।
২আপরিল জেলা জজ শ্রীযুত ওয়াইট সাহেব অভিমত করি লেন যে যেহেতু আসামী উক্ত কথা কহন বিষয়ে নিদ্দোষী হওনের উপায় কীছু করিলেক না এমতে ফৈরাদীর ক্ষতি পুরন জন্য ৫০০ টাকা ও খরচার ডিক্রী হয়।

হেজর সাহেব ক্ষতি পুরন ন্যুনহওয়া ও মহার.ণী এমত মোকদ্দমা বিচার যোগ্য নহে বিধায় উভয় সদর আপীল হইলে।

শ্রীযুত নিঃ ওয়ারনর ও শ্রীযত ইস্মীথ সাহেব বিবেচনা করিলেন ফৈরাদী আসামীর প্রতি ফৌজ দারিতে যে দাবি করিয়াছে ও তাহার প্রত্যু- ত্তরে আসামি যে উক্ত কথা কহিয়াছে তাহা অন্যায় ও আদালতকে অবিজ্ঞা করণ জন্য মাজিষ্টর কর্তৃক দণ্ডের যোগ্য ছিল কিন্তু তজ্জন্য ফৈরাদি মাজিষ্ট- রিতে কোন দরখাস্ত করে নাই এইক্ষণে উক্ত কদউক্তি জন্য অপর নালিশ করিতে পারে কি না তাহারি বিচার আবশ্যক কিন্তু এমত বিষয়ের মক- দ্দমা পূর্ব্বে সদরে হয় নাই ইংলিষ লা ও রীতির প্রতি বিবেচনা করাগেল তাহারো এমত অভিপ্রায় নহে যে মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের ক্ষতি পরনের নালিশ মকদ্দমা

সংক্রান্ত ব্যক্তির] প্রতিকূলে হয় এমতে অভিপ্রেত হইল যে দুনামের নালিশ যে হইয়াছে তাহা নালিশ যোগ্য নহে।

ফৈরাদী কহেন যে তিনি মাজিষ্টরিতে কোন পক্ষ ছিলেন না বিধায় তিনি অপর ব্যক্তি গণ্য যেহেতু তিনি বসন্তঙ্গমারির মোক্তার স্বরূপ মাজিষ্টরের বিচার কালিন উপস্থিত ছিলেন এমতে তাহার উক্ত্যাপত্য গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

নবঙ্গমার চৌধুরি ইং ... আপীলাণ্ট
নবকৃষ্ণ সা .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃ টা ৩০
১৮৪১
২৮ আপরিল
বন্দকীবস্তুক্রয় করিয়া বন্দকী টাকা বন্দকগৃহিতার নিমিত্তে আমানত করিলে বন্দকী বস্তু বয়বাতের প্রতি বন্দকের প্রতি সম্পূর্ণকরণ হইবেক।

রেস্পাণ্ডেণ্ট তালুক পাইকর পুরা ইত্যাদিতে ভোগবাণ হওনজন্য ময়মুনসিংহের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপন করে

আরজীতে লেখে যে উক্ত সম্পত্তির স্বামি রাম দয়াল নস্কর উক্ত সম্পত্তি ফৈরাদির নিকট বন্দক রাখিয়া ছিল মেয়াদ গতে টাকা না দেওয়ায় ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে বয়বাতের নুটীসজারি করিলে আসামী নবঙ্গমার বন্দকীদেনা আদালতে আমানত করিয়া কহে যে রামদয়াল নস্কর বন্দকি বস্তু তাহার স্থানে হস্তান্তর করিয়াছে ফৈরারাদী তৃতীয়ব্যক্তির স্থানে টাকা না লইয়া বন্দকী বস্তু প্রমাণ জন্য এই নালিশ করে

আসামী নবঙ্গমার চৌধুরি জওয়াব দেয় যে বয়বাতের পূর্ব্ব উক্ত সম্পত্তি তাহার নিকট হস্তান্তর হইয়াছে এমতে বন্দকী বস্তু মুক্তকরণ জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে।

পৃষ্ঠা ৩০
১৮৪১
২৮ আপরিল

প্রধান সদর আমিন মৌলবি জলালদ্দিন কহেন যখন ফৈরাদীর পাওনা আদালতে আমানত হইয়াছে তখন তাহাকে লইতে হইবেক বিধায় সম্পত্তি প্রাপনের দাবি ডিসমিস যোগ্য।

জেলা জজ শ্রীযুত টরন্স সাহেব কহেন যে বন্দক দাতা ভিন্ন অপরের স্থানে ফৈরাদি টাকা লইতে পারে না এমতে ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি অন্যথা ও ফৈরাদীর দাবি ডিক্রী যোগ্য।

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত নিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা ক্রমে নটীসজারি কালিন কি পরে বন্ধকি পত্র দাখিল হয় নাই মিছিলে দৃষ্ট হইতেছে বন্দকীপত্র না হইয়া কয়ালা লিখিত হইয়াছিল এমতে উক্ত মকদ্দমা নানশুট ও ফৈরাদী নূতন নালিসের অনুমতি পাওন যোগ্য।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন যে অপর এক মকদ্দমা আপীলে এই আদালতে উপস্থিত আছে তাহাতে আপীলাণ্টের উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ের সংশ্রব রাখে তাহার বিচার অসম্পূর্ণ ও অপর অনুসন্ধান জন্য জেলায় পাঠানো গিয়াছে তাহা

নিষ্পাত্য না হওয়া পর্য্যন্ত এ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না কিন্তু এ মোকদ্দমায় জেলা জজ যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার অভিপ্রায় যে বন্দক দাতার হস্তান্তর করায় বন্দকি সম্পত্তি প্রাপ্তব্যক্তি কর্তৃক বন্দকি দেনা আমানত হওয়ায় রয়বাত না হওনের প্রতি সম্পূর্ণ কারণ।

শ্রীযুত বেরলো সাহেবের সহিত শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের ঐক্যমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।

বিবি সাহেবন ... আপীলাণ্ট

বিবি হিঙ্গন ও বিবি বুধন রেঃ

পৃষ্ঠা ৩৭ ১৮৪১ ১৮ মে বিবাহের পণের দাবিতে মৃত মোছলমানের উত্তরাধিকারি গণের নামে নালিশ করিলেআসামীয়ানের মধ্যে কেহ স্বীকার করিলেও ঐ স্বীকারকরা ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারেনা।

আপীলাণ্ট আপন দেএন মোহর ৪১০১৬ টাকার বাকী ৩৫৮৮৯ টাকার দাবিতে ত্রিহুতের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপণ করিয়া কহে যে মৃত সা.গোলাম এমামদ্দিনের সহিত তাহার বিবাহ কালিন উক্ত পণস্থির হইয়াছিল এইক্ষণে তাহার মৃত স্বামির সম্পত্তি তাহার কন্যা গণের দখলে আছে।

আসামী হিঙ্গন বিবি জওয়াব দেয় যে ফৈরাদীর পণ দশ ডেরম স্থির হইয়াছিল তাহা গোলাম এমামদ্দিন কর্তৃক দেওয়া হইয়াছে।

অপর আসামী বুধন বিবি নালিশের এতলা পরওয়ানা পাওয়া স্বীকার করিয়া তাহাতে লেখে যে ফৈরাদীর দাবি যথার্থ।

প্রধান সদর আমীন আবদুলওয়াহেদ খাঁ কহেন

বুধন বিবি এ তলার পৃষ্ঠে যে লিখিয়াছেন তাহাকে দাবি স্বীকার প্রমান হইতে পারে না তদ্ভিন্ন ফৈরাদী আপন দাবি প্রমান করিতে না পারায় তাহার দাবি ডিসমিস যোগ্য।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন সা গোলাম এমামদ্দিনের সহিত আসামীয়ানের মাতা ফৈরাদীর বিবাহ কালিন যে কাবিন নামা লিখিত হয় তাহা ফৈরাদী উপস্থিত করিতে পারিলেক না এবং তদ্বিষয়ের শ্রুত সাক্ষী যে উপস্থিত করে তাহাতেও প্রমাণ হইল না আসামীয়ানের পক্ষে একব্যক্তি যে এতলা পত্রওয়ানার পৃষ্ঠে দাবিস্বীকার করিয়াছে তাহাতেও তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারেনা কারণ দাবির যেরূপ গতিক তাহাতে দাবি বিভাগ অথবা একজনার পক্ষে ডিসমিস ও অপরের বিপক্ষে ডিক্রী সম্ভবে না যে হেতু উভয়েই কন্যা তুল্য রূপে পীতার সম্পত্তিতে ভোগবাণ আছে বিশেষ বুধন বিবির স্বীকার করা পষ্ট সাজস বোধ এমতে নিম্নাদাতের ডিক্রী স্বাব্যস্ত যোগ্য।

পৃষ্ঠা ৩২ — রামরতন রায় ইত্যাদি আঃ

১৮৪১ — লম্বচন্দ্র রায় রামমোহন ঘোষাল

২০ মে — ও আশুতোষ দেব …… রেঃ

বন্দকীবস্তু বয়

বাতের মোঃ ক

আপীলাণ্ট বন্দকী বস্তু বয়বাত জন্য রেস্পাণ্ডেণ্ট

সম্ভুচন্দ্র রায়ের নামে এই নালিশ জেলা ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে।

আসামী উপস্থিত হইল না।

রামমোহন ঘোষাল ও আশুতোষ দেব আপত্য করে যে সম্ভুচন্দ্র আসামীর স্থানে ডিক্রী বাবুদী তাহাদিগের অনেকগুলিনটাকা পাওনাআছেএবংপ্রার্থণা করে যে তাহাদিগের হক রক্ষা পায়।

প্রধানসদরআমীন মৌলবী হফিজদ্দিনখাঁ কহেন যে বন্দকথাক্কা সম্পূর্ণ প্রমাণ ও বয়বাত হওন জন্য নিয়মিতউদ্যোগকরাহইয়াছে এমতেফেরাদীরদাবি ডিক্রী যোগ্য মোজাহেমেরা সম্ভুচন্দ্রের অপর বস্তু ক্রোক বিক্রয়েরদ্বারায় আপন পাওনা আদায়করে।

মোজাহেমেরা জজ আপীল করিলে এডিসনল জজ শ্রীযুত গ্রেণ্ট সাহের বিচার করিলেন যে আপীলাণ্ট গণ সম্ভুচন্দ্রের বিপক্ষে যে ডিক্রী পাইয়াছে ঐ ডিক্রীর টাকা উড়াইবার নিমিত্তে ফেরাদী ও আসামীএকযোগ হইয়া এই নালিশ করিয়াছে এমতে ঐ প্রধানের নিষ্পত্য অন্যথা যোগ্য।

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি স্থাব্যস্ত করেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন সদর আদালতের রিপোর্টের ৫ পুস্তকের ২৯৬ পৃষ্ঠার লিখিত এমদাদ আলি ও কাদের বক্স ইত্যাদির মোকদ্দমা

দনায় মোজাহেমের আপত্য অগ্রাহ্যহইলে মোজাহেম আপীল করিতে পারিবেক।

ক্রমে রামগোপাল ও আশুতোষ দেব স্থাপণ হক রক্ষার্থ জজ আপীল করিতে পারে এবং ফেরাদী যে বন্দকের নালিশ করে তাহা নিতান্ত চাতুরি এমতে জজের নিষ্পত্তি সাব্যস্থ যোগ্য।

শ্রীযুত রিড সাহেব উক্ত পুস্তকের ৩০৪ পৃষ্ঠার লিখিত আইমন বিবির সহিত এবরাহিম খাঁর মোকদ্দমা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনরের নিষ্পত্তি স্বাব্যস্থ করিলেন।

পৃষ্ঠা ৩২
১৮৪১
২৭ মে
দায়ভাগ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় যদি কেহ আপত্য করে যে তৎসংক্রান্ত বস্তু আসামীর পীতার দেনার ডিক্রী জারীতে ক্রয় করিয়াছে তত্রাপী ঐ বস্তু উভয় বিবাদির মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া মোকদ্দমা

শ্রীমতি শূর্য্যকুমারি আপীলান্ট
দুষ্ট দমন সীংহ ও শ্রীমতি
জোরাওর কুমারি...রেস্পাণ্ডেন্ট

আপীলান্ট আপন মত স্বামির সম্পত্তিতে কালেকটরি সেরেস্তায় আপন নাম জারিকারণ ত্রিহুতের জেলা আদালতে এই নালিশ উথাপন করে।

আরজিতে লেখে দৌলত ওর সীংহের দুইপুত্র উপেন্দ্র সিংহ আসামী জোরাওর কুমারির স্বামি ও উদাসিংহ ফেরাদি সূর্য্যকুমারির স্বামি দুই সহদর সাধারণে অভিযুক্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভোগবাণ ছিলেন উপেন্দ্র সিংহের লোকান্তরে তাহার অবিভক্ত অংশ দায়ভাগ মতে ফেরাদির স্বামিকে অর্শে ফেরাদীর স্বামির মৃত্যুপরে ফেরাদীকে বর্ত্তে কিছুকাল পরে উভয় অংস্বীর মধ্যে বিবাদ হইয়া

ফৈরাদী আপন স্বামি ও দেবরের উভয় অংশে আ- পন নামজারির কারণ কালেক্টরিতে দরখাস্তকরে এবং ফৈরাদীর স্বামির অন্তরঙ্গ দষ্টুদমন সিংহের পিতা উদয় দত্ত আপত্য করে যে উদয়সিংহ উইলপত্র ক্রমে তাহাকে দান করিয়াছে এমতে কালেক্টর ফৈরাদীর দাবি অগ্রাহ্য করিয়া দেওয়ানীতে নালিশ করিতে কহেন।

হেমিআপত্য- অপর নালি শে নিষ্পত্তি হ ইবেক।

আসামিয়ান দাবি অস্বীকার হইয়া জওাবদেয় যে দায়ভাগমতে এমত হইতে পারেনা দুষ্টদমন সিংহ অধিকান্ত কহে যে ফৈরাদীর স্বামি উদাসিংহ কর্তৃক এক উইলপত্র তাহার পিতা উদয় দত্তের পক্ষে লিখিত হইয়াছে।

জেলা জজ শ্রীযুত ওগুথিগু সাহেব দুষ্ট দমনের কথিত উইলপত্র অগ্রাহ্য করিয়া কহেন যে হেতু সন্তান অভাবে মৃত স্বামির সম্পত্তিতে স্ত্রীর জিবনা- বধি অধিকার এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিক্রী যোগ্য কেবল হয় পুরপুসা নামক একগ্রামে আচম্বিত লাল মোহন্তের আপত্যক্রমে ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত করি- লেন না।

ঐ গ্রামের দাবিতে সদর আপীল হইলে আচ- ম্বিত লাল জওাব দেয় যে উদয় দত্তের প্রতিস্থলে ডিক্রীজারির নিলামে উক্তগ্রামের একঅংশ ক্রয় করিয়াছে

শ্রীযুত হুস্মীথ সাহেব কহেন যে জেলা জজ যে

হয় পুরপুসাগ্রাম ব্যতিরেক ডিক্রী করিয়াছেন তাহা বিধিপূর্ব্বক হয়নাই তাহার উচিতছিল উদাসিংহের দখলি অপর বস্তু যেমত উভয় বিবাদির মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন উক্ত গ্রামও সেইরূপ উভয় বিবাদির মধ্যে নিষ্পত্তি করেন তবে ঐ ডিক্রীজারি কালিন কেহ আপত্য করিলেও আপত্যের প্রতি বলবত কারণ থাকিলে ৭৪৪ সংখ্যা কনেষ্ট্রকসন মতে ঐ আপত্যকারির প্রতিস্থলে ঐ ডিক্রীজারি না করিয়া ডিক্রীদারকে জাবেতা নালিসের আদেশ করেন এমতে জেলা ডিক্রী শুধারামতে যৈরাদির সমস্তদাবি ডিক্রী যোগ্য।

শ্রীযুত রিড সাহেবের ঐক্যমতে তাহাই চুড়ান্ত হইল।

মহম্মাত উজিরন ...... আপীলাণ্ট
মহম্মদ হোসেন খাঁ রেস্পাণ্ডেণ্ট
মহম্মাত উজিরন ...... আপিলাণ্ট
মহম্মাত খবরন..... ইং রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্টা ৩৪
১৮৪১
৭ জুন
মৃতমোছলমা নের স্ত্রীদেএন মোহরের দাবিতে আদাল তের ডিক্রীকি মৃতব্যক্তির উত্রাধিকারির সম্মত ব্যক্তি

রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ মৃত দোস্তোলি খাঁর নিহিত সম্পত্তি পাওন জন্য এই দুই নালিশ আপীলাণ্টের নামে জেলা বেহারের দেওয়াণী আদালতে উর্থাপন করিয়া কহে যে তাহারা ঐমৃত ব্যক্তির উত্রাধিকারি কিন্তু ঐ মৃতব্যক্তির স্ত্রী আপীলাণ্ট আপন

দেএন মোহরের দাবিতে ১৭৯৯ সালের ৫ আইন ক্রমে দেওাণী আদালতের হুকুমে দখল করে ঐ হুকুম ও আপীলাণ্টের দখল অন্যথাজন্য রেস্পাণ্ডেণ্ট কতৃক এই নালিশ হয়।

রেক তাহার-স্থাবর সম্পত্তিতে ভোগবান হইতে পারে নামেকনাটনের সংগ্রেহের ২৭৫ পৃঃ দৃঃ

প্রধান সদর আমিন ফতে আলি খাঁ ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী দেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রাটরি সাহেব কহেন ফৈরাদীরা দাবি করে যে তাহারা মৃত দোস্ত আলিখাঁর উত্রাধিকারি কিন্তু আসামীয়ান দেএন মোহরের দাবিতে আদালতের হুকুমে দখল পাইয়াছে উত্রাধিকারিরা তাহাতে আপত্য করে যে হেতু নরার মতে মৃত মোছলমানের স্থাবরের বস্তু উত্তরাধিকারির সম্মত কি আদালতের ডিক্রী ব্যতিরেক দেএন মোহরের পরিবর্ত্তে তাহার স্ত্রী পাইতে পারেনা এমতে দেএন মোহর যথার্থ কি অযথার্থ তাহার প্রমাণ জন্য ঐ বিধবা কে নালিশ করিতে হইবেক এইক্ষণে ১৭৯৯ সালের ৫ আইন ক্রমে সরসরি বিচারে যে উত্রাধিকারিরা ভোগ রহিত হইয়াছে তাহাতে পুণর্ব্বার ভোগ স্থাপন ও আপীল ডিস্‌মিস যোগ্য।

শিব গোলাম সিংহ আপীলাণ্ট

শুলতান সিংহ ···· রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৩৫ ১৮৪১ ১২ জুন ডিক্রী জারি ক্রমে নিলাম

——

আপীলাণ্টের সম্পত্তি আদালতের হুকুমে

ডিক্রীজারিতে সাহাবাদের কালেক্টর কর্তৃক নিলাম হওয়ায় ও রেস্পাণ্ডেণ্ট ক্রয় করিলে বেজাবেতা নিলাম হওয়ার আপত্যে ঐ নিলাম অন্যথার প্রার্থনায় আপীলাণ্ট বারম্বার মুতফরকা দরখাস্ত করিয়াছিল তাহা গ্রাহ্য না হওয়ায় ঐ নিলাম অন্যথা জন্য এইনালিশ সাবাদের জেলা আদালতে উপস্থিত করিয়া আর২ আপত্যের মধ্যে কহে যে নিলামের নুটীস আইনের নিরূপিত সময়ের মধ্যে জারি হয় নাই ।

হওয়াসম্পত্তির বিক্রয়অসিদ্ধ জন্য ঐ সম্পত্তির স্বামিকর্তৃক আপত্যের দরখাস্ত প্রথমত্ত আপীলআদালতে১৮২৫ সালের৭আইনের ৫ধারামতে অগ্রাহ্য হইলেও জাবেতানালিশের প্রতিউক্তাইন কি ১১২৯ সংখ্যক কাগে ষ্টুকমণে নিষেধ নাই ।

প্রধাণ সদর আমীন সৈয়দ মনুওয়র আলি ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রীকরিলে জজাপীলে এ তিসনল জজ শ্রীযুত ফ্রেঞ্চ সাহেব তাহা অন্যথা করিয়া কহেন যে নিলাম সংক্রান্ত এমত অনিয়ম প্রমাণ নাই যে নিলাম অন্যথা হইতে পারে ।

সদরে খাষ আপীল হইলে শ্রীযুত মিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে আপীলাণ্টের সম্পত্তি বাবু দয়াল সিংহের প্রাপ্ত ডিক্রী জারিতে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ক্রমে ১৮৩৫ সালের ১৬ জুলাই তারিখে কালেক্টর কর্তৃক নিলাম ও ঐ নিলাম অন্যথা জন্য আপীলাণ্টের দরখাস্ত জেলা আদালতে অগ্রাহ্য হইলে সদর আপীল করে তাহাও শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের বিচারে অগ্রাহ্য হয় পুনর্ব্বার জেলায় দরখাস্তকরিলে জজ তাহাতে হুকুম লেখেন যে জাবেতা নালিশ ভিন্ন আপীলাণ্টের উপায় নাই কিন্তু জজ যে এমত হুকুম লেখেন তাহাতে তাহার

সাধ্যাতিরেক কারণ উভয় বিবাদির যে বিরোধ ডিক্রীর সহিত সংশ্রপ রাখে ও তাহাতে যে হুকুম হয় তাহা অন্যথা জন্য ১১২৯ সংখ্যা কনেষ্টুকসন মতে অপর নালিশ হইতে পারেনা এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণ মতে প্রথম আদালতের হুকুমের প্রতি ২ প্রকরণের লিখিত সরাসরি আপিল ভিন্ন জাবেতা নালিশের বিধি নাই এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

পৃষ্ঠা ৩৮
১৮৪১
১২ জুন

যেহেতু আইন সংক্রান্ত বিবাদ এমতে অপর দুইজজের একত্র বৈঠকের বিবেচনা যোগ্য।

শ্রীযুত ইস্মাথ সাহেব ও শ্রীযুত বারলো সাহেব কহেন যে ১১২৯ সংখ্যা কনেষ্টুকসন এ মকদ্দমায় সংশ্রপ রাখেনা তাহা কেবল যে বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহারি জারি বিষয়ে সম্পর্ক রাখে বাবু দয়াল সিংহ ও আপীলাণ্টের সহিত যে বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত তাহা কোনমতে উক্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তির সহিত সংশ্রপ রাখে না ডিক্রীজারি দ্বারা নিলাম অন্যথা জন্য যে এই মকদ্দমা উর্থাপন হইয়াছে তাহা নিতান্ত প্রথক বিষয় ও নালিশ উর্থাপনের বিশীষ্ঠ হেতু অপর ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারা জারির পূর্ব্বে কেবল জাবেতা নালিশের দ্বারায় বেজাবেতা নিলাম অন্যথা হইত উক্ত ৫ ধারাক্রমে যে সরসরি অনুসন্ধানের নিয়ম হইয়াছে তাহা জাবেতা নালিশের পরিবর্ত্তে গন্য কি

অনিয়ম নিলামের আপত্য সরাসরি বিচারে অন্যথা হইলে জাবেতা নালিসের প্রতিবন্ধক হইতে পারেনা যে হেতু মকদ্দমার গতিকে প্রকাশ যে নিলামের মুটীশ ৩০ দিন পূর্ব্বে জারি না হইয়া ২৮ দিন পূর্ব্বে জারি হইয়াছে এমতে এমত নিলাম বিশেষ অবিধি অবশ্য অন্যথা যোগ্য অতএব জেলা নিষ্পত্তির অন্যথায় আপীল ডিক্রী হইল।

রামতনু মণ্ডল ··· আপীলাণ্ট
গঙ্গানারায়ণ বাড়ুয্যা ইং রেঃ

পৃষ্ঠা ৩১
১৮৪১
১৬ জুন
ভূম্যাধিকারি কর্তৃক নিষ্কর ভূমি বাজে আপ্তের মোকদ্দমায় নিষ্কর ভূমির দাবির নিয়মানুসারে দাবি না করিয়া একসনা উৎপন্নের দাবিতে নালিশ করায় ফিরাদীর দাবি নশুট হইল।

আপীলাণ্ট ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারাক্রমে নিষ্করভূমি বাজে আপ্তের দাবিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরিতে এক সনা উৎপন্নের দাবিতে নালিশ করিলে কালেক্টর ও জেলা জজ শ্রীযুত ইস্মিথ সাহেব স্বত্ত্বের বিচার করিয়া কালেক্টর ডিক্রী ও জজ ডিসমিস করেন।

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারলর সাহেব কহেন এই মকদ্দমার দাবি নিষ্কর ভূমির নিরূপিত মূল্যে না হইয়া একসনা উৎপন্নের দাবিতে হওয়ায় ৫৭৩ সংখ্যা কানেকষ্ট্রকসন মতে অবশ্য নানশুট যোগ্য নূতন নালিশ জন্য ফৈরাদী অনুমতি পাইতে পারে।

শ্রীযুত বারলো সাহেবের একমতে চূড়ান্ত হইল।

ভিক্তরাম হালদার ইং … আপীলাণ্ট
মৃত আসরফ খাঁর স্ত্রী পানু রেস্পাণ্ডেণ্ট

রেস্পাণ্ডেণ্ট দুইবিঘা ভূমির দখল ও বেদখল কালিনের ও য়ানিলাতের দাবিতে জেলা ২৪ পরগণার দেওাণী আদালতে এইনালিশ উর্থাপন করে আরজীতে লেখে ফৈরাদীর স্বামি আসরফ খাঁ নিষ্ক পিত. খাজানায় আসামীর স্থানে কতক ভূমির চীরস্থাই পাট্টা লইয়া তাহাতে এমারত করিয়াছিল তাহার মৃত্যু পরে আসামী তাহাকে বেদখল করিয়াছে।

আসামি জওাব দেয় যে ফৈরাদীর স্বামি ঐ ভূমির পাট্টা এই নিয়মে লইয়াছিল যে আসামিয়ানের প্রয়োজন হইলে এমারতের মূল্য যাহা সালিশে নিদ্ধার্য্য হইবেক তাহার সিকিঅংশ লইয়া ভূমিছাড়িয়া দিবেক এবং আপনস্বেচ্ছাপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলেই ঐ সিকিমূল্য পাইবেক আসরফ খাঁ এমারত আরম্ভ করিয়া কিছুকাল পরে মহাজনের দেনায় পলায়ন করিলে খাজানার অনেকগুলিন টাকা বাকীপড়ে ঐ বাকীর বন্দবস্ত কারণ ফৈরাদীর উত্তরাধিকারি গণের প্রতি আসামি ঐ জমিতে নটীশ জারি করিয়াছিল কেহ হাজির না হওয়ায় অপরের সহিত বন্দবস্ত করিয়াছে।

জেলা জজ শ্রীযুক্ত বেরোএল সাহেব ফৈরাদীর

পৃষ্ঠা ২৭ ।
১৮৫১
১৭ জুন
মেয়াদীস্থিতে মেয়াদিপাট্টা ব বিবাদমালে পাট্টা উপস্থিত না করায় ও মে কদ্দনারম্ম পর পত্তিকে পাট্টা দেওনিয় সরকারিম্মে পাট্টাদারকে বেদখলকরণের অযোগ্য হইয়া পাট্টা অন্যথা ও নালিশের আদেশহইল

পক্ষে ডিক্রী করিলে সদর আদালতে আপীল
পূর্ট্টা ৩৭ হয়।
১৮৪৭ শ্রীযুত রাটরি সাহেব কহেন যেহেতু ফেরাদী
১৭ জুন আপন দাবিপ্রমাণ করিতে পারেনাই এমতে জেলা নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য।

শ্রীযুত টকরসাহেব কহেন আপীলাণ্ট স্বীকার করে যে সেব্যক্তি ফেরাদীর স্বামিকে উক্তভূমির পাট্টা দিয়াছে কেবল আপত্য করে যে ঐ পাট্টার নিয়ম ছিল এবং ফেরাদীর স্বামি বাকীপাড়িয়া পলায়ন করে কিন্তু তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই এবং যে কবুলতি দাখিল করে তাহা জওাবের সহিত ঐক্যনহে আপীলাণ্ট গণ জওাবে যে নিয়মের কথা স্বীকার করিয়াছে তাহা গ্রাহ্য করিলেও ঐ নিয়ম সম্পূর্ণ করণ ব্যতিরেক ফেরাদীকে বেদখল করিতে পারে না এমতে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্বাব্যস্থ যোগ্য।

শ্রীযুত ডিক সাহেব কহেন অপর অনুসন্ধান জন্য নথি জেলায় পাঠান উচীত।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর কহেন ফেরাদীর স্বামি আসরফ খাঁ বহুকালাবধি বিরধি ভূমিতে ভোগবান ছিল বিধায় শ্রীযুত টকর সাহেবের সহিত এইমাত্র ঐক্য হইতে পারি যে আসামি সরাসরিক্রমে ফেরাদিকে বেদল করিতে পারে না নতুবা জেলা নিষ্পত্তির লিখিত ফেরাদীর স্বামির চিরস্থাই পাট্টা

প্রমাণ হওনের বিষয় ঐক্য হইতে পারিনা কারণ পাট্টা দাখিল নাই ও ফৈরাদি আপত্য করে যে তাহাতে নিয়ম ছিল এবং উভয়ের কোন পক্ষই যথা বিধিপ্রমাণ করেনাই এমতে আসামি যেপর্য্যন্ত স্বাব্যস্ত না করে যে ফৈরাদী নিয়মের বহির্ভূত কর্ম্ম করিয়াছে সেপর্য্যন্ত বিরোধি ভূমি ফৈরাদীর দখলে থাকে ও আসামি পাট্টা অন্যথা জন্য নালিশ করে।

টকরসাহেবের পূণ বিবেচনায় শ্রীযুত লিঃ ওয়াসনরের মতেই জেলা নিষ্পত্তি শুধারা হইল।

আজাইব সিংহ ইং আপীলাণ্ট
হাজি বেগম .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৩৯ ১৮৪১ ২৩ জুন চতুসীমার মধ্যে একখণ্ড ভূমির নালিশ করিয়া নালিশের আরজীতে ঐভূমিরে খে তাহার অধিক হওয়াতে ওসমুদয় খণ্ড পাওনের বাদ স্থত হইল

রেস্পাণ্ডেণ্ট ২৭৪ /২ কাঠা নিষ্কর ভূমির দখল পাওন জন্য যাহা ১৮২৪ সালের ১৫ আইন মতে মাজিষ্টর কর্তৃক আসামীর দখলেছিল জেলা সাহাবাদের দেওয়াণী আদালতে এই নালিশ করে উভয় বিবাদীর মধ্যে উভয় ভূমির সিমানার বিবাদ ফৈরাদীউক্ত ভূমির দাবিতে চৌহদ্দির মধ্যগত একখণ্ড ভূমি আরজিতে লিখিয়াছে এবং আসামী কহে উক্ত খণ্ড তাহার ভূমির অন্তর্গত।

প্রধান সদর আমীন মনুয়রআলি খাঁ ফৈরাদীর পক্ষেডিক্রীকরিলে জজাপীলে তাহা স্বাব্যস্থ থাকে।

ফৈরাদীর দাবির অধিক জেলা আদালতে ডিক্রী হওয়ার আপত্যে সদরে খাসআপীল গ্রাহ্য হইলে

শ্রীযুত রাটরি সাহেব কহেন যেহেতু নালিশ করিলে ইষ্ট্যাম্প মাশুল জন্য দাবির মূল্য করিতে হয় এমতে মাজিষ্টরি আমিন যে ২০৪/২ বিঘা জরিপ করিয়াছিল তদনুসারে ফৈরাদী এ মোকদ্দমার দাবি করিয়াছে যদ্যপি মুনছফি আমিন ২৪৩ বিঘা জরিপ করে ও তদনুসারে নিম্নাদালতে ডিক্রী হয় তাহা আরজীর লিখিত চতুঃসীমার মধ্যের ভূমি ব্যতিরেক নহে এমতে নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি স্বাব্যস্থ যোগ্য যে হেতু আপীলাণ্ট কহে দাবির অধিক ডিক্রী হইয়াছে এমতে অপর জজের নিকট অর্পণ হয়।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন যে হেতু প্রধান সদর আমীন ও জজ যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাতে কত বিঘা ভূমি তাহার সংখ্যা নাই কেবল আরজীর চৌহদ্দিমত একখণ্ড ভূমি ডিক্রীতে লিখিত হইয়াছে এবং বিবাদ একখণ্ড ভূমি লইয়া ভূমির সংখ্যা লইয়া নহে এমতে শ্রীযুত রাটরি সাহেবের মতের ঐক্যতায় চূড়ান্ত হইল।

নুন্নন নেসা বেগম আপীলাণ্ট
নওাব সৈয়দ হোসন আলি
খাঁ .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৪০
১৮৪১
২৩ জুন
অবিলম্বে দেও
ন যোগ্য দেঐ
নমোহরের দা

আপীলাণ্ট দেঐন মোহর বাবদি ৬০০০০ টাকার দাবিতে ১৮৩৭ সালের ৬ মে তারিখে আপন স্বামি

রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে মুরসীদাবাদের দেওয়ানী আদা লতে এই নালিশ করে।

আসামী জওয়াব দেয় প্রথমত চলিতাইন মতে নালিশ উর্থাপণের কাল অতিত হইয়াছে দ্বিতীয়ত্ত সম্পূর্ণ দেএন মোহরের অদ্ধেক অবিলম্বে দেওন যোগ্য।

জেলা জজ শ্রীযুত রশুল সাহেব কহেন অবিলম্বে দেওন যোগ্য দেএন মোহরের দাবি সদর রিপোর্টের ৯ পুস্তকের ১০৩ পৃষ্ঠার লিখিত নজিবুন্নার সহিত দোর দানা খাওনের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ক্রমে বহু কাল গতে গ্রাহ্য যোগ্য নহে দ্বিতীয় সরার মতে মৌলবী যে ফত্তয়া দেয় যে দেএন মোহর অবিলম্বে দেওন যোগ্য নহে তাহা স্বামি বত্তমানপর্য্যন্ত ত্যজ্য কৃত্বা না হইলে পাইতে পারে না যদ্যপি এস্থানে প্রমাণ যে উভয় পক্ষ সতন্ত্রং বাস করিতেছে তত্রাপি ফৈরাদী যে ত্যজ্যকরা হইয়াছে এমত প্রমাণ নাই এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত টকরসাহেব নিমনা দালতের নিষ্পত্তি স্বাব্যস্থ করেন।

বি বহুকালগ তে অগ্রাহ্যত দ ভিন্ন দেএন মোহরের দা বি ত্যজ্যকরা ব্যতিরেক স্বা মি বত্তমানে হইবেক না

নন্দকুমার পোদ্দার ইং আপীলাণ্ট
রাবিনসনসাহেব ..... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্টা ৪০
১৮৪১
২ জুলাই

আপীলাণ্ট নিরূপীত মূল্যে চিনির সরবরাহ করণের সওদা রেস্পাণ্ডেণ্টের সহিত করিয়াছিল

ফৌজদারীম কদ্দমার খর চা পাওনের

নালিশের বিচার দেওয়াণী আদালতকরিতে ক্ষমবান নহেন।

চিনি সরবরাহ হইলে ফৈরাদী কহে কোম্পানির টাকা আসামী কহে সিক্কা টাকার হিসাবে দিতে হইবেক মাল ফৈরাদীর নৌকায় থাকায় ও ফৈরাদী তাহা লইয়া যাইতে উদ্দতো হওয়ায় আসামী নদীয়া জেলার সান্তিপুরের দারগার নিকট দরখাস্ত করিলে দারগা ফৈরাদীকে আটক করিয়া সিক্কা টাকা দেওয়ায় ফৈরাদী মাজিষ্টরিতে নালিশ করিলে দেওয়াণীতে নালিশ করণ জন্য উপদিষ্ট হয় এমতে ফৈরাদী নিচের লিখিত হিসাব মতে ১২৬।/ টাকা পাওন জন্য নদীয়ার জেলা আদালতে এই নালিশকরে

কোম্পানি সিক্কাটাকার তফাত ৫৭৮৶০
ফৌজদারী আদালতের ... খরচা ৬৮।৵০

১২৬।/০

জেলা জজ শ্রীযুত নিষবিট সাহেব ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত বিড সাহেব কহেন কিপ্রকার চিনি দেওনের সওদা হইয়াছিল নিম্নাদালতে তাহার কোন বিচার হয়নাই এমতে উক্ত বিষয়ের বিচারজন্য নথিফিরিয়া পাঠানের যোগ্য।

মাজিষ্টরি আদালতে খরচার বিষয় ৩৬৭ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসনে নিৰ্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে এনত মকদ্দমার বিচার দেওানী আদালতে হইবেক না এমতে নিম্নাদালত যে খরচা দেওনের আদেশ

করিয়াছেন তাহা অন্যথা কিন্তু ফৌজদারি আদালতে রেস্পাণ্ডেণ্টের যে খরচা হইয়াছে তাহা পাওন জন্য ম্যাজিস্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারে।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব জেলা ডিক্রী অন্যথা করিয়া ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস করেন।

শ্রীযুত লিং ওয়ারনর সাহেব ঐক্যমতে শ্রীযুত রিড সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

চোমন সিংহ ইঃ আপীলাণ্ট
অসুর সিংহ চৌধুরি ..... রেঃ

পুস্তা ৪১
১৮৪১
৩ জুলাই
গা.সাঁমা নদি
ভও.বেঅ.প
তাকারে যে স
দর আপীল
হওনজন্য ফৈ
রাদী দাবির
মূল্য অধিক
করিয়াছে ত
সে ১৮০৮ সা
লের ১৩ আই
নের ৫ ধারা
ক্রমে তাহার
বিচার করি
তে ও ডিক্রী
কে ডিক্রী হ

রেস্পাণ্ডেণ্ট মোকররি পাট্টাই ভূমিতে দখল পাওন জন্য ২৪ পরগণার জেলা আদালতে এই নালিশ করিয়া কহে যে যে জমিদারিতে ঐ ভূমি ঐ জমিদারির মালিক আসামী তাহাকে বেদখল করিয়াছে এবং বেদখল কালিনের উপস্বত্ব সম্বলিত ৫০০৭ টাকার দাবি ও আরজীর কোন ভুল শুধারা জন্য তেতম্বা দরখাস্ত করে।

আসামী দাবি অস্বীকার হইয়া জওয়াবে লেখে যে দাবির মূল্য অধিক করিয়া আরজীতে লিখিয়াছে।

প্রধান সদর আমীন রায় রাধাগোবিন্দ দাবির মূল্য ঘটিত আসামীর আপত্যের বিচার না করিয়া ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

ওয়াসলাতি বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক যেহেতু জারী কালিন অপরকাগজ দৃষ্ট করণের আবশ্যক না থাকে।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি যথার্থ হয়নাই কারণ ফৈরাদী যে দাবি করিয়াছে তাহার আপীল সদরে হইতে পারে আসামী যেরূপ কহে তাহা ঐ আদালতেই চূড়ান্ত হয় এমতে প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল যে পূর্ব্বে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৫ ধারা ক্রমে দাবির মূল্য ঘটিত আসামির আপত্যের বিচার করেন তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা সদর আপীল যোগ্য ছিল কি না তাহার বিবেচনা হইত অপর যে ভূমি দখলের নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা ফৈরাদীর দাখিলি ফর্দ্দ ও তেতম্বা দরখাস্তে যাহার ঐক্যনাই বরাত দিয়াছেন ডিক্রীতে বিস্তারিত করেন নাই ইহাও এক প্রকার অসম্পূর্ণ নিষ্পত্তি কারণ যে ভূমির ডিক্রী হইবেক তাহার বিশেষ ডিক্রীতে লেখা আবশ্যক তাহা হইলে জারী কালিন অপর দলিল দৃষ্টের আবশ্যক থাকেনা এমতে উক্ত বিষয় শুধারা হওন জন্য নিম্নাদালতে প্রেরিত হইল।

আদালতের উক্ত হুকুম ক্রমে অনুভব সিদ্ধ যে আসামী কর্তৃক অধিক মূল্য দাবির আপত্য স্বাব্যস্থ ও আপীল ঘটিত প্রকারন্তর হইলে দাবি ডিসমিস নতুবা অধিক দাবির খরচা ফৈরাদীর জেম্বা করিলেই ন্যায় হইবেক।

কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যা ... আঃ
রামচরণ পাঁড়ে রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৪১.
১৮৪১
২১ জুলাই

একব্যক্তির বন্দকরাখাবস্তু অপরের ডিক্রী জারিতে বিক্রয় হইলে ও বন্দকী বস্তু বয়বাতহওনের ব্যাঘাতহইবেকনা এবং কোনবিষয়ের আপত্যনাথাকিলেওনিশে ষকার্ণনিয়মাদালতের নিষ্পত্তি শুধারা হইতে পারিবেক।

রেস্পাণ্ডেণ্ট মেদনিপূরের জেলা আদালতে আপীলাণ্ট ও কৃষ্ণপ্রসাদ রায়ের নামে এই নালিশ করিয়া কহে যে আসামী কৃষ্ণপ্রসাদ রায় রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে এক বৎসর মুদ্দতে ১০০০ টাকা কর্জ্জ লইয়া কোন ভূমি সম্পত্তি বন্দক রাখিয়াছিল মেয়াদ মধ্যে টাকা না দেওয়ায় ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা ক্রমে নটীস বন্দক দাতার প্রতি জারী করে ঐ নটীসের মেয়াদ গত হওনের পূর্ব্বে আসামী কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যা ঐ বন্দক দাতার নামে শুখত বাবদী নালিশ ও একতরফা ডিক্রী করিয়া রেস্পাণ্ডেণ্টের বন্দক রাখা ভূমি নিলাম করায় রেস্পাণ্ডেণ্ট আপত্য করিলেও আদালত কর্তৃক ডিক্রীদার বেবাক টাকা পায় যে হেতু রেস্পাণ্ডেণ্টের বন্দক রাখা বস্তু নিলাম করাইয়া সমস্ত টাকা কৃষ্ণপ্রসাদবাড়ুয্যা লইয়াছে এমতে বন্দকী টাকা মায় শুদ পাওন জন্য কৃষ্ণপ্রসাদ রায় ও কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যার নামে ফৈরাদী এই নালিশ করে।

প্রধান সদর আমীন আবদসমদ কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যাকে মুক্ত করিয়া ফৈরাদীর দাবি কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়ের প্রতি অংশে ডিক্রী করেন।

পৃষ্ঠা ৪২ ১৮৪১ ২১ জুলাই

জজ আপীলে শ্রীযুত ইস্কীন সাহেব কহেন যে বন্দকি সম্পত্তি বিক্রয়ের উৎপন্নে অগ্রে বৈরাগির স্বত্ব এবং কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যা যে সমস্ত টাকা লইয়াছে তাহা তাহাকে ফিরিয়া দিতে হইবেক এমতে উভয় আসামির প্রতিকূলে ফৈরাদীর দাবি ডিক্রী যোগ্য।

সদরে খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত রেরলো সাহেব কহেন ৮৯৮ সংখ্যক কনেষ্টকসনে আদেশ আছে যে কট-কবলাদার কেবল বন্দকি বস্তু দখলের নালিশ করিবেক কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যার ডিক্রীতে যে এ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে তাহাতে তাহার স্বত্ব-লোপ হয় নাই কারণ ঐ সম্পত্তিতে কৃষ্ণপ্রসাদ রায়ের যে স্বত্ব ছিল তাহাই বিক্রয় হইয়াছে বিশেষ ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৭ প্রকরণে আদেশ আছে যে নিলাম খরিদার মোজাহেমের জওয়াব দেহি করিবেক এমতে নিম্নাদালতের উভয় নিষ্পত্তি অন্যথা ও বন্দক গৃহীতার ক্ষমতা আছে যে রীতিমত বন্দকী বস্তু বয়বাতের নালিশ করে।

যদ্যপি বন্দক দাতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিপক্ষে প্রধান সদর আমিন যে ডিক্রী করিয়াছেন তাহার প্রতিকূলে আপত্য জজ আপীল কি খাস আপীল কোন আপীলেই হয় নাই কিন্তু ৯৯৭ সংখ্যক কনেষ্টকসন মতে সদরের ক্ষমতা আছে যে পৃথক্

আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি কর্তৃত্ব করেন এমতে নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা ও যৈরাদার এ দাবি ডিসমিস বন্দকী বস্তু বরবাত জন্য যৈরাদী উপর নালিশ করে।

পদ্মলোচন দাস·········আপীলাণ্ট
ইশ্বর গুরি নিএর বিবি রেস্পাণ্ডেণ্ট

নং ৪১
১৮৪১
১২ আগষ্ট
শুপ্রেমক্রোর্টের ডিক্রীক্রমে বন্দকীবস্তুজেলা আদালতের ডিক্রীক্র নিলামহওয়ায় ঐ ক্রোর্টের ডিক্রীদার ঐ বন্দকী বস্তু পুন বিক্রী জন্য নালিশ করিলে ডিস্মিস হইল।

পীতর বিলিএর্ড নামক একব্যক্তি রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে ৩ তমশুক দিয়া কতক টাকা কর্জ্জকরিয়া মাতবরি জন্য ঢাকা মোকামের একবাটীর অপর বন্দকি পত্র লিখিয়া দিয়াছিল রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ পীতর বিলিএর্ডের ওশী ইলি জেবেত বিলিডের নামে শুপ্রেমক্রোর্টে নালিশ করিয়া ১৮২৯ সাল হইতে সতকরা ৮ হিসাবে শুদসমেত ৯৩৩৬ ।।৶২ গণ্ডার ডিক্রী ১৮৩৭ সালের ১৮ জানের তারিখে পাইয়াছিল এবং খয়রন বিবি নামক একব্যক্তি ইলিজিবিথ বিলি এর্ডের নামে ৩০০০ টাকার নালিশ ও ঢাকার সদর আমিন আদালতে ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রীজারিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের বন্দকি বাটীতে রেস্পাণ্ডেণ্টের স্বত্ব রাখিয়া বিক্রয় করাইলে আপীলাণ্ট যে মূল্যে ক্রয়করে তাহাতে উভয় যৈরাদী ও খয়রন বিবর টাকা আদায় হয় না এমতে শুপ্রেমকোর্টের ডিক্রীর সমস্ত টাকা পাওন জন্য ঐ বাটী পনর্ব্বার

বিক্রয়ের প্রার্থনায় ঢাকাজেলা আদালতে রেস্পা-ণ্ডেণ্ট এই নালিশ করে।

প্রধান সদর আমিন মেস্তর রেইলি ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

সদরে আপীল হইলে শ্রীযুত মিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যেপর্য্যন্ত বন্দকি বস্তু হইতে রেস্পা-ণ্ডেণ্টের বেবাক টাকা আদায় না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ বস্তুতে তাহার স্বত্ব এবং আপীলাণ্ট ঐ স্বত্ব রক্ষাক-রিয়া ক্রয় করিয়াছে এইক্ষণে আপীলাণ্টের স্থানে শুপ্রেমকোটের ডিক্রীরবেবাকটাকা আদায়নাহইলে ঐ বাটী বিক্রয় হইয়া আদায় হইবেক এমতে আপীল ডিসমিস হইল।

লালুরাম দুলাল .... আপীলাণ্ট

সেখ মহম্মদ ইস্মাইল রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৪৪
১৮৪১
৭ সেপ্তম্বর.
কে.নব্যক্তিআ পনপ্রতিকূলে রডিক্রীস্বীকা কারকরায় ঐ ডিক্রীর অন্য থাজনাআপা ল গ্রাহ্য পো পাহইলনা।

আপীলাণ্ট তমশুকি বাবুদ আসল ও সুদ ২৪০৪।৶১০ টাকার দাবিতে কটকের জেলা আদা-লতে এই নালিশ উত্থাপন করে।

তমশুকে লিখিত ছিল যে তিনমাস গতে ফৈরাদী আসামীর নামে নালিশ করিলে আ-সামী কবুল ডিক্রী দিয়া আসামির কোন ভূমি সম্পত্তির খাজানা ও অপর পাওনা ফৈরাদীর দেনায় বরাত করিয়া দিবেক আসামির অপর মহাজনের দেনা দিয়া একবৎসরের মধ্যে ফৈরা

দীর টাকা পরিসোধ না হইলে অপর কোন পাওনা টাকা বরাত করিয়া দিবেক এবং ঐ বরাত হইতে ফেরাদী আসল টাকা আদায় করিয়া লই- বেক যদি আসামি আদালতে উপস্থিত হইয়া ফে- রাদীর দাবি স্বীকার না করে তবে মোকদ্দমা এক তরফা নিষ্পত্তি ও শুদ ভিন্ন আসল টাকা ঐ তম- শুকের লিখিত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালত আদায় করিবেন তদ্ভিন্ন ফেরাদী অপর উপায় কি আসামির অপর সম্পত্তি বিক্রয় করাইতে পারি- বেক না।

পৃষ্ঠা ৪৪
১০৪১
৭ সেপ্তম্বর

প্রধানসদর আমিন কাজি গোলামরশুল ফেরা- দীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

জজ আপীলে শ্রীযুত হেথরন সাহেব তাহা অন্যথা করিলে সদরে খাষ আপীল হয়।

প্রকাশ যে ফেরাদী প্রধান আমিনের নিষ্পত্তি জারিকরিলে আসামি দুইবার দাবি স্বীকার পূর্ব্বক টাকা আদায়ের মেয়াদ করিয়া পরে জজাদালতে আপীল করে এবং প্রধান সদর আমিনের ডিক্রীর দিবস হইতে ৩ বৎসর ৭ মাস গতে বিশেষ কারণে জজ আপীল গ্রাহ্য হয়।

সদর জজ শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে অনুভব হইতেছে যে উভয় পক্ষের মধ্যে যে নিয়ম তাহা ভ্রম প্রযুক্ত তমশুকে লিখিত নাহইয়া থাকিবেক কিন্তু তদ্বিষয়ের বিচারের আবশ্যক রাখে না যেহেতু

পষ্টপ্রমাণ যে আসামি প্রধান সদর আমিনের ডিক্রীর বিচার স্বীকার পূর্ব্বক দুইবার টাকা আদায়ের মেয়াদ করিয়াছে এমতে তাহা এইক্ষণে অন্যথা করিতে পারে না অতএব জেলা জজের নিষ্পত্তি অন্যথা ও প্রধান সদর আমিনের ডিক্রী স্বাব্যস্ত যোগ্য।

শ্রীযুত টকর সাহেবের ঐক্য মতে চূড়ান্ত হইল।

ফিলিক্স লোপস ইত্যাদি আপীলাণ্ট
চৌধুরি ভীমসিংহ ..... রেস্পাণ্ডেণ্ট

নং ৪৭
১৮৪১
৭ সেপ্তম্বর
বন্দকীবস্তুব
ন্দকগৃহিতার
দখলে না থা
কিলে বন্দক
গহতাকে বি
ক্রয়সিদ্ধজন্য
লুটাসেরমেয়া
দ ১ বৎসর
গতে ১২ বৎ
সর মধ্যে না
লিশ করিতে
হইবেক।

রেস্পাণ্ডেণ্ট চই পরগণার শিবানন্দপুর গ্রামের দখল প্রার্থনায় ভাগলপুরের জেলা আদালতে এই নালিশ করে।

উক্তগ্রামের অধিকারি কালেশ্বর সিংহ ইত্যাদি মুরসিদাবাদ ক্রোর্ট আপীল কৃত ফৈরাদার প্রাপ্ত ডিক্রীরদেনা আদায় করিতেন। পারায় ১২২৯ সালের ১৬ মাঘ ইং ১৮২২ সালের ২৮ জানের তারিখে ফৈরাদীর নিকট উক্তগ্রাম বন্দক রাখিয়া লিখিয়া দেয় যে ১২৩০ সালের ৩০ ভাদ্র ইং ১৮২২ সালের ২৮ জানের তারিখে ঐ ডিক্রীর অন্দরে ৫৪৭০ টাকা আদায় না করিতে পারিলে ঐ টাকার মাতবরি কারণ যে শিবানন্দপুর গ্রাম বন্দক আছে তাহা ফৈরাদীর হইবেক ফৈরাদী ঐ একরার বন্দক পত্র

স্বরূপ জানিয়া ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখিত নুটীস ঐ গ্রামের মালিকের নামে জারি করিয়া ১৮২৬ সালের ২০ সেতম্বর তারিখে জাবেতা নালিশ করণ জন্য উপদিশ্য হইয়া ১৮৩৯ সালের ১৪ মে তারিখে পাপার পাওন প্রার্থনায়দরখাস্ত ও ১৪ আগষ্ট তারিখে নালিশের আরজী দাখিল করে যেহেতু উক্ত একরারের পর আপীলাণ্ট গণ বিরোধি গ্রাম ক্রয় করিয়া ভোগবাণ আছে এমতে তাহারদিগকে এই নালিশে প্রতিপক্ষ করে। পৃষ্ঠা ৪৭ ১৮৪১ ৭ সেতম্বর

আপীলাণ্ট কহে যে বহুকাল গত বিধায় এ নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

প্রধান সদর আমিন মৌলবি মহম্মদ মাজিদ কহেন যে ফৈরাদীর দাবি স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণ মতে বন্দকি বিষয়ে বহুকাল গত হওয়ার আইন খাটে না এমতে ফৈরাদীর নালিশ ডিক্রী যোগ্য।

সদর আপীলহইলে শ্রীযুত বেরলোসাহেব কহেন ৮১৩ সংখ্যক কনেষ্টকযণ মতে এ নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে না কারণ পাপার গ্রাহ্য জন্য দরখাস্ত ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারা ক্রমে নালিসের আরজী গণ্য নহে বিশেষ ফৈরাদী জাবেতা নালিশ জন্য উপদিষ্ট হইয়া ১২ বৎসরগতে পাপরপাওনের দরখাস্ত করে এমতে জেলা নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য।

শ্রীযুত নিং ওয়ারনর সাহেব কহেন প্রধান সদর

আমিন যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার প্রকরণ এ মোকদ্দমায় খাটাইয়াছেন তাহা যথার্থ হয় নাই কারণ তাহা কেবল বন্দকীবস্তু বন্দকগৃহীতার দখলে থাকিলেই খাটাবেক নতুবা বন্দক গৃহীতাকে অবশ্য নটীসের মেয়াদ ১ বৎসর গতে ১২ বৎসর মধ্যে নালিশ করিতে হইবেক এমতে শ্রীযুত বেরলো সাহেবের মতের ঐক্যমতে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।

মহম্মদ হোসেন .... আপীলাণ্ট
মল্লিক নাজির হোসন ইত্যাদি রেঃ

পৃষ্ঠা ৪৬
১৮৪১
২৩ সেপ্তম্বর
প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অন্যথা করায় অবিধি জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইল।

আপীলাণ্ট ২০০ বিঘা ভূমির দাবিতে বেহারের জেলা আদালতে নালিশ করিয়া প্রধান সদর আমিনের বিচারে ডিক্রী পায়।

জজাপীলে এডিসনল জজ শ্রীযুত স্মইণ্টীন সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি অন্যথা করেন।

সদরে খাস আপীল হইলে শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে প্রতি পক্ষের প্রতি এতলা জারি না করিয়া প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তি অন্যথা করায় আইন ও রিতীর অন্যথা হইয়াছে এমতে এডিসনল জজের নিষ্পত্তি অন্যথা ও রীতমত বিচার জন্য মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠানের যোগ্য।

রাজা গোপালস্বরণ সিংহ আঃ
মারটেণ্ডেল সাহেব ..... রেঃ

পৃষ্ঠা ৪৭।
১৮৩১
১৭ সেপ্তম্বর
বন্দকীপত্রের
নিয়মমতে বন্দক
গ্রহীতাকে বন্দ
কী বস্তু দখল
না দেওয়ায় বন্
দক গ্রহীতাকে
ক্রোকযায়ের
পাওনা আসল ও
সুদের দাবি
ডিক্রী হইল।

রেস্পাণ্ডেণ্ট আসল ও শুদ ৪৪৩৩১ টাকা পাওন জন্য সাহাবাদের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপণ করে।

আরজীতে লেখে যে ফেরাদীর পূর্ব্ব পুরুষ জানরেল মরটেণ্ডেল আপীলাণ্টের জায়দাদ বন্দক রাখিয়া ২০ বৎসর মেয়াদে ২৮০৬৯ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল এবং স্থির ছিল যে বন্দকী বস্তু বন্দক থাকা পর্য্যন্ত বন্দক গৃহিতার দখলে থাকিবেক বন্দকী টাকা বন্দক গৃহিতা কর্তৃক বন্দক দাতাকে বেবাক দেওয়া হইলেও বন্দক দাতা উক্ত নিয়ম মতে বন্দকী বস্তুতে দখল দেয়নাই এমতে ফেরাদী মায়শুদ টাকা পাওন জন্য এই নালিশ করে।

আসামী জওয়াবদেয় যে যে টাকা কর্জ্জ দেওনের কথা ছিল তাহা আসামী পায়নাই।

জেলা জজ ফেরাদীর পক্ষে ডিক্রী করিলে সদরে আপীল হয়।

শ্রীযুত রাটরি সাহেব কহেন জেলা নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য যে হেতু উভয় সম্মতিতে ২০ বৎসরের মেয়াদে কর্জ্জ লওয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার ১৪ বৎসর এপর্য্যন্ত উত্তিন্ন হয়নাই এমতে উক্ত দেনার নালিশ এইক্ষণে হইতে পারেনা উক্ত জায়দাদ বন্দক

গৃহীতার দখলের বিষয় কহেন যে বন্দক গৃহীতার দখলে ছিল কিন্তু তাহার মৃত্যু পরে উত্তরাধিকারি উপস্থিত না থাকায় আপীলণ্ট উক্ত জায়দাদ দখল করিয়াছে এমতে রেস্পাণ্ডেন্টের উচিত ছিল বন্দকী মেয়াদ পর্য্যন্ত দখল থাকন জন্য নালিশ করে।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে জেলা ডিক্রী স্থাব্যস্থ যোগ্য যেহেতু প্রমাণ যে বন্দকদাতা সমস্ত টাকা পাইয়াছে বন্দক গৃহীতাকে জায়দাদ দখল দেয়নাই এমতে বন্দক দাতার নিতান্ত নিয়ম ভঙ্গকরা হইয়াছে বিধায় ফৈরাদী সদর আদালতের ৫ পঞ্চম রিপোর্ট পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠার লিখিত কানাইলালের সহিত নিমমল পাইনের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ক্রমে টাকার নালিশ ও আদায় করিতে পারে।

শ্রীযুত টকর ও বারলো সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনরের মত সিদ্ধ হইল।

পৃষ্ঠা ৪৮ আনন্দ বিহারিলাল ও পুরন্দর মেহতু আঃ

১৮৪১ শিবচরণ তেওারি ... ... রেঃ

৫ অক্তবর রেস্পাণ্ডেণ্ট সারঙ্গের জেলা আদালতে শ্রীগোবিন্দসিংহ গৌরগোবিন্দ সিংহ ও আনন্দবিহারিলাল ও পুরন্দর মেহতু আপীলাণ্ট ও গঙ্গাদয়াল সাহুর নামে এই নালিশ করে।

ডিক্রী জারীতে কালেক্টর কর্তৃক নিলামহ ওয়া নিলামিই

আরজীতে লেখে যে মৌজে নসিরা বনওয়ারি

লালের পুত্র শ্রীগোবিন্দ সিংহ গৌর গোবিন্দ সিংহ ও জয়গোবিন্দ সিংহের এজমালি তালুক ছিল শ্রীগোবিন্দ গৌরগোবিন্দ স্বয়ং ও নাবালগ ভ্রাতা জয়গোবিন্দের পক্ষে ফৈরাদীর নিকট উক্ত মৌজা বন্দক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া দেনা পরিষোধ পর্য্যন্ত উক্ত মৌজা ফৈরাদীর দখলে রাখিয়া পরে বলপূর্ব্বক বেদখল করিলে ফৈরাদী উক্ত মৌজার দখল পাওনের দাবিতে এই নালিশ করে বিচার হওনের পূর্ব্বে শ্রী গোবিন্দ সিংহ আপন অংশ ফৈরাদীকে বিক্রয় করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিকট দরখাস্ত করিলে ১৮৩৪ সালের ২৩ জানের দিবসে নিচের লিখিত মতে ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী হয় অর্থাত উক্ত মৌজায় শ্রীগোবিন্দ সিংহের এক তেহাই অংশে খরিদ শুরত ফৈরাদীর স্বত্ব হইল ও গৌরগোবিন্দ সিংহের এক তেহই অংশে তাহার দেনা পরিসোদপর্য্যন্ত ভোগবানথাকিবেক এবং নাবালগ জয় সিংহের দেনা জেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ সিংহের স্থানে আদায় হইবেক ইতিমধ্যে আসামী গঙ্গাদয়ালসিংহ ঐ ভ্রাতাদিগের বিপক্ষে ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারিতে উক্ত মৌজা কালেক্টর কর্তৃক বিক্রয় হইলে আসামি আনন্দ বেহারি লাল ও পুরন্দর মেহতু ক্রয় করে বিক্রয় হইলে পর ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ জন্য ফৈরাদী সুরাসরিতে দরখাস্ত করে তাহাতে

তাহার বিক্রীত গ্রামেজারী না হওয়ায় নিলাম অসিদ্ধ হইল।

জাবেতা নালিশের হুকুম হইলে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ

পাটা ৪৮ জন্য এইনালিশ উত্থাপন হয়।

১৮৪১ আসামি আনন্দবেহারি লাল ও পুরন্দর মেহন্ত

৫ অক্টবর জওাব দেয় যেহেত্তু ঐ সম্পত্তির নিলামের ইস্তাহার কালীন ফৈরাদী আপত্য করেনাই এমতে বর্ত্তমান নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

ফৈরাদী দর জওাবে লেখে বিক্রীত ইস্তাহার বিক্রীত মৌজায় জারি হয় নাই এমতে জ্ঞাত ছিল না।

প্রধান সদরআমিন মৌলবি ফজলল হক কহেন ১৮২৫ সালের ৭ আইনমতে সরেজমিনে ঢেঢরা করিতে হইবেক কিন্তু বিরোধি ভূমির নিলামে তাহা হয় নাই এমতে বিক্রীর পূর্ব্বে ফৈরাদী আপত্য না করাতে নালিশের প্রতিবন্ধক নাই এবং বিক্রয় পরে সরাসরি দরখাস্ত নামঞ্জুর হওায় অবশ্য জাবেতা নালিশের দ্বারা আপত্য করিতে পারে প্রথম ডিক্রী ফৈরাদী ১৮৩৪ সালের ২৮ জানের পাইয়াছে এবং গঙ্গাপ্রসাদ ঐ সালের ৫ ফিবরেল ডিক্রী জারি ও ৪ দিসেম্বর নসিরা গ্রাম ক্রোকজন্য দরখাস্ত করে যেহেত্তু উক্ত সম্পত্তি গঙ্গাদয়ালের নিকট বন্দক ছিলনা এমতে বিক্রয় অসিদ্ধ যোগ্য।

নিলাম খরিদার সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন প্রকাশ যে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারাক্রমে নিলামের ইস্তাহার নসিরা

থানে জারি হয়নাই এমতে বিবেচনা হইতেছে যে ফৈরাদী বিক্রয়ের পূর্ব্বে জানিতে না পারিয়া আপত্য করে নাই এমতে নিলাম অন্যথার বিষয় প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তি স্বাব্যস্থ যোগ্য কিন্তু কিরূপ ডিক্রীজারি হইবেক তাহার বিশেষ না থাকায় হুকুম হইল যে উক্ত মৌজার একতেহাই ফৈরাদীর খরিদ শুরত এবং গৌর গোবিন্দ সিংহের একতেহাই অংশ তাহার অংশেরদেনা সোধপর্য্যন্ত ফৈরাদীর দখলে থাকিবেক এবং গৌর গোবিন্দ ও জয়সিংহের দুই তেহাই অংশে ফৈরাদীর স্বত্ত রাখিয়া গঙ্গাদয়ালের ডিক্রী জারিতে পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক কিন্তু যেপর্য্যন্ত গৌর গোবিন্দের অংশের দেনা পরিষোধ নাহয় সেপর্য্যন্ত খরিদার দখল পাইবেক না।

শ্রীযুত টকর সাহেবের ঐক্যমতে রিট সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলালঠাকুর ইং আঃ — পৃষ্ঠা ৫০
রাধামোহন ঘোষ ... ... রেঃ — ১৮৪১
৬ অক্তুবর

ফাজীল খাজনার গোকদ্দমাতে রিখে প্রথম সদরে নিষ্পত্তি হইয়া

রেস্পাণ্ডেণ্ট মায়শুদ.ফাজীলখাজনা ৭৫২৪৶৫৬ কড়ার দাবিতে ইং ১৮৩৪ সাল ২১ ফিবরেল বাং ১২৪০সাল১১ফাল্গুণ তারিখেগোপীমোহন ঠাকুরের উত্রাধিকারি নন্দকুমার ঠাকুর ইত্যাদি ও লাড়লি-

মোহন ঠাকুরেরনামে জেলা জসহরের দেওয়ানীআদালতে এই নালিশ করে।

ছ ঐ তারিখ হইতে বার বৎসর গত বিধার মধ্যে২ মুতফরকা দরখাস্ত করাতে ও গ্রাহ্য হইল না।

আরজীতে লেখে ফৈরাদী বং ১২০৩ সালে পরগণে ইছুফপুরের জমিদার শ্রীকান্ত রায়ের স্থানে মফস্বলি তালুক উক্ত পরগণার তরফ রশুলপুরের মৌজে বাহির গ্রামে সালিয়ানা ৯০১।৷/১৬ জমায় খরিদ করিয়াছিল বাং সন১২১২সালে গোপীমোহন ঠাকুর ও লাডলিমোহন ঠাকুর উক্ত পরগণা খোষ কবলা শুরত খরিদকরিয়া ঐ তালুকের জমা বৃদ্ধির বাসনায় জরিপের উদ্যোগ করিলে জেলা ও সদরে দরখাস্তও রামকুমাররায় নামক আমিন ঐতালুকের জরিপ জমাবন্দি করণ জন্য নিয়োগ হইয়া ১৭৭৬৷৴/৬ কড়া নির্দ্ধার্য্য করিলে ঐ হারে ফৈরাদী ইং১২১২ নাং ১২১৮ সাল মালগুজারি করে ঐ আমিনের জমাবন্দিতে কোন২ রাইয়ত অসন্তুষ্ট হইয়া ফৈরাদীর নাম সম্বলিত জমিদারের নামে প্রথক২ নালিশকরে এবং উক্ত জমাবন্দি শুধারা জন্য প্রেমচাঁদ দত্ত নামক অপর আমিন নিয়োগ হয় ঐ আমিনের রোয়দাদে প্রকাশ যে পূর্ব্ব আমিন উক্ত তালুকে ৮০৮৬১ কাঠার কাত ৬০১৬/১২ গণ্ডা বেশি জমাবন্দি করিয়াছে এবং ঐ রোয়দাদ দৃষ্টে ইং ১৮১৬ সালের ৮ নবেম্বর বাং ১২২৩ সাল ২৪ কার্ত্তিকে যে রেজেষ্টর সাহেব নিষ্পত্তি করেন ও জজাপীলে তাহা ইংরাজী ১৮১৭ সাল২৪ জুলাই

বাং ১২২৪ সাল ১০শ্রাবণ স্বাব্যস্থথাকে এমতে পূর্ব্ব
ডিক্রী ক্রমে যে ১৭৭৬৮৵৪৮ কড়া জমা ধার্য্য হই- পাট্টা ৫০.
য়াছে তাহার পুণবিচার কারণ ফৈরাদী দরখাস্ত ১৮৪১
করিলে সদর আদালত তাহা ইং ১৮১৮ সা- ৬ অক্টবর
লের ৬জুলাই বাং ১২২৫সালের ২৩আষাঢ় তারিখে
মামঞ্জুর করিয়া আদেশ করেণ যে উভয় বিবাদি
শেষ জরিপ শুরত আপসে জমার ধার্য্যকরে আ-
পোষ নিষ্পত্তি না হওয়ায় জেলা জজ ইং ১৮২২সা-
লের ১৮ ডিসেম্বর বাং ১২২৯ সালের ৪ পৌষ তারি-
খে নূতন-নালিশ জন্য ফৈরাদীর প্রতি হুকুম করেন
ফৈরাদী ঐ হুকুমের প্রতিকুলে ক্রোর্ট আপীলে
আপীল করিলে সদরে অর্পণ হয় সদর আদালত
প্রেমচাঁদ দত্ত আমিনের জরিপ জমাবন্দি শুরত জমা
নির্দ্ধার্য্যের হুকুম করিলে জেলা জজ ইং ১৮২৪ সালে
র ১৪ জানের বাং ১২৩০ সালের ২ মাঘ তারিখে
১১৭১।৵২৬জমা নির্দ্ধার্য্য করেন ফৈরাদী আদ্ধকক্ষে
যে ১৮১৮ সালের ৬ জুলাইয়ের হুকুম ক্রমে
১৭৭৬৮৵৪৮ কড়ার হিসাবে ইং বাং ১২১৯ নাং
১২২৩ সাল ৮১০৭॥৶৪ গণ্ডা জমিদারকে দিয়াছে
কিন্তু শুধারা জমা শুরত ঐ কয়েক সনে তাহাদিগের
পাওনা ৫৮৫৬৮৵১৩৮ কড়া ছিল এমতে ফাজীল
২২৫০৮/২।কড়া ও শুদ ইং ১২২০ নাং ১২৪০ সাল
সতকরা ১২ টাকার হিসাবে ৫২৭৩।/৫॥ কড়া এক্ষ-
নে ৭৫২৩৵৭৮ কড়ার দাবিতে এই নালিশ করে।

আসামী জওাবদেয় যে আদালত কর্তৃক প্রথম

পৃষ্ঠা ৫০ জমা ধার্য্য হওা পর্য্যন্ত ফৈরাদী অবিবাদে ঐ জমা

১৮৪১ দিয়া আসিয়া পরে রাইয়ত দিগের পরামর্শ দিয়া

৬ অক্টবর আদালতের আমীনের জমাবন্দি অন্যথা জন্য নালিশ করাইয়া তাহাদিগের যোগে জমা ছাপায় ও পরে সাবেক নিষ্পত্তির পুনর্বিচার প্রার্থনা করে কিন্তু ১৮১৮ সালের ৬ জুলাই কি ১৮২৪ সালের ১৪ জানের উভয় দিবসীয় হুকুমে টাকা ফিরিয়া দেওনের প্রসঙ্গ নাই বিশেষ নালিশ করণ জন্য নিরূপীত কাল গত বিধায় নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

জেলা জজ ফৈরাদীর পক্ষে তাবত টাকা ডিক্রী করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত মনি সাহেব কহেন ফৈরাদী যে কএক সনের ফাজীল টাকার দাবিকরে তাহা আদালতের ডিক্রী ক্রমে সেচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া নালিশ করণ জন্য যে সময় নির্ণয় আছে তাহার বহুকাল গতে নালিশ করিয়াছে এমতে জেলা নিষ্পত্তির অন্যথাচরণে ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

শ্রীযুত রাডিন সাহেব কহেন আমার বিবেচনায় নালিশের কাল উত্তীর্ণ হয়নাই কারণ কমহারে জমা ধার্য্যের শেষহুকুম ১৮২৪সালের ১৪ জানেরতারিখে হইয়াছে এবং এইমোকদ্দমা ১৮৩৪সালের ২১ফিবরেল অর্থাৎ ১২ বৎসর মধ্যে উর্থাপণ করিয়াছে এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিক্রীযোগ্য কিন্তু জেলা জজ

যে সমস্ত শুদ ডিক্রী করিয়াছেন তাহা শুধারায় ফেরাদী আসলের সমান শুদ পাইবেক। পৃষ্টা ৫৭

শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন আমার বিবেচনায় ১৮৪১ নালিশের সময় উত্রীন হইয়াছে কারণ প্রথম নিষ্পা- ৬ অক্তবর ত্তির পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে ১৮১৮ সালের ৬ জুলাই অগ্রাহ্য হয় তাহাতে পষ্ট লিখিত আছে যে উক্ত নিষ্পত্তি ১২৩৮ সালের পর খাজনার প্রতি খাটিবেক না এমতে ফেরাদীর সাধ্য ছিল যে প্রেমচাঁদ দত্ত আমীনের রোয়দাদ শুরত জমা ধার্য্যের নালিশ করে ফেরাদী তাহা না করিয়া বারম্বার মুতফরকা দরখাস্ত করায় ১৮২৪ সালের ১৪ জানের তারিখে কমহারে জমা নির্দ্ধার্য্যের হুকুম হয় এইক্ষণে যে ইং ১২১৯ নাং ১২২৩ সালের খাজনার দাবিতে নালিশ হইয়াছে তাহাও রাইয়তদিগের ডিক্রীর পূর্ব্ব সময়ের দাবি এমতে নালিশের কারণ ১৮১৮ সালের ৬ জুলাই হইতে গণ্য যে হেতু ফেরাদী ১৮৩৪ সালে এই নালিশ উপস্থাপণ করে এমতে শ্রীযুত মনি সাহেবের ঐক্যতায় ফেরাদীর নালিশ অগ্রাহ্য ও আপীলাণ্টের আপীল ডিক্রীযোগ্য।

১৮৩৯ সালের ১০ আপরিল উক্ত নিষ্পত্তি হইলে তাহার পুনর্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইয়া শ্রীযুত টকর ও শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর ও শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের সমীপে উপস্থিত হয় ১৮৪১ সালের ৬ অক্তবর তারিখে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর

সাহেব শ্রীযুত ব্রাডিন সাহেবের মত ও শ্রীযুত টকর ও শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব পূর্ব্বনিষ্পত্তি স্থাব্যস্থ করেন।

চেদিলাল .... আপীলাণ্ট।

বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ..... রেষ্পাণ্ডেণ্ট।

পৃষ্ঠা ৫২
১৮৪১
৬ জনুবর
ভূমি সম্পত্তির মোকদ্দমায় ত্রিতীয় ব্যক্তি মোজাহেম হওয়ায় ও প্রধান আমিন ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী দেওয়ায় জজ আপীলে মোজাহেমের পক্ষের ডিক্রী সদারে স্থির রহিল।

আপীলাণ্ট বাল পরগণার প্রতাবপুর গ্রামের দখল প্রার্থণায় নহর সাহির নামে সারেঙ্গের জেলা আদালতে এই নালিশকরে।

আরজীতে লেখে যে নহর সাহি ৫০০০ টাকায় উক্ত গ্রাম ১৮২৯ সালের ২৩ দিসেম্বর তারিখ ফৈরাদীর নিকট বন্দক রাখিয়া ছিল মেয়াদমত টাকা না দেওয়ায় ফৈরাদী ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে নুটীশ বন্দক দাতার প্রতি জারি করিয়া এইক্ষণে ঐ কটকবালা বয়বাত হওনের প্রার্থণায় এই নালিশ করে।

আসামি উপস্থিত হইল না মোজাহেম রেঃ জেলা আদালতে দরখাস্ত করে যে আসামি উক্ত গ্রাম ১৮২০ সালের ৭ মে তারিখে লালা গোবিন্দ প্রসাদের নিকট কটকবলা শুরত বন্দক রাখিয়াছিল এবং ১৮২৭ সালের ফিবরেল মাসে উক্তগ্রাম ও অপর ভূমি সম্পত্তি মোজাহেমের নিকট বিক্রয় করে এবং লালা গোবিন্দপ্রসাদ আপন কট কবালা বয়বাত করণ অভিপ্রায় ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে নুটীশ বন্দকদাতার প্রতি

জারি করিলে মোজাহেম আপন স্বত্ব রক্ষার্থে লালা গোবিন্দ প্রসাদের টাকা দিয়া বিরোধি গ্রাম মক্ত করে নহরসাই ঐ টাকা না দেওয়ায় ত্রোট আপীলে ঐ নহর সাহির প্রতিকূলে নালিশ করিলে ১৮৩১ সালের ৩মে তারিখে রফাশুরত বিরোধি ভূমি ইত্যাদি অপর ভূমি মোজাহেমের পক্ষে নিষ্পত্তি হয় যেহেতু ফৈরাদীর দাবির পূর্ব্বে ১৮২৭ সালের ফিবরেল মাসে তাহার দাবি স্থাপন হইয়াছে এমতে উক্তগ্রাম তাহার প্রাপ্য যোগ্য।

প্রধান সদরামিন শুজাওদ্দিন আলিখাঁ ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী ও বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ জজাপীল করিলে তাহা অন্যথা হয়।

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত রাটরি ও টকর ও ডিক সাহেব শ্রীযুত ইস্মীথ ও লিঃ ওয়ারনরের অমতে জজ আদালতের নিষ্পত্তি স্থাব্যস্ত করেন।

সৈএদ এরসাদালি খাঁ আপীলাণ্ট।

সৈএদ ইমজাদখাঁ … রেস্পাণ্ডেণ্ট।

রেস্পাণ্ডেণ্ট নরহট পরগণার কান্দর গ্রামের অর্দ্ধেকের এক তেহাই অংশ দখল পাওন জন্য বেহারের জেলা আদালতে এই নালিশ উত্থাপন করে। পৃষ্ঠা ৫৩ ১৮৪১ ২৫ ফিবারেল অংশের নিরূপণ ভিন্ন একত্রে কোনগ্রাম বন্দক ও এক কালিন টাকা

আরজিতে লেখে যে উক্ত গ্রামের অর্দ্ধেক অংশ

পরিবোধের নিয়মথাকিলে বন্দকদাতার মধ্যে কেহ আপন অংশমুক্ত করিতে পারিবেক না।

ফৈরাদী ও তাহার আর দুই সহোদরের তাহারা একত্রে আসামির নিকট ঐ অর্দ্ধেক অংশ বন্দক রাখিয়া ৩০০১ টাকা ৬ বৎসর মেয়াদে কর্জ্জকরিয়া বন্দকি বস্তু মহাজনের দখলে রাখিয়া ছিল মেয়াদ গতে বন্দক গৃহীতার দরখাস্তমতে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নটীস জারি হইলে ফৈরাদী আসামির পাওনা টাকার একতেহাই আপন দেনা বলিয়া আনামত করিয়াছিল এইক্ষণে ঐ সম্পত্তির একতেহাই অংশ মুক্ত হওনজন্য নালিশ করে।

আসামি জওাব দেয় যে বন্দকি পত্রে অংশের নির্দ্ধার্য্য নাই এমতে দেনার কতক দিয়া কতক অংশ মুক্ত করিতে পারেনা প্রধান সদর আমিন মৌলবি নেযামত আলি ও এডিসনেল জজ শ্রীযুত হুইটীন সাহেব ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

সদরে খাষাপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত বেরলো সাহেব কহেন যে বন্দক নামায় কোন খাতকের কত অংশ তাহার নির্দ্ধার্য্য নাই বরং তাহাতে এককালীন তাবৎদেনা পরিশোধ করনের নিয়ম আছে প্রত্যেক অংশী যে প্রত্যেক অংশ মুক্ত করিবেক এমত কথা নাই যদ্যপি ফৈরাদী সকল দেনা আমানত করিত তবে কোন আপত্য ছিলনা সদর রিপোর্টের তৃতীয়পুস্তকের ১৫৯ পৃষ্ঠায়লিখিত সাহু লাল ও নিমা বিবির মোকদ্দমা দৃষ্টে উক্ত সম্পত্তির

অংশ মুক্ত হইতে পারে না এমতে নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য।

শ্রীযুত রিড সাহেবের ঐক্যমতে বারলো সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

গেশি পরমাল হ্রম গেশ পর ....আপীলান্ট
ইডমন ক্লিন্ট হিউম ইত্যাদি ......রেস্পাণ্ডেন্ট

আপীলান্ট নাজিসি সম্পত্তির মূল্য ১০০০০০ টাকার দাবিতে ঢাকার দেওাণী আদালতে এই নালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে ফৈরাদীর স্ত্রীর পূর্ব্বপুরুষ টার ইষ্টেফনুসের ৩ সন্তান অর্থাৎ সরকিস টার ইষ্টেফনুশ ও মারটীরূশটার ইষ্টে ফনুশ ও করকা হ্রশ টার ইষ্টে ফলুশ ছিল করকা হ্র সটার ইষ্টে ফনশ শুজান বিবি নামক কন্যা রাখিয়া ও সরকিশ টার ইষ্টেফনুশ মাইকেল সরকিশ নামক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হয় ও মাইকেল সরকিশ আপন অবিধি স্ত্রীর পুত্র আরাওন মাইকেল ও পিতার সহোদর মাটীরূশটার ইষ্টে ফনুশ ও পিতার সহদর পুত্রী শুজান বিবির বর্ত্তমানে পরলোক প্রাপ্তহয় আরমানিদিগের শাস্ত্রানুসারে মারটীরূসটার ইষ্টেফুনুসের জীবদ্দসা পর্য্যন্ত অপর দুইজন অর্থাৎ আরাওন মাইকেল ও শুজানবিবি মাইকেল সরকিসের সম্পত্তি পাইতেপারেনা। ১৭৯০

পৃষ্ঠা ৫৪
১৮৪১
৩০ নবেম্বর
উভয় আরমানির মোকদ্দমায় সদরের ডিক্রীক্রমেযাহার যে অংশনিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহাদিগেরমৃত্যুপরে অপরআরমানি শাস্ত্রসম্মত বলিয়া উইল পত্রের দ্বারা ঐ সমস্তসম্পত্তির প্রতি দাবি করাতেও ঐ ডিক্রীক্রমে নিষ্পত্তি হওয়া অংশের অন্যথা হইলনাওপরআরমানি জাতিয় কার্

ব্যক্তি কোন স
ম্নরির ৩ অং
২ অংশে অর্থা
ৎ এক অংশে
মিজ অংশ ও
অপর অংশে
উইল পত্র ক্র
মে ভোগবা
নথাকিয়ালো
কান্তর হইলে
ঐদুইঅংশেতা
হারকন্যাভো
গবান হইয়া
যে রফানামা
লিখিয়া দেয়
যদ্যপিকথিত
যে ঐ উইলে
লিখিত ছিল
যে জীবদ্দশা
পর্য্যন্ত ভোগ
বান থাকিয়া
লোকান্তগতে
উত্রাধিকারি
গণেবর্ত্তিবেক
এবং দাবিও
ঐ উইলের স

সালে মাইকেল সরকিসের পরলোক হইলে তাহার খুড়ামারটীন্স ও অবিধীপুত্র আরাওন শুপ্রেমকোট হইতে লেটর আফ এডমনিষ্টর প্রাপ্তহয় ১৭৯৬ সালে মারটীন্সএকউইলনামা প্রস্তুতকরিয়াতদ্দারা আরাওণমাইকেলকে আপন উত্রাধিকারিস্থাপন করিয়া বিরোধি সম্পত্তি তাহাকে ও তাহার সন্তান দি বিধিপূর্ব্বক উত্রাধিকারি গণকে দেন ও আরাওন মাইকেল তদনুসারে ভোগবান হইলে শুজান বিবির দৈহিত্রির স্বামি এবি এটিকটারইষ্টে ফলস ঐ সম্পত্তির কতক অংশ তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য বলিয়া নালিশ করিলে মাইকেল সরকিসের একতেহাই অংশতাহার পক্ষে সদর আদালত ডিক্রী করেন তাহা সদর রিপোর্টের ৩ পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত আছে এবং অপর দুইঅংশ আরাওন মাইকেলের থাকে ঐ দুই অংশের লভ্য হইতে আরাওন মাইকেল বাটী ভূমি ইত্যাদি অপর সম্পত্তি উপার্জন করিয়া ১২৩০ সালের ৯ বৈশাখ ইং ১৮২৩ সালের ২০ আপরিল তারিখে আপন কন্যা শুজান কেথিক সেথ আগসিকে রাখিয়া লোকান্তর হয় ঐ শুজান কেটীকের দুই কন্যা কেতেরাইন ও হেলনা ঐ হেলনাকে ফৈরাদী বিবাহ করে আরাওন মাইকেলের মৃত্যুপরে তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি মেরিএম আপন স্বামির স্বাক্ষরিত এক উইল পত্র উপস্থিত করিলে ঐ শুজানকেটীকের সহিত নানা প্রকার বাদানুবাদ ও হাকিমান্ত হইয়া

শেষ রফা শুরত ফৈরাদীর স্ত্রীর মাতা আপন পীতা আরাওনের সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি মেরিএমকে দেয় শুজান কেটীক ১৮২৭ সালে উপরোক্ত কেথে রাইন ও হেলনা দুই নাবালগ কন্যা রাখিয়া লোকান্তর হইলে ডেবিড মলিক কিরিডুন বেল্লুগের ও পিতৰুস গ্রিগরি তাহাদিগের গারজিন নিয়োগ হয় বিবি মেরিএম আসামি হিউমের সহিত প্রথম বিবাহ স্থিরকরিয়া লোকান্তর হইলে ঐ হিউম বিবিমেরিএমের স্বাক্ষরিত এক উইল পত্র উপস্থিত করে আরাওনের কন্যা শুজান কেটীকের নাবালগ কন্যাগণের উক্ত গারজিনের মধ্যে একজন লোকান্তর ও অপর গারজিনি পরিত্যাগ করিলে বর্ড ও সরকীশ নামক অপর দুইজন গারজিন নিয়োগ হয় কেথেরাইন ও হেলনা পরে বিবাহ করিয়া আরাওন মাইকেলের অর্দ্ধেক অংশে ভোগবাণ আছে অপর অর্দ্ধেক আপষ রফানামা ও বিবি মেরিএমের উইল মতে আসামিয়ান দখল করে যেহেতু মারটুৰুশটার ইণ্টে ষনুশের উইল নামা মতে সমস্তসম্পত্তিআরাওনমাইকেলের সন্তানাদিতে অর্শিয়াছে এবং রফানামা ও বিবি মেরিএমের উইলনামা আরমানি শাস্ত্রক্রমে অসিদ্ধ এমতে রফানামা ক্রমে বিবি মেরিএম যে অংশ পাইয়াছে তাহা তাহার স্ত্রী হেলনার মাতামহ আরাওন মাইকেলের বিষয় তাহারস্ত্রীর প্রাপ্যবলিয়া দাবিকরে

স্বত্তিতেছিলত ত্রাপি ঐস্ত্রীর রফানামা তা হারউত্রাধিকা কারিগণকেব দ্ধ করিলেন।

পৃষ্টা ৫৪
১৮৪১
৩০ অক্তবর

আস.মি হিউম জওবাদেয় যে মাইকেল্ সরকিস জিবৎমানে আপন সমুদয় সম্পত্তিতে ভোগবান ছিল তাহার লোকান্তরে তাহার খুড়া মারটুৰুশ টার ইষ্টেফনস ও খুড়ত্ততা ভগ্নি শুজান ও পুত্র আরাত্তন মাইকেল সমান অংশে ভোগবান থাকে মারটুৰুশ টার ইষ্টেফনশ আপন সম্পত্তির উত্ত্রাধিকারি আরাওন মাইকেলকে করিয়া লোকান্তর হইলে এবি এটিক টার ইষ্টেফনুশ আপন স্ত্রী শু-জান বিবির দৈহিত্রীর অংশের নালিশ করিলে ঐ সম্পত্তির একতেহাই তাহার ও অপর দ্বই তেহাই অর্থাৎ নিজ ও মাটুৰুসের অংশ অরোওন মাইকে-লের পক্ষে নিষ্পত্তি হয় আরাওন মাইকেলের মৃত্যু পরে তাহার স্ত্রী বিবি মেরিএম ভোগ করে ঐ আরা-ত্তনের কন্যা শুজন কেটীক সেথ আগাসির সহিত্ত ঐ বিবি মেরিএমের বিবাদ হওয়ায় রফানামাক্রমে উক্ত সম্পত্তি উভয়ে অৰ্দ্ধা অৰ্দ্ধি করিয়া লয় এমতে উক্ত দ্বই অংশের অৰ্দ্ধা অৰ্দ্ধি রফা বিধি পূৰ্ব্বকই হইয়াছে অপর ফৈরাদী যে আপত্য করে উইলে লিখিত আছে আরাওনের পুত্র সন্তানে অধগামি হইবেক কন্যা সন্তানে হইবেক না তাহাও যথার্থ পূৰ্ব্বক নহে এবং বিবি মেরিএম উক্ত সম্পত্তির অৰ্দ্ধেক অংশ রফানামা ক্রমে পাইয়া উইল পত্রের দ্বারা অপর দানের সহিত আপন স্বামি হিউমকে

দান করিয়াছে জেলা জজ ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস করিলে সদরে আপীল হয়।

শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত বেরলো সাহেব কহেন যে এইমোকদ্দমা ও অপর মোকদ্দমা যাহা এই আদালতে উপস্থিত আছে তাহাতে ফৈরাদী দাবিকরে যে মাইকেল সরকীসের অংশ তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য কারণ মাইকেল সরকীশের মৃত্যুপরে তাহার সম্পত্তিতে তাহার খুড়া মার টুকশ টার ইণ্টেফনুসের অধিকার হইলে পর ঐ মারটুকশের উইলনামা মতে আরাওনমাইকেলকে এইনিয়মে দানকরেন যে আরাওন জিবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগবাণ থাকিয়া তাহার লোকান্তরে তাহার উত্রাধিগণে অধগামি হইবেক এমতে উইলপত্রে যে উত্রাধিকারি শব্দ লিখিত আছে তাহা কেবল তাহার স্ত্রী ও ঐস্ত্রীর ভগির প্রতি বর্ত্তে কিন্তু তদ্বিষয়ে ফৈরাদীর পক্ষে কোন প্রমাণনাই বরঞ্চ উইলের মজমুন তাহার বিপরিত কারণ মারটুকশ আপন উইলে লিখিয়াছে যে মাইকেলসরকীসের সম্পর্ত্তির তিনঅংশী এবং আরাওন মাইকেল তাহারপীতা মাইকেলশরকীসের সম্পত্তির অংশ পাইয়াছে এবং ঐ সম্পত্তি যে জিবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ যোগ্য তাহাও উইলে বোধ হয় না এবং মারটুকশ আরাওনকে সেইঅংশে উত্রাধিকারি করিয়াছেন যে অংশ মাইকেল সরকীসের উত্রাধিকারি রূপেপাইয়াছিলেন এবং ঐ উইলে কোননিয়মছিলনা

পৃষ্ঠা ৫৪
১৮৪১
৩০ নবেম্বর

অপর ফৈরাদী কহে যে বিধিপূর্ব্বক উত্রাধিকারি বিধায় মাইকেল সরকীসের সম্পত্তি মারটুরুশ টার ইণ্টে ফনুশকে বর্ত্তিয়াছে কিন্তু তাহা ১৮২০ সালের ৮ ফিবরেল দিবসীয় সদরের ডিক্রীতে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে তাহার কেবল একতেহাই অংশ এবং তাহা এইক্ষণে অন্যথা হইতে পারেনা ঐ ডিক্রীতে আর লিখিত আছে যে মাইকেল সরকীসের উত্রাধিকারি মাইকেল আরাওনের একঅংশ এবং মারটুরুসের অংশ যে তাহার উইল মতে আরাওন পাইয়াছিল তাহা রফানামা শুরত ফৈরাদীর স্ত্রী ও ঐ স্ত্রীর ভগির দখলে থাকা ফৈরাদী স্বীকার করিয়াছে অপর মারুরটুসের সম্পত্তি বলিয়া ফৈরাদী যাহা দাবি করে তাহা মারটুরুসের নহে এমতে জেলা নিষ্পত্তি স্থাব্যস্থ।

গেবরিল এবি এটিক ইষ্টেফনুশ ····· আপীলাণ্ট

গেসর্পর মালঙ্গম গেষপর ··········· রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৫৭
১৮৪১
৩০ নবেম্বর
স্থাবর বস্তুর দাবিতে ঐ বস্তু সংক্রান্ত কাহার দিগের পূর্ব্বপুরুষের মোকদ্দমারনি

রেস্পাণ্ডেণ্ট দক্ষিণসাহারাজপুর পরগণাইত্যাদি ও ঢাকামোকামের বাটীসকলের ৵৩৷ কড়া অংশের দাবিতে ২১০০০ টাকার তাইনে ঢাকারদেওাণী আদালতে এই নালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে ফৈরাদীর স্ত্রীর পূর্ব্বপুরুষটার ইষ্টেফনুসের ৩ সন্তান সরকিসটার ইষ্টেফনুশ ও মারটুরুশ টার ইষ্টেফনুশ ও কারঙ্গশ টার ইষ্টে—

সদর রিপটের ৩ পুস্তকে ৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টিকরিবেন।

ক্ষনুশ ছিল কারঙ্গশটার ইষ্টেফলুশ আপন কন্যা শুজান বিবি ও সরকীশ টার ইষ্টেফলুশ আপন পুত্র মাইকেলসরকিশ ও মাইকেল সরকিশ আপন অবিধি স্ত্রীর পুত্র আরাওন মাইকেল ও খুড়া মরটরুশ টার ইষ্টেফনুশ ও খুড়ওতো ভগ্নি শুজান বিবিকে রাখিয়া লোকান্তর হয় মারটরুশ টার ইষ্টেফনুশের জিবদ্দশায় অপর শুজন বিবি ও আরাত্তন মাইকেল আরমানি সাস্ত্রক্রমে মাইকেল সরকিশের সম্পত্তি পাইতে পারে না ১৭৯০ সালে মাইকেল সরকিশের মৃত্যু হইলে তাহার খুড়া মারটুরুশ ও অবিধি স্ত্রীর পুত্র আরাত্তন শুপ্রেম কোর্ট হইতে লেটর আফ এড মনিষ্টর পায় এমতে মাইকেল সরকিসের সম্পত্তিতে শুজন বিবির স্বত্ব থাকিলে শুজনবিবি অবস্য তাহাতে আপত্য করিত এবং ১৭৯৬ সালে মারটুরুশ যে উইলের দ্বারায় আরাওন মাইকেলকে আপন উত্রাধিকারি স্বীকার করে তাহাতে শুজানবিবি সাক্ষি হইতনা এবং শুজানবিবিরদৌহিত্রীরস্বামি এবিএটীক টারইষ্টেফনুশ ঢাকাকোর্টে মাইকেলসরকিশেরঅংশেরদাবিকরিয়া সদরআপীলে একতেহাইঅংশেরডিক্রীপায় তখনমাইকেলআরাওনের দৈহীত্রিকে থেরাইন ও ফৈরাদীরস্ত্রী হেলনা জন্মেনাইওএর্য্যন্তুতাহারা অপ্রাপ্ত ব্যবহার একজন ১৬ বৎসর ও অপর ১০ বৎসর বয়স্কা এবিএট টার ইষ্টেফনুশ ১৮২০ সালে সদরে ডিক্রী পাইয়া নিঃস্তান পরলোক প্রাপ্তহইলে

সম্পত্তির অন্যথা প্রার্থনা করায় আদেশ হইল যে পূর্ব্ব নিষ্পত্তিস্থাব্যস্থ থাকিবেক

আসামি পিক্ত ওরকে গেবরেল এবিএটিক টর ইষ্টে ফনুশ কৃত্রীম উইল উপস্থিত করিয়া কহে যে এবিএটিক টার ইষ্টেফনুশ তাহাকে সন্তান উল্লেখ করিয়াছে কিন্তু গেবরেল শুজান বিবির লখি দাসীর পুত্র উক্ত সম্পত্তির অধিকারি নহে ফৈরাদী এইক্ষণে কহে মাইকেল শর কিরশের উত্রাধিকারি মারটুরুশ টার ইষ্টেফনুসের উইলের দ্বারায় যে আরাওন মাইকেলকে দান করিয়াছে ঐ আরাত্তন মাইকেলের দৈহীত্রী এবিটীক টার ইষ্টেফনুসের স্ত্রী যাহার পক্ষে সদরে ডিক্রী হয় ঐ স্ত্রীর অন্তরঙ্গ ফৈরাদীর স্ত্রী এমতে দ্বিবিধপ্রকারে এবিএটীক টার ইষ্টেফনুসের সম্পাত্তিতে তাহার স্ত্রীর স্বত্ব।

পৃষ্টা ৫৭ ১৮৪১ ০৩ জন্তবর

আসামি জওাব দেয় যে ১৮২০ সালে সদরে যে ডিক্রী হয় তাহাতে মাইফেল সরকিশের সম্পাত্তির এক তেহাই অংশ এবিএটীক টার ইষ্টেফনুশের হইয়াছে এবং আসামী আপন পীতা ঐ এবিএটীকের অংশ তাহার উইলমতে পাইয়াছে এমতে উক্ত সম্পত্তিতে ঐ বংশের কাহারো দাবি নাই।

ফৈরাদী দর জওাবে অধিক লেখে যে ফৈরাদী মারটুরুশ টার ইষ্টেফনুসের উইল ক্রমে দাবি করে এমতে আসামীর উল্লেখিত উইলসত্যমিথ্যা হওায় তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

প্রধান সদর আমিন রেইলি সাহেব কহেন ফৈরাদীর দাবীর দুই কারণ এক তাহার স্ত্রী আরা-

স্তন মাইকেলের দৈহীত্রী দ্বিতীয়এবিএটীকটার ইষ্টে ফনুসের উত্রাধিকারি আসামী কহে ১৮২০ সালে সদরে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা অন্যথা হইতে পারে না এবং বিরোধি সম্পত্তি আপনপিতার উইল ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছে এমতে প্রধান সদর আমিন এ মোকদ্দমা ও ১৮২০ সালে সদরে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহার মর্ম্ম অনুধাবণ পূর্ব্বক অভিপ্রায় করিলেন যে মারটরুশ টার ইষ্টেফনুসের উইলক্রমে মাইকেল সরকীসের যে সম্পত্তি আরা- স্তন মাইকেল পাইয়াছিলো ফেরাদীর স্ত্রী তাহার উত্রাধিকারি বিধায় নালিষ করাইয়া সে অংশ পাই য়াছে তদ্ভিন্ন আসামী যে উইলের দাবি করে তাহা স্থাব্যস্ত হয় নাই কারণ আসামি বিধিপূর্ব্বক সন্তান নহে এবিএটীকটার ইষ্টেফনুশ আপন স্ত্রীর যে সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছে তাহা আরমানি বিকে- রের ব্যবস্থামত ঐ স্ত্রীর অন্তরঙ্গের প্রাপ্য এমতে ফেরাদীর দাবি ডিক্রী যোগ্য। পৃষ্টা ৫৭ ১৮৪১ ৩০ নবেম্বর

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত টকর ও শ্রীযুত বেরলো সাহেব কহেন যে ফেরাদী যে প্রথমাদালতে দুইকারণ দর্শায় তাহা পরস্পর অন্যথা কারণ মার- টরুশটার ইষ্টেফনুসের উইলেরদাবি এবিএটাকটার ইষ্টেফনুশ অংশ পাওয়ায় অন্যথা হইয়াছে অপর ফেরাদী কহে আপন স্ত্রীর কেবল উত্রাধিকারিত্বের দাবিকরে তাহাতে মারটরুশের উইলের বিচার

আবস্যক কিন্তু তাহা ১৮২০ সালে সদরে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং এইক্ষণে তাহা অন্যথা হইতে পারে না এমতে জেলা ডিক্রী অন্যথা ও ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

পস্টা ৫৯ শ্রীমতি বৃজমালি .... আপীলাণ্ট

১৮৪১ বাবু শিবদয়াল সিংহের স্ত্রী প্রাণপ্যারি

২৭ ডিসেম্বর ও রঙ্গীয়া ইত্যাদি .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পঞ্চমদেশচল নহিন্দুশাস্ত্রক্র মে অর্জ্জফের পৌত্রের স্ত্রী বর্ত্তমানে ঐ অর্জফেরবর্ত্ত মানে মৃতপু ত্তেরকন্যা তাহার সম্পত্তি পাইবেকনা

আপীলাণ্ট আপন পীতামহ বাবু বঙ্কাসিংহের স্থাবর সম্পত্তির এক তেহাই অংশ পাওন প্রার্থনায় সাহাবাদের জেলা আদালতে এইনালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে উক্ত সম্পত্তি বঙ্কাসিংহের স্বপাজ্জিত তাহার মৃত্যুপরে তাহার পুত্র গোলাব সিংহ তস্য মৃত্যুপরে বাবু শিবদয়াল সিংহ ও তস্য মৃত্যুপরে সন্তান না থাকায় স্ত্রীগণ ভোগ বাণ হইয়াছে বঙ্কাসিংহের যে অপর এক পুত্র নিধাসিংহ নামক ছিলেন ও তিনি পীতা বর্ত্তমানে লোকান্তরহন তাহার বর্ত্তমান তিনকন্যার মধ্যে ফৈরাদী এক কন্যা কহেন যে দায়ভাগমতে শীবদয়াল সিংহের স্ত্রীর স্বত্বের অগ্রে তাহাদিগের তিনভগ্নির সত্ব।

আসামিগণ জওাবদেয় উক্ত সম্পত্তিতে ফৈরাদীর কোন অংশ নাই।

এডিসনল প্রধান সদরামিন শৈএদ আলিরক খাঁ ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস করিলে সদরে আপীল করে।

শ্রীযুত রাটরি ও শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন বঙ্কাসিংহের সম্পত্তি তাহার মৃত্যুপরে তাহার সন্তান শিবদয়াল সিংহে অধগামি হইয়াছে ও শিবদয়াল নিঃসন্তান লোকান্ত হওয়ায় তাহার স্ত্রীরা ভোগবান আছে ফৈরাদীর পিতা আপন পিতা বঙ্কাসিংহের বর্ত্তমানে লোকান্তর হয় এমতে বাবু শিবদয়াল সিংহের স্ত্রীগণের বর্ত্তমানে তাহাদিগের অধিকার নাই অতএব প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তি স্থাব্যস্থ যোগ্য কিন্তু শিবদয়াল সিংহের স্ত্রীগণের অবর্ত্তমানে ফৈরাদীর কোন স্বত্ব থাকিলে তাহা এইহুকুমে লোপ হইবেক না।

অদৈত সিংহ ইত্যাদি ফৈরাদী আপীলাণ্ট
শ্রীমতি প্রাণপ্যারি ও শ্রী মতিরঙ্গীয়া
ইত্যাদি আসামি .... রেস্পাণ্ডেণ্ট
ঐ রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ আপীলাণ্ট

পৃষ্ঠা ৬১
১৮৪১
২৭ দিসেম্বর
দায়ভাগমতে স্বামীর বস্তুর দখলের মোকদ্দমায় দখলের দাবিডিসমিস করিয়া ভবিষ্যতস্বত্ত্বের কথা যে উল্লেখ হইয়াছিল তাহা সদর

— —

এই মোকদ্দমা উপরোক্ত মোকদ্দমারন্যায় শিবদয়াল সিংহের স্ত্রী আসামিগণের দখলের সম্পত্তি পাওনজন্য অদৈতসিংহ ইত্যাদি জেলা সাহাবাদের দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ করে।

ফৈরাদী কহে উক্ত সম্পত্তি তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ পৃথিসিংহের শুপার্জ্জিত এবং আসামি কহে তাহাদিগের স্বামির পিতামহ বঙ্কাসিংহের শুপার্জ্জিত।

আদালতে অবিধি বোধ হইল।

প্রধান সদর আমিন সৈয়দ আলি বক্স খাঁ ফৈরাদীর অবিলম্বে দখলের দাবি ডিসমিস করিয়া আদেশ করিলেন যে শিবদয়াল সিংহের স্ত্রীগণের মৃত্যুপরে ফৈরাদীরা এক অংশ পাইবেক ঐ ডিক্রীর অন্যথা জন্য উভয় পক্ষ সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রাটরি ও শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন যে প্রধান সদর আমিন যে এই মোকদ্দমায় ফৈরাদীর ভবিষ্যত স্বত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আবশ্যক ছিলনা ফৈরাদীরা অবিলম্বে দখলের নালিশ করে তাহাতে আসামীয়ানের জিবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ রাখিয়া ডিসমিস করিলেই হইত যেহেতু ঐ বিধবা দিগের মৃত্যুপরে তদ্বিষয়ের বিচারের কোন ব্যাঘাতের সম্ভব নাই বরং এমোকদ্দমায় তাহার বিচার করা অবিধি ও শঙ্কা হইতে পারে না কারণ তৎকালিন অনেক উত্রাধিকারি উপস্থিত হওনের সম্ভব আছে এমতে ঐ প্রকার নিষ্পত্তি হইল।

পৃষ্ঠা ৬২
১৮৪১
২৮ দিসেম্বর

মসম্মাত রবিয়া খাওন ও মেহরুন্নেশা আঃ
বদরুন্নেশা .... রেঃ
মসম্মাত রবিয়া খাওন ও মেহরুন্নেশা আঃ
বদরুন্নেশা .... রেঃ

সরারমতে টাকার সহিত টাকা পরিবর্ত্ত হইলে অবিলম্বে দেওয়াল

রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ এই দুই মোকদ্দমা প্রথক২ আপীলাণ্টের নামে ত্রিপুরার জেলা আদালতে মৃত বক্সুল্লা খাঁর সম্পত্তির অংশ সরারমতে পাওন

জন্য উপস্থিত করে বকশুল্লা খাঁ আপন মাতা রজব-ন্নেশা আপীলান্ট ও দুই স্ত্রী রবিয়া খাতুন আপী-লান্ট ও সরফন্নেশা ও তিনকন্যা রবিয়া খাতুনের গর্ব্ভযাত মেহরন্নেসা আপীলান্ট ও সরফন্নেসার গর্ব্ভযাত বদরনেশা ও করিমন্নেশাকে রাখিয়া লোকান্তর হয় এবং করিমন্নেশা এইনালিশ হওনের পূর্ব্বেগত হয়

ওয়ারিশ হইলে কিন্তু পরে সম্পত্তি র সহিত হইলে তাহার মূল্য নিরূপণের ধা রা কিরূপে পরিবর্ত্ত ও সিদ্ধান্ত

আসামি রবিয়া খাতুন জওয়াবদেয় যে বকশুল্লা খাঁ তাহার দেএন মোহরের পরিবর্ত্তে আপন সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাহার সহিত রফা করেন কিন্তু ফৈরাদীরা তাহা অস্বীকার হয়।

প্রধাণ সদর আমিন মৌলবি মহম্মদ আলি দাবি ডিক্রী করেন কিন্তু কাহার কত অংশ ঠিকরূপ ডিক্রীতে লেখেন না।

জজ পীলে শ্রীযুত সা সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত ডিক্রী স্থাব্যস্ত থাকে।

সদরে খাসআপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত মিঃ ওয়া রনর সাহেব রবিয়া খাতুনের দাখিলি কাবিননামা আদালতের কাজিকে অর্পণ করিয়া প্রশ্ন করেন যে সরারমতে তাহা বিধি পূর্ব্বক কি না।

কাবিননামার সংখেপ বিবরণ

যেহেতুমজ্জাতরবিয়া খাতুনেরপান ১২০০০ টাকা ও ৫০০ থান মোহর স্থিরকরিয়াছি এ পানের পরিবর্ত্তে আমারভূমিসম্পত্তি ও ভূমিরপরিবর্ত্তে সরকারহইতে যে মাসহরা পাই তাহার অর্দ্ধেক এথা তনকে বিক্রয় করিলাম।

পৃষ্টা ৬২
১৮৪১
২৮ দিসেম্বর

আদালতের কাজী উত্তরকরিলেন ঐ কাবিননামা যথার্থওতদ্বারাবকশুল্লারসহিতরবিয়াখাত্তুনের বিবাহ প্রমাণকিন্তু তল্লিখিতনিয়মও হস্তান্তরসম্বন্ধে অবিধি তাহার এককারণ এইযে মোসহরা বস্তুর মূল্যেরন্যায় নগদ টাকা দিতে হয় যেমত বকশুল্লা ভূমির উপস্বত্তের পরিবর্ত্তে পাইয়াছে এবং বিবাহের পন ও নগদ দিতেহয় এস্থানে নগদটাকার পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওা হইয়াছে এমতে পরিবর্ত্ত যে অবিলম্বে দেওয়া লওয়া করিতে হয় তাহা মোসহরার সহিত হয়বেনা কারণ মোসহরা মাসে২ সরকার হইতে পাওাযায় অতএব এমত হস্তান্তর অসিদ্ধ দ্বিতীয় কারণযে ভূমি সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়াছে তাহার মূল্য নিরুপন হয় নাই তাহাও অবিধিকারণ সরায় আদেশ আছে পরিবর্ত্ত সওদায় বস্তুর মূল্য নিরূপন করিতে হয়।

অপর প্রশ্ন হইল কাবিন নামারদ্বারায় রবিয়া খাত্তুনের যে বিবাহ প্রমাণ হইয়াছে তদ্বারায় বকশুল্লার অপর উত্রাধিকারি গণের স্বত্তের হানি হই-হইয়াছে কি না উত্তর হয় নাই অপর বকশুল্লার সম্পত্তি কিরূপ বিভাগ হইবেক প্রশ্নকরাতে কাজী ফত্বয়া দিলেন দেনা পরিশোধ করিয়া যাহা থাকিবেক তাহা ১২০০ অংশ হইয়া নিচের লিখিত মতে বিভাগ হইবেক।

	মোট	নিজ অংশ	মৃত করিমন্নেশার অংশ
সরফান্নেশা স্ত্রী —	১৩১	৭৫	৫৬
রবিয়া খাওনর্দ্ধা —	৭৫	০	৭৫
রজবন্নেশা মাতা —	২১০	০	২১০
বদরন্নেশা কন্যা —	৪৪৮	২৮০	১৬৮
মেহরন্নেশা কন্যা —	৩৩৬	২৮০	৫৬
	১২০০		

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব ঐ ফওয়া ক্রমে নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি সামান্য শুধারামতে সাব্যস্ত করিলেন।

শ্রীযুত রিডসাহেবের ঐক্যমতে তাহাই চূড়ান্ত হইল।

বয়রাম সিংহ .... আপীলাণ্ট

শিবস্বহায় সিংহ ইং........ রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৬৬
১৮৪১
২৮ দিসেম্বর
টাকার মোকদ্দমায় আসল টাকার শুদপ্রথম দালতের ডিক্রীর দিবস পর্য্যন্ত হিসাব হইয়া মোট টাকার শুদ পাইবেক নিম্ন দালতে যে নালিশের দিবস পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া মো

রেস্পাণ্ডেণ্ট ও মেহরাজ সিংহ ২০৯৪৷ টাকা পাওন জন্য ভাগলপুরের জেলা আদালতে এই নালিশ করে আরজীতে লেখে যে বসাওন সিংহের তিনপুত্র বয়রাম সিংহ ও ভৈরব সিংহ ও গঙ্গারাম সিংহ তিনসহোদর একত্রে থাকিয়া কারবার করিয়াছিল ১২৩৬ সালে পৃথক হইলেপরে ভৈরবসিংহ ও গঙ্গারাম সিংহ আপন২ অংশ পাওনজন্য বয়রাম সিংহের নামে নালিশকরিয়া দুইজনে দুইতেহাই অংশের ডিক্রীপায় কিন্তু বয়রাম সিংহ তাহার পরেও অবিভক্ত সময়ের তিন সহোদরের সাধারণের

টাকার শুদ দেওয়াইয়াছিলেনতাহা অন্যথাহইল।

প্রাপ্য অনেক টাকা আদায় ও তাহার ডিক্রী আপন নামে হাশীল করে এইক্ষণে ভৈরব ও গঙ্গানারায়ণ সিংহের অংশ বয়রাম সিংহের স্থানে আদায় জন্য এই নালিশ হয়।

আসামি জওাব দেয় যে ডিক্রীর দ্বারাথ যে টাকা পাইয়াছে তাহাতে ফৈরাদীর কোন অংশ নাই।

প্রধান সদর আমিন মৌলবি মাজিদ খাঁর নিকট মকদ্দমা শোপর্দ্দ হইলে ফৈরাদী মেহরাজ সিংহ আপন অংশ হইতে ক্ষান্তহইলে প্রধান সদরআমিন বর্ত্তমান রেস্পাণ্ডেণ্টেরপক্ষে আশল ২২৫৮১।০ টাকা ও নালিশের দিবশ পর্য্যন্তের শুদ ১২৫০৬।/০ এক্নে ৩৫০৮৬॥/০ টাকা ও ঐ মোট টাকার শুদ ইস্তক নালিশের তারিখ নাগাইদ পরিশোধের দিবশ ডিক্রী করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর ও শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের নাঃ লিপিতে নিয়ম হইয়াছে যে আশলটাকার শুদ নিম্নাদালতের ডিক্রীর দিবশ পর্য্যন্ত হিসাব হইয়া মোট টাকার শুদ আদায় পর্য্যন্ত পাইবেক নালিশের তারিখ পর্যন্ত মোট টাকার শুদ হিসবহইয়া আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত পাইবেক না, এমতে আশল ২২৫৮১।০ টাকা ও তাহার শুদ নাগাদি নিম্নাদালতের ডিক্রীর তারিখ ও ঐ মোট টাকার শুদ আদাএর তারিখ পর্য্যন্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে ডিক্রী হইল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজীঃ।

সদর নেজামত আদালতের সাধারণ লিপি।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ জানেয়ারি গেজেট পৃষ্ঠা ১৫।

২ নাং ৪। যেহেতু ফাঁসীর হুকুম জারী করণিয়ার অনবধান প্রযুক্ত ফাঁসী রজ্জু ছিঁড়িয়া পড়া ও তজ্জন্য অপরাধির যন্ত্রণা ও মন্দ্যবহার প্রকাশের ব্যাঘাৎ দৃষ্ট হইতেছে এমতে হুকুম হইল যে উত্তরকাল ফাঁসীর হুকুম জারী সংক্রান্ত প্রত্যেক সর্টিফিকিটে লিখিত হইবেক যে উক্ত কর্ম্মে কোন দৈঘটিত ভ্রম কি দুর্দ্দৈবঘটনা হয় নাই যদ্যপি ঘটিয়া থাকে তবে তাহার কারণ ও কাহার ত্রুটিতে ঘটিয়াছে ও তজ্জন্য কিরূপ হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা ফিরিয়া পাঠানো ওয়ারেণ্টে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ জানের। গেঃ পঃ ২৫।

যেহেতু ইংরাজি এফ্রে শব্দের নানা অর্থ নানা আইনে লিখিত হওয়ায় কর্ম্মের অশুভ ও উত্তরকাল এক সাধারণ অর্থ স্থির করা উচিত বোধ হইয়া আদেশ হইল যে সমস্ত ফৌজদারি রোয়দাদে এফ্রে শব্দের স্থানে থানাজঙ্গি ও দাঙ্গা হঙ্গামা ও বিবাদ জন্য লোক সংগ্রহ করিলে হঙ্গামা লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১০ জানেয়ারি। গেঃ পঃ ৩৮।

১৮৩৯ সালের ফৌজদারি কর্ম্মের কেফিয়ত তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২৪ জানেয়ারি। গেঃ পঃ ৪৯।

নেজামতের আদেশে সদ্ব্যবহারের জামিন জন্য কয়েদি দিগের নাম ও হুকুমের তারিখ ও তদ্বিষয়ে সাময়িক বিবেচনার নিয়ম সেসন আদালতে কিরূপ আছে তাহার রিপোর্ট তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ জানেয়ারি। গেঃ পঃ ৪৯।

মাজিষ্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া ঐ হুকুমের মতাচরণ স্থগিত জন্য কেহ ইনচার্জ্য সেসন জজের নিকট দরখাস্ত করিলে ঐ জজ তাহার নকল আপন রোয়দাদ সম্বলিত মাজিষ্টরিতে এই অভিপ্রায় পাঠাইবেন যে তিনি আপীলের মর্ম্ম অবগত হইয়া সেসন জজের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ঐ হুকুম স্থগিতের সুযোগ করেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৩১ জানেয়ারি। গেঃ পঃ ৮৫।

খেয়াঘাটের বাকী আদায় কারণ মাজিষ্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীলের দরখাস্ত রিগুলেসন ডিষ্ট্রিক্ট অর্থাৎ আইন চলিত দেশে সেসন জজেরা গ্রহণ করিবেন না।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ ফিব্রুআরি। গেঃ পঃ ৪৯।

পোলীস আমলার বাছুনি করাতে সুধারা হইয়াছে কি না তাহার রিপোর্ট তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২০ মার্চ। গেঃ পঃ ৫০।

জেল কয়েদি থাকনের স্থানের মেওয়া তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২৭ মার্চ। গেঃ পৃঃ ৫০।

কোন হত্যা কি প্রাণ সংশয় আঘাতের বিষয় ডাক্তরেরা অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিলেও ঐ মোকদ্দমা দওরা সোপর্দ্দ হইলে ডাক্তর সাহেবের সপথপূর্ব্বকজবানবন্দি মাজিস্ট্রিতে লইতে হইবেক এবং ঐ জবানবন্দি ১৮৩০ সালের ১৬ জুলাই তিরীয় সাধারণ লিপির ৬। ৭ ধারামতে স্বাক্ষর ও প্রমাণ করা হইলে ঐ ডাক্তরের অবর্ত্তমানে দওরার সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এবং ডাক্তর সাহেবের নিতান্ত সাক্ষির আবশ্যকে সমস্ত মোকদ্দমায় এরূপ হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ২৭ মার্চ। গেঃ পৃঃ ৫০।

যাবজ্জীবন কয়েদের অনুরোধ সম্বলিত নেজামতে অর্পিত মোকদ্দমায় ঐ কয়েদি দ্বীপান্তরে কি আলিপুরে কয়েদ থাকিবেক তদ্বিষয়ে আপন অভিপ্রায়ের কারণ সম্বলিত রিপোর্ট সেসন জজদিগকে নেজামতে করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ আপ্রিল। গেঃ পৃঃ ৫১।

এক জিলার কয়েদির মৃত্যু কার্য্যক্রমে অপর জিলায় কি তথা গমনাগমন কালীন হইলে তাহার সংবাদের কৈফিয়তের বিষয় নানা জিলায় নানা প্রকার ব্যবহার হইতেছে এমতে আদেশ হইল যে প্রত্যেক মাজিস্ট্রেরা আপন অধীন কয়েদি দিগের মৃত্যুর সংবাদ ঐ কয়েদিরা নিজ জিলার হউক বা অপর জিলা হইতে আগত হইয়া থাকুক আপন মাসকাবারে লিখিবেন রাস্তায় কর্ম্ম করণ কি অপর কারণ জন্য গমনাগমন কালীন

পথে কোন কয়েদির মৃত্যু হইলে তাহার সংবাদ যে জিলা হইতে প্রেরিত হইয়াছে তথাকার মাসকাবারে লিখিত হইবেক ঐ অপর জিলায় পঁহুছিয়াছে এমত সংবাদ পাইলে তাহার জিলা হইতে খারিজ হইয়া অপর জিলার কৈফিয়তে দাখিল হইবেক এবং প্রত্যাগমনকালীনও ঐমত হইবেক পথি মধ্যে কি প্রেরিত হওয়া জিলায় পঁহুছিয়া মৃত্যু হইলে ঐ মাজিষ্টর আপন স্বাক্ষর ও মোহরে ঐ মৃত্যুর সংবাদ প্রেরিত করা মাজিষ্টরের পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া পাঠাইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ আপ্রিল। গেঃ পঃ ৫২।

৬ সংখ্যার মাসকাবারের লতায় ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের পরিবর্তে ১৮৪০ সালের ৪ আক্ট লিখনের আদেশ।

ইং ১৮৪০ সাল ২২ আপ্রিল। গেঃ পঃ ৫২।

জাবজ্জীবন কয়েদির স্থান জেলে কি প্রকার তাহার বেওরা তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ৮ মে। গেঃ পঃ ৭২।

জেলে স্থানাভাব জন্য বাহিরে শয়ন করা কয়েদির ষান্মাসিক রিপোর্ট তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২৯ মে। গেঃ পঃ ৮৫।

জামীন উপযুক্ত অপরাধে কয়েদ থাকার কারণ ১ সংখ্যা কৈফিয়তে লিখিবার আদেশ।

ইং ১৮৪০ সাল ৫ জুন। গেঃ পঃ ৮৫।

জষ্টিস আফপিস পদে নিয়োজিত ব্যক্তিরা চতুর্থ উইলি-

এমের মৃত্যুর পর শপথ করিয়া না থাকিলে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পোলীস দপ্তরা কালীন তাঁহারদিগের জিলায় গমন করিলে তাহার সমীপে অথবা কার্যক্রমে কলিকাতা আইলে ঐ সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট কি কলিকাতার চিফ মাজিস্টরের সমীপে শপথ করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৫ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৬।

কালেক্টরি খাজাঞ্চির হস্তে ফৌজদারি তহবিল জিম্মা হওনের আবশ্যক থাকিলে কালেক্টরেরা জামিনিনামার ১ দফায় লিখিয়া লইবেন যে ফৌজদারি তহবিলে কোন ক্ষতি হইলে তাহার নিশা করিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৬।

২। পোলীসের কর্ম্মে ভূম্যধিকারিরা মনোযোগি হন না এমত রিপোর্ট মাজিস্টরেরা দারোগা কি পোলীস আমলার দ্বারা পাইলে সপ্তাহ কি দশ দিনের মধ্যে তাহার স্থানে বেওরা তলব করিবেন ঐ বেওরা অনুপযুক্ত বোধ হইলে কি উক্ত মিয়াদের মধ্যে বেওরা দাখিল না করিলে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা জওয়াব দাখিল জন্য নিরূপিত মিয়াদে তাহাকে তলব করিবেন উপস্থিত হইলে অবিলম্বে অনুসন্ধান হয় এনিমিত্তে ঐ দাবীর ও অপবাদির জওয়াবের প্রমাণ জন্য উক্ত নিরূপিত দিবসে সাক্ষি উপস্থিত করিতে কহিবে।

৩। বিচারকালীন উপস্থিত থাকনজন্য কয়েদে না রাখিয়া জামিন লইতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৭।

২। দাঙ্গায় কাহারো অস্থিভগ্ন হইলেই মাজিষ্টরের নিষ্পত্তি যোগ্য হইবেক না এমত নহে আঘাৎ ও দৌরাত্মের প্রতি বিবেচনা করিয়া স্বয়ং নিষ্পত্তি কি দওরা সোপর্দ্দ করিবে।

৩। উক্ত বিবেচনা মতে কোন মোকদ্দমা দওরা সোপর্দ্দ হইলে সেসন জজেরা তাহাদিগের বিচার যোগ্য নহে বলিয়া অন্যথা করিতে পারিবেন না দণ্ডের বিষয় সুনিয়ম করিবেন।

৪। ৬২৩ ও ৬২৮ সংখ্যক কনেষ্টকসনে আদেশ আছে যে অস্থিভঙ্গ আঘাৎ মাজিষ্টরের বিচার যোগ্য নহে তাহা অন্যথার আদেশ হইল যে উত্তরকাল অস্ত্রের বিবেচনা না করিয়া আঘাৎ দৃষ্টে স্বয়ং দণ্ড কি দওরা সোপর্দ্দ করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৮।

১। কোন ব্যক্তি জমীদারের পাট্টা সুরত ভূমিতে দখিল থাকিলে ও মিয়াদ গতে ভোগ ত্যাগ না করিলে ১৮৪০ সালের ৪ আক্‌টের ২ ধারামতে মাজিষ্টরেরা জমীদারের পুনঃ ভোগ স্থাপন করিতে পারেন কি না প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যেহেতু ঐ আক্‌টের ১০ ধারাক্রমে জমীদারদিগের ক্রোকের ক্ষমতা সাব্যস্ত আছে এমতে ক্রোকের ক্ষমতা প্রকাশ করিলে তাহারি বিচার পূর্ব্ব দখলের বিচারের অগ্রে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৯ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৮। ৮৯।

১৮৩২ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণে আদেশ আছে যে মৌলবীর ফওয়া ব্যতিরেকে জুরি ও এসেসর কি

পঞ্চাইতের দ্বারা বিচার করা মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম জন্য নেজামত সোপর্দ্দ হইবেক তাহা কেবল যে অপরাধ আইনে লিখিত নাই ও যে অপরাধের দণ্ড জন্য জজেরা ক্ষমাবান নহেন তাহাতেই খাটিবেক নতুবা চলিত আইনের লিখিত ফৌজ-দারি আদালতের দণ্ডনীয় অপরাধ হইলে সেসন জজেরা অবশ্য তাহার দণ্ড করিবেন।

ই ইং ১৮৪০ সাল ২৬ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৯। ৯০।

১৮৪০ সালের ৩০ জুন পর্য্যন্তের ফৌজদারি ও দেওয়ানী জেলের বেওরা তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২৪ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৯৯।

. ১৮৩৯ সালের ২২ নবেম্বর দিবসীয় সাঃ লিপিক্রমে দও-রার আমলাদিগের যে অসম্পূর্ণ কারণে দওরা সোপর্দ্দি রোয়-দাদের নকল করিতে হয় তাহা কেবল যে দওরা সোপর্দ্দ মোক দ্দমার বৃত্তান্ত সেসন জজের বিবেচনায় নেজামতের বিশেষ মনোযোগের আবশ্যক তাহাতেই খাটিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ১১৩।

১। ১৮১২ সালের ৩ আইনের ২ ধারার প্রতিবিশেষ মনো-যোগী অর্থাৎ দরিদ্র সাক্ষিরা দওরায় অথবা অপর আদালতে সাক্ষি দেওন জন্য বাটী হইতে বাহির হইলেই ফৈরাদি কিম্বা সরকার হইতে খোরাকি পায় তাহার নিশ্চয় করিবে।

২। সদর মোকামে সাক্ষিদিগের অধিক বিলম্ব না হয় এজন্যে

ফৌজদারি মোকদ্দমা যত শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় তাহার প্রতি মনোযোগ করিবে এবং অধীন আদালতবর্গকে জানাইবেন।

৩। দেশীয় আমলা কর্তৃক সাক্ষির প্রতি দৌরাত্ম্য নিবারণ ও প্রমাণ হইলে উচিত দণ্ড করিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ২৪৭।

১। পাগল অবস্থায় কেহ অপরাধ করণ জন্য দোষী হইলে দণ্ডের হুকুমে যে প্রকার লিখিতে ও মাজিষ্টর কর্তৃক যে প্রকার জামিনের একরার লইতে হইবেক তাহার মুসাবেদা পাঠাইতেছি।

১। ১৮২৫ সালের ৩০৭ সংখ্যা সাং লিপি ও তাহার ৪।৫ ধারার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও মাজিষ্টর দিগের প্রতি মনোযোগী হওনজন্য আদেশ করিবে।

দণ্ডের হুকুমের মুসাবিদা।

নেজামত আদালত অথবা সেসন জজ জ্ঞাত হইলেন যে আসামী বাতুল অবস্থায় উকত্তর্ম্ম করিয়াছে এমতে তাহাকে নির্দ্দোষী করিয়া হুকুম করিলেন যে যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির অন্তরঙ্গ কি কুটুম্বেরা তাহার দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য এত টাকার তায়দাদে জামিনী লিখিয়া না দেয় ও তাহাকে তাহার কুটুম্বের হস্তে অর্পণ করণে সাধারণের শঙ্কট নাই এমত নিশ্চয় বোধ না হয় সেপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে কোন উপযুক্ত স্থানে আটক রাখা যাইবেক।

জামিনীর একরার।

লিখিতং শ্রীঅমুক জমীদার সাকিম অমুক জিলা অমুক কস্য জামিনীপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে উন্মাদাবস্থায় হত্যা করণ জন্য নেজামতের বিচারে যে অমুক কয়েদ ছিল আমার প্রার্থনা মতে নেজামতে রিপোর্ট হওয়ায় নেজামতের হাকিমের আদেশে আমার জামিনীতে মুক্ত হইল এমতে আমি একরার করিতেছি যে উক্ত ব্যক্তির উন্মত্তভাবের কোন কর্ম্মের দ্বারা কোন ব্যক্তির শরীর কি সম্পত্তি সম্বন্ধে ক্ষতি হইলে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিরা ২০০ টাকা জরিমানা মাজিষ্টরি তহবিলে দাখিল করিব কিম্বা করিবেক উক্ত জামিনী হইতে মুক্ত হওনের প্রয়োজন আমার কি আমার উত্তরাধিকারির হইলে ঐ ব্যক্তিকে মাজিষ্টর সাহেবের নিকট অর্পণ করিয়া মুক্ত হইব নতুবা এই জামিনী বহাল ও নীচের লিখিত জমীদারি বন্ধক থাকিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ২২৯।

অজ্ঞান করিয়া কাহারো দ্রব্য হরণ করণ জন্য বিষ ব্যবহার করিলেই ১৮২৪ সালের ৭ মে ২৯১ সংখ্যা সাঃ লিপির হুকুম খাটিবেক নতুবা কেবল উন্মত্ত করণ জন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলেও প্রাণ হিংসার সম্ভাবনা না থাকিলে খাটিবেকনা অতএব বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করণ জন্য দোষী হইলেই নেজামত অর্পণ হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৩০ আক্টোবর। গেঃ পৃঃ ২৪৯।

হাসপিটালের নিয়মের পুস্তক পাঠাইবার বিষয়।

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ আক্টোবর। গেঃ পঃ ২৬০।

মাজিষ্টরেরা মপস্বল গবনাগমন জন্য প্রত্যেক ৮ বৎসরে ৩৫০ টাকার মূল্যের একখুটির এক তাম্বু ও কালেক্টর দিগের না থাকিলেও ঐরূপ পাইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৩০ আক্টোবর। গেঃ পৃঃ ১৩। ১৮৪১ সাল।

১৮২৯ সালের ২৭ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণমতে কেহ দোষী হইলে যে কেবল কয়েদ ভিন্ন শ্রমের নিষেধ ১১২৫ সংখ্য ক কনেষ্ট্রকসনে ছিল তাহা অন্যথা হইয়া আদেশ হইল যে ঠগী কর্ম্মের সাহায্যকরণ অপরাধ দুর্ষনিয় হত্যার মধ্যে গণ্য এমতে উক্ত অপরাধে শ্রমের হুকুম হইতে পারিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৩ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৯।

১।২ । ১৮৩৭ সালের ৩৩৪।। নম্বরি সাঃ লিপির লিখিত মুলতবি মোকদ্দমার ৩ নম্বরি কৈফিয়তের ২ লতায় যে মোক-দ্দমা সোপর্দ্দ হওনের তারিখ ও ৫ লতায় যে দওরা সোপর্দ্দের তারিখ লেখা যায় ঐ দুই তারিখের মধ্যে উক্ত সাধারণ লিপির উল্লেখ কর্ম্ম প্রকৃত সময়ে হইয়াছে কি না জ্ঞাপন জন্য নীচের লিখিতমতে সুধারা হইবেক।

৩। দওরা সোপর্দ্দের তারিখ হইতে দওরার মুলতবি মোক-দ্দমা গণ্য যে ১৮৩৬ সালের ৩৬ নম্বরি সাঃ লিপিতে লিখিত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে বিবেচনা হইল যে উভয় পক্ষরা দও-রায় উপস্থিত হওনের দিন হইতে দওরার উপস্থিত মোকদ্দমা গণ্য হইবেক কিন্তু নিরূপিত তারিখ হইতে উভয় বিবাদি উপ-

স্থিত হওয়া পর্য্যন্ত যে বিলম্ব হইবেক তাহার বেওরা মাজিষ্ট্রি হইতে লইয়া কৈফিয়তের ঘরে লিখিতে হইবেক।

২ লতা	৫ লতা
দওরা সোপর্দের তারিখ ও উভয় পক্ষকে উপস্থিত করণ জন্য মাজিষ্টর যেতারিখ স্থির করিয়াছে	উভয় পক্ষ উপস্থিত জন্য যেমন জজ যে তারিখ স্থির করেন ও যে তারিখে উভয়পক্ষে ও কাগজাত পঁহুছে

ইং ১৮৪০ সাল ১৩ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ২৬১। ১৮৪০ সাল।

দওরার মৌলবীর বেওরা নীচের লিখিত নক্সামতে পাঠাইতে হইবেক।

অমুক আদালতের মৌলবীর বেওরা।

নাম টিফিকিটর নকল সঙ্গে থাকিবেক	বয়ঃক্রম	কর্ম্ম	দখলের ভূমি	কর্ম্মে নিয়োগের তারিখ ও কর্ম্ম	আচরণ ও গুণ

ইং ১৮৪০ সাল ২০ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ২৭৭।

ওয়ারেণ্টের নক্সা ৭ কেতা পাঠানো যাইতেছে অধিকের আবশ্যক হইলে পূর্ব্বাহ্লে সংবাদ করিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ১ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ২৭৭।

১৮৪০ সালের ফৌজদারি মোকদ্দমার সালিয়ানা কৈফিয়তের তাকিদ।

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৫। ১৮৪১ সাল।

দওরার মৌলবীরা বিদায় প্রার্থনা করিলে সেস্সন জজেরা বিদায় দেওয়া না দেওয়ার বিষয় আপন অভিপ্রায় লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৫। ৩৬।

মিডিকেল বোর্ডের অভিপ্রায়।

হিন্দুস্থানের জেলে কিম্বা যে জেলে অধিক হিন্দুস্থানি কয়েদি থাকে তথায় কয়েদিদিগের খোরাকি আটা না দিয়া মাজিষ্টর কর্তৃক নিয়োজিত বিস্বাসি ব্যক্তির দ্বারা গম আনাইয়া কয়েদি দিগের দ্বারা পিসাইয়া আটা প্রস্তুত করিলে আটা ওয়ালার তঞ্চকতা জন্য কয়েদিদিগের ক্লেশ নিবারণ হইতে পারে।

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৬। ৩৭।

নীচের লিখিত নক্সামতে কৈফিয়ত প্রস্তুত করিতে হইবেক।

মাজিষ্টরি আদালত।

৪০ সালের উপস্থিত মোকদ্দমা	সম্বৎসর যত আপীল হইয়াছে	নিষ্পত্তি করণে যত বিলম্ব হইয়াছে	যে মোকদ্দমা অধিককাল মুলতবি আছে	কৈফিয়ত

স্ত্রীলোক কয়েদির কৈফিয়ত।

জেলা	জাবজ্জীবন কয়েদ	মিয়াদি কয়েদ	মোট

ই ১৮৪১ সাল ১৯ ফিব্রুয়ারি। গেঃ পৃঃ ১১৮। ১৮৪১সাল।

২, মুলতবি মোকদ্দমার সংক্ষেপ কৈফিয়তের বিষয় মাজি-ষ্টরের ১ নম্বরি কৈফিয়তের পৃষ্ঠে যে কেবল কয়েদ হওয়া জামীনে থাকা ও মুচলকা দেওয়া আসামীর নাম লেখা যায় ও আপীল হওয়া মোকদ্দমার নথি না পঁহুছিলে লেখা যায় না ইহা সুনিয়ম নহে অতএব আদেশ হইল যে কোন মোকদ্দমার দরখাস্ত কি অপর সংবাদ পাওয়া হইলে আসামীর হাজির হওয়া না হওয়ায় বিবেচনা না করিয়া ও আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইলেই মুলতবি মোকদ্দমার কৈফিয়তে লিখিবে।

ইং ১৮৪১ সাল ২৪ মার্চ। গেঃ পৃঃ ২২৭।

১।২।০১৮২৪ সালের ৭মে দিবসীয় সাঃ লিপিক্রমে যে মোক-দ্দমা নেজামতে সোপর্দ্দ করিতে হয় তাহার দওরা সোপর্দ্দী রোয়দাদে বারম্বার দোষ প্রকাশ হইতেছে সম্প্রতি এক রোয়-দাদে চুরি অভিপ্রায় ধুতুরা খাওয়ানো লেখা হইয়াছে বিষ বলিয়া উল্লেখ হয়নাই অতএব হুকুম হইলযে উত্তরকাল এমত রোয়দাদে উক্ত ৭ মে অথবা গত ১৮ সেপ্টেম্বর দিবসীয় সাঃ

লিপিক্রমে কেবল বিষ কি বিষাক্ত কি মাদক দ্রব্য ব্যবহার হই-য়াছে তাহাই লিখিতে হইবেক ধুতুরা কি অপর দ্রব্য যাহা ব্যবহার হইয়াছে প্রমাণের স্থানে ব্যক্ত হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ৩০ আপ্রিল। গেঃ পৃঃ ৩০৬। ১৮৪১ সাল।

কোন ব্রিটিস অধিকারস্থ ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে এমত সংবাদ ঐ জিলার মাজিষ্টর পাইলে তাহাকে সাবধান পূর্ব্বক সদর মোকামে আনিয়া ডাক্তর সাহেবের দ্বারা পরীক্ষা করাইবেন যদ্যপি তাহার ইতস্তত ভ্রমণ করণ জন্য তাহার পক্ষে সংশয়ের সম্ভাবনা বোধ হয় তবে আপন দস্তখত ও মোহরে ওয়ারেণ্ট ও ডাক্তরের সার্টিফিকিট সম্বলিত ঐ বাতুল ব্যক্তিকে রাজধানীর পাগলা হাসপিটালে পাঠাইবেন এবং তাহার সম্পত্তির তালিক করিয়া তাহার কোন এদেশস্থ অন্ত-রঙ্গের নিকট লিপির দ্বারা সংবাদ করিবেন যদ্যপি তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ তাহাকে ও তাহার সম্পত্তি রক্ষকাবেক্ষণ করিতে চাহে তবে তাহাতে উক্ত নিয়ম খাটিবেক না।

২। ঐ বাতুল ব্যক্তির আহার বস্ত্র চিকিৎসা ও স্থানান্তর করণ জন্য আবশ্যক খরচের নিমিত্তে মাজিষ্টর সাহেবেরা ঐ বাতু-লের কোন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিতে পারিবেন এবং তাহার হিসাব আপন কাছারিতে রাখিবেন ও অন্যত্র যে খরচের আবশ্যক হইবেক তাহাও ঐ টাকা হইতে পাঠাইবেন।

৩। ঐ বাতুল ব্যক্তির কোন সম্পত্তি কি তাহার ভার গ্রহণ জন্য কোন অন্তরঙ্গ না থাকিলে মাজিষ্টর নিজ হইতে তাহার

গমনাগমনের আবশ্যক খরচপত্র দিয়া গবর্ণমেণ্টের নামে বাজে খরচে লিখিয়া তাহার বিল সেসন জজ কি কমিসনরের দস্তখত করাইয়া পাঠাইবে।

৪। উক্ত নিয়মানুসারে প্রত্যেক কর্ম্মের রিপোর্ট জুডিসিয়ল সেক্রেটরিতেও বিশেষ প্রয়োজন জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১৮ জুন। গেঃ পৃঃ ৩০১। ১৮৪১ সাল।

জিলা বদল হওয়া কত কয়েদি কয়েদ ও দণ্ডের তারিখ ও কত দিন বাকী ও কোন জিলা হইতে আসিয়াছে তাহার কৈফিয়ত মাজিষ্টরের স্থানে তলব।

ইং ১৮৪১ সাল ১৮ জুন। গেঃ পৃঃ ৩০০।

ফৌজদারি কত কয়েদি থাকিবার স্থান জেলখানায় আছে তাহা ঠিক করিয়া ২১ নম্বরি কৈফিয়তের ১২ ঘরে লিখিবার আদেশ।

ইং ১৮৪১ সাল ১৮ জুন। গেঃ পৃঃ ৩০৭।

ফৌজদারি সেরেস্তার কাগজ অনাস প্রাপণ জন্য ৮ খান রেজেষ্টরি বহি প্রস্তুত করণের নক্সা স্থির করিয়া মাজিষ্টরদিগের পরামর্শ জন্য জিলা ২ পাঠানো।

ইং ১৮৪১ সাল ১৮ জুন। গেঃ পৃঃ ৩১৩।

কোন সাক্ষি কোন মোকদ্দমার প্রকৃত বিষয়ে দুইবার দুই প্রকার সাক্ষ্য দিয়া থাকিলে অবশ্য মিথ্যা শপথ গণ্য ও তদনু-

সারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং তাহার নালিশ পত্র নীচের লিখিত মতে প্রস্তুত ও প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চিৎ মতান্তর হইবেক।

১৮৪০ সালের ২৫ আপ্রিল তারিখে এবং ১৮৪০ সালের ৫ মে তারিখে জিলা হুগলীর মাজিষ্টর ও সেসন জজের সম্মুখে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্পর্কে কোন আবশ্যক বিষয়ে শপথ পূর্ব্বক বিপরীত সাক্ষ্য দেওন প্রযুক্ত মিথ্যা শপথে নালিশ গ্রস্ত হইয়াছে।

ইং ১৮৪১ সাল ২ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৩০১। ১৮৪১ সাল।

১৮৩১। ৩৫। ৩৬ সালের নেজামত সাঃ লিপির ৩৪। ১৫০ ১৯৩ সংখ্যানুসারে যে মাজিষ্টরি আদালতের তকবিল রাখ-নিয়া আমলার জামিনীর বেওরা সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পোলিসে পাঠাইতে হইত তাহা অন্যথা হইল।

ইং ১৮৪১ সাল ৯ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৩৭৮। ১৮৪১ সাল।

১। ফৌজদারি জেলের কয়েদিরা প্রত্যহ খোরাকী জন্য সিধা পাইবেক টাকা কোন প্রকারে পাইবেক না।

২। প্রত্যেক বঙ্গদেশীয় কয়েদি প্রত্যহ ৮০ সিক্কা ওজনের /১ সের চাল্ /১৷৷ সের কাষ্ঠ ও এক কাচ্চা তামাকু পাইবেক।

৩। ডাক্তর সাহেবের লিখিত প্রার্থনামতে কোন কয়ে-দিকে মাজিষ্টর প্রত্যহ /১৷ সের চাল্ দিতে পারিবেন কিন্তু তাহার রিপোর্ট নেজামতে করিতে হইবেক।

৪। কয়েদি দিগের খোরাকি নীচের লিখিত মতে কানট্রা-ক্টের দ্বারা যোগাইতে হইবেক।

রবিবার চাল্ ও তরকারি সোমবার চাল্ ও মৎস্য অথবা মাংস।

মঙ্গলবার চাল্ ও তরকারি বুধবার চাল্ ও ডাউল।

বৃহস্পতিবার চাল্ মৎস্য মাংস শুক্রবার চাল্ ও তরকারি।

শনিবার চাল্ ও ডাউল।

৫। কোন প্রকারে টাকা জেলের ভিতর যাইবেক না।

৬। উপরোক্ত খোরাকির নিয়মের পরিবর্ত্ত কোন প্রকারে হইবেক না।

৭। খোরাকির নমুনা মোকামের ডাক্তর সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইয়া মোহর করা থাকিবেক এবং খরচ লিখিয়া দিতে হইবেক।

৮। দওয়া সোপর্দ্দি ও হাজতে থাকা কয়েদি ভিন্ন বাকী কয়েদিরা দল দল বিভুক্ত হইবেক।

৯। প্রত্যেক দল ২০ জন ও তাহারদিগের ১ জন বাবুরচি হইবেক।

১০। ঐ দলের মধ্যে কেহ পৃথক থাকনের অনুমতি পাইলে প্রতি তিন মাসে তাহার কারণ সম্বলিত কৈফিয়ত নেজামতে পাঠাইতে হইবেক।

১১। কয়েদিরা কর্ম্ম করণ জন্য বাহিরে গেলে ঐ দলের বাবুরচি ঘর সাপ জল আনা বাসন পরিষ্কার ও সিধা লওয়া ও পাকের আয়োজন ও জেলের ঘাস নিড়াইবেক।

১২। তাহাদিগের পাকের উপযুক্ত লৌহ ডেগচীত্যাদি কমিসরিএট দপ্তর হইতে মাজিস্টর আনাইবেন সাঃ লিঃ ১৭ ডিসেম্বর ১৮৪১ দৃষ্টাঃ।

১৩। মোকামের ডাক্তর সাহেব সপ্তাহে অন্যুন একবার পূর্ব্ব সংবাদ না করিয়া হঠাৎ কয়েদিদিগের আহার সময় যাইবেন।

১৪। ডাক্তর সাহেব যে সময়ে ২ জেলে যাইবেন তাহার রেজেষ্টরি বহি রাখিবেন ও তাহাতে কয়েদিদিগের খোরাকি বিষয়ের আবশ্যক অবস্থা লিখিয়া রাখিবেন ও ঐ রেজেষ্টর রীতিমত রাখা হইয়াছে কি না সেসন জজ তাহা দৃষ্টি করিবেন।

১৫। সিধা যোগানিয়া কানট্রাক্টর জেলের নিকট সরকারি কোন স্থানে গোলা রাখিতে পারিবেক এবং সম্বৎসর সিধা যোগাইলে গোলার অর্দ্ধেক মূল্য সরকার হইতে পাইবেক।

১৬। ঐ উক্ত সিধার অতিরিক্ত প্রত্যেক কয়েদি ধোপা নাপিতের নিমিত্তে এক পয়সা পাইবেক।

১৭। ধোবা নাপিতের কর্ম্ম ফরাশের দ্বারা হইবেক।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়ম।

১। উক্ত নিয়ম জেলের যে কোন কয়েদি শ্রমযুক্ত কি শ্রম রহিত কি হাজত কি দওরা সোপর্দ্দী স্ত্রী কি পুরুষ সকল কয়েদির প্রতি খাটিবেক এবং সিধা ১১ ধারাক্রমে বাবুরচি কয়েদির স্থানে দেওয়া যাইবেক।

২। প্রত্যেক কয়েদির খোরাকির বিষয় যে /১ সের চাল স্থির হইয়াছে তাহা দ্রব্যের পরিমাণের বিষয় মূল্যের বিষয়ে নহে অধিক আবশ্যক হইলে মাজিষ্টরেরা অগৌণে রিপোর্ট করিবেন॰

৩। উক্ত নিয়মের লিখিত ডাক্তরের রিপোর্ট পাইবামাত্র মাজিষ্টর নেজামত রিপোর্ট করিবেন কিন্তু ঐ রিপোর্টের মতাচরণ জন্য নেজামতের হুকুমের অপেক্ষা করিতে হইবেকনা।

৪। অপর খাদ্য ও মসলা ও চাউলের পরিবর্ত্তে আটা ব্যবহারাদি অন্য ২ ক্ষুদ্র বিষয়ে মাজিষ্টরেরা কয়েদিদিগের ব্যবহার ও ইচ্ছামতে বিবেচনা ও পরিবর্ত্ত করিবেন উক্ত সিধার নিয়ম কোন স্থানে অজ্ঞ ডাক্টর ও মাজিষ্টরের বিবেচনায় হইলে তাহার বিশেষ রিপোর্ট নেজামতে করিবেন ডাক্তরেররিপোর্ট মাজিষ্টরের দ্বারা প্রেরিত হইবেক।

৫। জেলের ভিতর টাকা কড়ি কোন প্রকারে যাইবেক না।

৬। কয়েদিরা কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যের সহিত পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেক না কেবল মাজিষ্টরের নিরূপিত সিধা পাইবেক।

৭। এই নিয়মের এক নকল মাজিষ্টর কর্ত্তৃক ডাক্তর সাহেবেরা পাইবেন।

৮। শ্রমযুক্ত ও শ্রম রহিত সকল কয়েদিরা মাজিষ্টর কর্ত্তৃক সহভোজি দলে বিভাগ হইবেক এবং কয়েদিরা সকলে এক

স্থানে ভোজন করিবার স্থানাভাব থাকিলে গবর্ণমেণ্ট প্রতীকার করিবেন।

৯। কয়েদিদিগের জাতি বিবেচনা কি অপর কারণে ২০জনে দলবন্ধ হওনের সম্ভব না থাকিলে ন্যূন সংখ্যায় দলবন্ধ হইবেক এবং দলবন্ধ কালীন শ্রমযুক্ত কয়েদিকে শ্রম রহিত কয়েদির সহিত পৃথক রাখিতে হইবেক এবং শ্রমযুক্ত কয়েদি হইতে শান্ত প্রভাব বাচিয়া শ্রমে রহিত কয়েদিকে বাবুরচী করিতে হইবেক ও ঐ বাবুরচি তাহাদিগের সহিতএকত্রে আহার করিবেক।

১০। অল্প কারণ বশতঃ দলের ব্যাঘাত হইতে পারিবেকনা।

১১। বাবরচিকে বাহিরে কর্ম্ম করিতে হইবেক না জেলের ঘর পরিষ্কার কারণ বাবুরচি কোন আপত্য করিলে মাজিষ্ট্র তাহার উচিত বিবেচনা করিবেন।

১২।১৩।১৪। উক্ত নিয়মের নকল ডাক্তর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবেক।

১৫। সম্ভব পর হইলে সিধার চুক্তিসম্বৎসরের নিমিত্তে একেবারে করিতে হইবেক এবং তাহাতে সরকারের ক্ষতি ও কয়েদির ক্লেশ না হয় এমত দৃষ্ট থাকিবেক।

উক্ত নিয়ম কেবল পুরুষের পক্ষেই করা গেল কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভব হইলেও মাজিষ্টরেরা প্রচলিত করিবেন।

ইং১৮৪১ সাল ২৯ আক্টোবর। গেঃ পৃঃ ৪৪১।১৮৪১সাল।

মৌলবীর সাহায্যে বিচার হওয়া যে মোকদ্দমায় সেসন জজ ফাঁসীর অনুরোধ করিবেন তৎভিন্ন অপর নেজামত সোপর্দ্দী

মোকদ্দমার রুবকারির তরজমা পাঠাইতে হইবেক না এই লিপি কটকে পাঠানো গেল না।

ইং ১৮৪১ সাল ১৭ ডিসেম্বর। গেঃ পূঃ ৩১ পঃ ৩।

গত ৯ জুলাইয়ের সাধারণ লিপির ১২ ধারাতে যে কমিসরিএট হইতে লৌহার ডেগচি আনাইবার আদেশ আছে তদ্বিষয়ে হুকুম হইল যে মাজিষ্টরেরা ঐ ডেগচি খরিদের নিয়ম স্বয়ং করিবেন।

সমাপ্তঃ।

সূচিপত্র।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

নিৰ্ঘণ্ট	পত্ৰাঙ্ক

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

চরণভরসা

সদর দেওয়াণী আদালতের

সরকিউলর আরডর অর্থাৎ সাধারণ লিপি

যাহা

ঐ আদালতের রেজেষ্টর

কর্তৃক নিম্নাদালতে লিখিত হইয়াছে।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ জানের গেজেট পৃষ্ঠা ১৫। ১৬

কোনব্যক্তি অনবধান কি ভ্রম প্রযুক্ত আইনুক্ত নিরূপীত মূল্যের ইষ্ট্যাম্পে লিখিত না হওয়া দলিল আপন মোকদ্দমায় কোন আদালতে দাখিল করিলে গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু ঐ ব্যক্তি মালের কার্য্যকারকের দ্বারায় রীতিমত উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প করাইবার প্রার্থণা করিলে ঐ আদালত তজ্জন্য তাহাকে উপযুক্ত মেয়াদ দিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ জানের গেঃ পৃঃ। ২৬। ২৭

১৮৩৮ সাল ২৩ ফিবরেল ৪ সংখ্যক সাধারণ লিপির ৬ ধারার শুধারায় আদেশ হইল যে প্রধান সদরআমীনের নিষ্পত্য ৫০০০ টাকার অধিক দাবির মোকদ্দমায় সদর আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে কি ঐ প্রধানের আদালতে দাখিল হইবেক ঐ প্রধানের নিকট ১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্ট দিবসীয়

১৬ সংখ্যক সাধারণ লিপীর লিখিত নিরূপীত মেয়াদে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইলে ঐ প্রধান অবিলম্বে ঐ দরখাস্ত ও তাহার সহিত দাখিলি দলিল আপন কর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাক্ষর ও মোহরের সার্টিফিকীটের সহকারে অপার রুবকারির সহিত যাহাতে নিষ্পাত্তির সংক্ষেপ বিবরণ ও বাদি ও প্রতিবাদির নাম ও ডিক্রীর দিবস ও আপীলের দরখাস্ত দাখিলের তারিখ লিখিত থাকে সদর আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর আদালতের বিশেষ হুকুম ব্যতিরেকে আসল নথির নকল কি নথি পাঠাইবার উদ্যোগ করিবেন না সদর আদালতের হুকুম হইলে ঐ নথির নকল জজের মোহাফেজ দপ্তরে রাখিয়া আসল নথি সাবধান পূর্ব্বক ১৮২৪ সালের ৭০ সংখ্যক ২১ মে দিবসীয় ও ১৮২৩ সালের ৬৭ সংখ্যক ১৯ সেতম্বর দিবসীয় সাধারণ লিপীর উপদেশ মতে পাঠাইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১৭ জানের　গেঃ পূঃ ৩৩

উত্তরাধি কারিত্বের মোকদ্দমায় ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫৭।৫৮।৫৯ ধারাক্রমে যে স্থান সম্বন্ধীয় বিশেষ বিধি চট্টগ্রামের মুনছফ দিগের আদালতে ও যাহা ঐ আইনের ৭৩ ধারাক্রমে সদর আমীন আদালতে প্রচলিত হইয়া ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ধারার ১প্রকরণমতে অন্যথা হইয়া কেবল ৫৯ ধারা সমস্ত মুনছফ আদালতে প্রচলিত হইয়াছে এমতে উক্ত ৭৩ ধারা সদর আমিন আদালতে ও ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ মতে প্রধান সদর আমিন আদালতে খাটিবেক না।

ইং ১৮৪০ সাল ২৪ জানের গেঃ পাঃ ৩৪

১৮১৩সালের ৩জুন দিবসীয় ৩৬সংখ্যক সাঃ লিপীর দ্বারা দেশীয় আমিনেরা জমিদারের পক্ষ হইয়া বাকীদার প্রজার ক্রোকী মালামাল বিক্রয় করিতেন কিন্তু ১৮৩৯ সালের ১ আ-ইন মতে ক্রোকীবস্তুর বিক্রয়ের ক্ষমতা মুনছফদিগের হস্তহইতে লওয়া গিয়াছে এমতে তোমার অধিন মুনছফগণকে উক্ত সাধারণ লিপীর আদেশ মতে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ ফিবরেল গেঃ পাঃ ৫৪

১৭৯৩সালের ৪আইনের ১৬ধারার নিষেধ ক্রমে কোন হিসাবের নির্যাস জন্য খাজাঞ্চীর রিপোর্ট তলবকরা অবিধি এমতে প্রয়োজন হইলে জজেরা এসেসার অর্থাৎ সহকারি নিয়োগ করিবেন তাহাতে শুভিতা না হইলে মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া বাদি কি প্রতিবাদির খরচে আমিন নিয়োগ ও উভয় বিবাদির অভিপ্রায় মতে ঐ আমিন আদালতে কি মহাজনের বাটীতে হিসাব বহি দৃষ্টি করিবেন যে হেতু এসেসার নিয়োগ জন্য ক্ষমতা দেশীয় জজদিগের প্রতিনাই তাহারা আমিনের দ্বারায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৭ ফিবরেল গেঃ পাঃ ৫৪

১৮২৫ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৩প্রকরণমতে ১৮৩৭ সালের ১৩জানের দিবসীয় ১৯৭ সংখ্যক সাধারণ লিপির লিখিত ডিক্রী জারিজন্য বিক্রয়আমিনেরা স্থাবর অস্থাবর দুই প্রকার সম্পত্তিই বিক্রয় করিতে পারিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ ফিবরেল গেঃ পৃ ৫৬

পোষ্ট মাষ্টর জেনেরেল সাধারন লিপীর দ্বারার ঘোষণা করিয়াছেন যে পুলিন্দার দুই কিনারা সেলাই নাকরিয়া কিম্বা বাহিরে রজ্জু না বান্ধিয়া মোহর করিলে এমত কোন পুলিন্দা কোন পোষ্ট মাষ্টর গ্রহন করিবেননা অতএব আপনারা কাগচ পত্র পাঠাইবার সময় উক্ত বিষয়ে মনোযোগী হইবে।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ ফিবরেল গেঃ পৃঃ ৫৭

গত সেতম্বর মাসের ২০ দিবসীয় সাধারণ লিপির শেষ ভাগের লিখিত সার্টিফিকাট যে দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রথম সংখ্যার মাসকাবারের সহিত পাঠাইতে হয় তাহা কেবল যে মাসে প্রধান সদর আমিন ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন সেই মাসে পাঠাইবেক নতুবা উক্ত লিপির ১২ ধারার নিরূপীত কৈফিএতের ৪ অংশের ক্রোর পত্রের নিম্নভাগে বৃত্তান্ত লিখিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ মার্চ গেঃ পৃঃ ৫৭।৫৮

দেশীয় বিচারক দিগের গুণাগুণ কর্ম্মদক্ষতা ও পূর্ব্ব কর্ম্ম জজ দিগের বার্ষিক রিপোর্টেই ব্যক্ত থাকে ও তদ্দারায় তাহাদিগের দরখাস্ত ব্যতিরেকে পদ বৃদ্ধি হইতে পারে তত্রাপী তাঁহারা কোন দরখাস্ত জজের দ্বারায় করিতে চাহিলে জজ তাহা অবশ্য পাঠাইবেন এবং এবালিসি মুনছফাদির প্রতিও ঐ রূপ অনগ্রহ হইবেক কিন্তু উক্ত নিয়মমতে না পা-

ঠাইয়া এক্কেকালে সদরে দরখাস্ত করিলে তাহা শ্রবণ ও তৎ সম্বলিত দস্তাবেজ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ মার্চ   গেঃ পঃ ৬৯। ৭০

সদরের অনুরোধ ক্রমে গবর্ণমেণ্টের আদেশ যে উত্তরকাল একটীং মোনছফ দরমাহা ৫০ টাকা ও ইনচার্য্য মোনছফ দরমাহা ২৫ টাকার হিসাবে পাইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ আপরিল   গেঃ পঃ ৭০

১৮৪০ সালের ৭ আক্টমতে সদরের ডিপুটী রেজেষ্টর মেস্তর কারপেটরিক সাহেবের প্রতি সাধারণ লিপি ও ইষ্টাম্পে লিখিত নকলে ও প্রথম আশীষ্টাণ্ট মেস্তর ইষ্টুর সাহেবের প্রতি পরিসেপ্‌টে ও সাদা কাগজে লিখিত নকলে স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতা দেওয়াগেল এবং প্রথম আশীষ্টাণ্টের অবর্ত্তমান কালে ঐ ডিপুটী রেজেষ্টর তাহার কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ আপরিল   গেঃ পঃ ৭১

১৮৪০ সালের ৫ আক্ট মতে নীচের লিখিত বাক্যানুসারে যাহারা শপথ করিবেক তাহাদিগেরকে কোন প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিতে হইবেক না কেবল উক্তবাক্য পাঠ ও শ্রবণ করিবেক এবং তাহার জবানবন্দির প্রথমেই লিখিতে হইবেক যে ১৮৪০ সালের ৫ আক্টের বিধ্যনুসারে শপথ করিলেক।

শপথ

আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এইক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য হইবেক এবং সত্য ভিন্ন হইবেক না।

ইং ১৮৪০ সাল ১০ আপরিল   গেঃ পৃঃ ৭১

এক অধিকারের নানানুনছফেরা সরকারি কর্ম্ম সম্বন্ধে জজকে না জানাইয়া পরস্পর রুবকারি প্রেরণ করিতে পারিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১০ আপরিল   গেঃ পৃঃ ৭২

১৮৩৪সালের২৬ সেতম্বর দিবসীয় ১১৫ সংখ্যক সাধারণ লিপির অন্যথায় আদেশহইল যে দেশীয় বিচারকেরা ।/ পূজা ও মহরমের বিদায়ের অতিরিক্তকাল পীড়িত জন্য কর্ম্মস্থানে আসিতে না পারিলেও পরে কর্ম্মস্থানে পৌঁউছিয়া পীড়িতথাকার বিষয় চিকীৎসকের সার্টিফিকীট দর্শাইলে উক্ত লিপির লিখিত অবর্ত্তমান কালের মাহিআনা কর্ত্তন হইবেক না। ২৭ অক্তবর সাঃ লিঃ দৃষ্টাঃ

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ আপরিল   গেঃ পৃঃ ৭২

১৮১২ সালের ২০ আইনের অভিপ্রায়মতে মোকদ্দমার খরচার জামিনি নামা রেজেষ্টরি হইতেপারে অতএব উক্তনিয়ম দলিল রেজেষ্টরি করা কর্ম্মকারককে জ্ঞাত করিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ আপরিল   গেঃ পৃঃ ৭২

গবর্ণমেণ্টের নাম সম্বলিত বাকী খাজনা আদায়কারণ নিলাম খরিদারের নামে নালিসী মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্ট তারিখে দেওয়াণী আদালতের কোন২ রীতি পরিবর্ত্ত করিয়া যে সাধারণ লিপি প্রচার হয় গবরণ বাহাদুরের অভিপ্রায় মতে তাহা অন্যথা হইল।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ আপরিল   গেঃ পৃঃ ৮০। ৮১

জেলার পণ্ডিতদিগেরবিবরণ নিচেরনকসামতে ও কোনপণ্ডি

তের পদ শূন্য থাকিলে কতদিন শূন্য ও কিরূপ কর্ম্ম চলিতেছে ও বেতন কি হইতেছে তাহার বেওরা লিখিবে।

নাম ও নিয়োগের তারিখ	বয়ঃক্রম ও জন্মস্থান	বেতনের সংখ্যা	সাধারণ যোগ্যতা ও চরিত্র	পণ্ডিতের কত ভূমি সম্পত্তি নিজ জেলায় কি অপর জেলায় আছে

ইং ১৮৪০ সাল ১ মে গেঃ পৃঃ ৮১

মিলেটারি বোর্ডেরসাধারণ লিপি যে গত ৩১ মে দিবসীয় লিপির সহিত প্রচার হইয়া ছিল তাহার ৩ ধারায় যে আদালত ঘরের সাসি দরজাভঙ্গ করণজন্য দণ্ডের নিয়মছিল তাহাঅন্যথা হইয়া আদেশ হইল যে আদালতের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাহার বিবেচনা করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৮ মে গেঃ পৃঃ ৮১ নাং ৮৩

১ ডিক্রীর নকল লওন জন্য সমস্ত ইষ্ট্যাম্প এককালীন দাখিল করিতে হইবেক কতক দাখিল করিয়া থাকিলে বাকী কাগজ ঐনকল প্রস্তুত হওনের আবকাশে দিতেহইবেক তাহাতে বিলম্ব হইলে ঐ বিলম্ব জন্য সময় আপীলের মেয়াদে বাদ পড়িবেক না।

২　　ডিক্রীনবিস প্রত্যেক ডিক্রীর পৃষ্ঠে ডিক্রী প্রস্তুত হওনের তারিখ লিখিবে এবং নকল জন্য কত ইষ্ট্যাম্প লাগিবেক তাহার লিখিতে নকলের প্রার্থনীয় ব্যক্তিকে সংবাদ করিবেক ও তাহার প্রমাণ জন্য স্বয়ং কি উকীলের স্থানে আসল ডিক্রীর পৃষ্ঠে লিখাইয়া লইবেক স্বয়ং কি উকীল উপস্থিত না থাকিলে জজকে জানাইবেন এবং জজ উত্তরকাল স্মরণ জন্য তাহার ইয়াদদাস্ত রাখিবেন।

৩　　উপযুক্ত ডিক্রী প্রস্তুত হওনের দিন হইতে ইষ্ট্যাম্প দাখিল পর্য্যন্ত যে বিলম্ব হইবেক তাহা আপীলের মেয়াদে বাদ পড়িবেক না এবং ডিক্রীর নকল কালিন অপর ইষ্ট্যাম্পের আবশ্যক হইলেও ঐ নিয়মে কর্ম্ম করিবেক।

৪　　আপীলের মেয়াদ নির্ণয় কারণ প্রত্যেক ডিক্রী ও হুকুমের নকলের পৃষ্ঠে নীচের লিখিত মেওয়া লিখিতে ও প্রধান সদর আমিন ও সদর আমিন ও মোনছফদিগের উক্ত নিয়মের প্রতি মনোযোগী হইতে আদেশ করিবেন।

অমুক তারিখ আসল ডিক্রী স্বাক্ষর হইল

অমুক তারিখ বাদী প্রতিবাদী আপীলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট নকল কারণ এতকেতা ইষ্ট্যাম্প দাখিল করিলেক

অমুক তারিখ এই নকল স্বাক্ষর ও মোহর করা হইল

অমুক তারিখ নকল দেওয়া গেল

অমুক তারিখ নকল প্রস্তুত হইয়া পাপর কি অপরকে দেওয়া গেল কিম্বা না লওয়াতে সেরেস্তায় রহিল।

পাগরের মোকদ্দমা মোনছফ আদালতে হইলে।

অমুক তারিখে পাগর কি অপর পক্ষকে সংবাদ করায় স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত না হওয়াতে নকল সেরেস্তায় রহিল।

রুবকারির নকল।

অমুক তারিখ রুবকারি স্বাক্ষর হইল।

অমুক তারিখে বাদি প্রতিবাদি আপীলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ রুবকারির নকলের প্রার্থনা করিলেক।

অমুক তারিখে এত্তকেতা ইষ্টাম্প দাখিল করিলেক।

অমুক তারিখে নকলে দস্তখত ও মোহর হইল।

অমুক তারিখে নকল দেওয়াগেল।

ইং ১৮৪০ সাল ৮ মে। গেঃ পৃঃ ৮৩।

১০০০ সংখ্যক কনেষ্টিকমণ অন্যথায় আদেশ হইল যে অপর জেলার জায়দাদ বিক্রয় জন্য কোন জজের নিকট দরখাস্ত করিলে জজ ঐ দরখাস্ত ঐ ভূমি সংক্রান্ত জেলা জজের নিকট পাঠাইবেন তৎপরে ঐ জায়দাদ সংক্রান্ত যে সমস্ত হুকুম ও অনুসন্ধানের আবশ্যক হইবেক তাহা ঐ ভূমি সংক্রান্ত জেলা জজ করিবেন।

৩। রাজস্বের কর্ম্মকর্ত্তারা কোন বিক্রয়ের মধ্য ব্যক্তি থাকুন বা না থাকুন সমস্ত বিক্রয়ের প্রতিই উক্ত নিয়ম খাটিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৫ মে। গেঃ পৃঃ ৮৩।৮৪।

দেশীয় বিচারকদিগের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিব

বর্ত্তকালীন রবিবার ভিন্ন প্রতি দিন ৫ ক্রোশের হিসাবে ও তদ্ভিন্ন প্রবাসের আয়োজনজন্য অপর সপ্তাহ মজুরা পাইবেক তাহার অধিক বিলম্ব হইলে ঐ বিলম্ব সময়ের বেতন পাইবেক না, যে জেলায় গমন করিবেক তথাকার জজের অনুমতি লইয়া বিলম্ব করিলেও বিলম্বকালের বেতন কর্ত্তন হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ২৯ মে। গেঃ পৃঃ ৮৪।

যে কোন নালিসের আরজীর ইষ্টাম্প মূল্য ফিরিয়া দিতে হইলে চলিত সাং লিপিক্রমে আসল আরজী কালেক্টরিতে পাঠাইতে হইবেক, তৎসংক্রান্ত গত ৬ ডিসেম্বর দিবসীয় ৬০ সংখ্যক সাধারণ লিপির ৩ ধারা অর্থাৎ শেষাংস অন্যথা হইল।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৪।৮৫।

যেহেতু মোনসফ আদালতে সরকারী উকীল নাই, অতএব তাহাদিগের নিকট প্যাপরের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কারণ সোপর্দ্দ হইলে তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার নকল সরকারী উকিলের জ্ঞাপন জন্য সর্ব্বদা জজ আদালতে পাঠাইবেন যদ্দারা সরকারী উকীল জ্ঞাত হইয়া মালের কর্ম্মকর্ত্তার উপদেশ মত সরকারী স্বত্ব রক্ষার উপায় করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৪।৯৫।

১ চীঠী। ডিক্রীজারির বিলম্বের অনুসন্ধান বিষয়ক।

২ চীঠী। অনোদ্যোগ জন্য ডিসমিস হওয়া মোকদ্দমার নূতন নালিস বিষয়ক ১৮৪১ সালের ২৯ আক্ট দৃষ্টাঃ।

৩ চীটী। কালেক্‌টরিতে অর্পিত ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ জুন পর্য্যন্তের মুলতবি মোকদ্দমার রিপোর্ট তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৫।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৮ ও ৭৩ ধারা ও ১৮৩৩ সালের ২৮ সংখ্যক ও ১৮৩৫ সালের ১৪৫ সংখ্যক সাধারণ লিপিক্রমে মুনসেফ ও সদর আমিনের রেজেষ্টরি বহি ও আমানতি বহি ও ইযাদদাস্তের প্রতি বারম্বার জজ দৃষ্টি করিবেন।

৩। কোন মুনসেফ নাজির নিয়োগ করিয়া মিরনাইলে কি আমানতি টাকা ব্যবহার করিলে কিম্বা আপন সেরেস্তাদারের প্রতি তাহার নাম দস্তখতের অনুমতি দিয়া থাকিলে জজ তাহার প্রতিকার করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১৯ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৬।

ইষ্টাম্প মাসুলের সাহায্য কি বিলাত আপীল অযোগ্য করণ জন্য দাবির ন্যূন করিয়া কেহ নালিস করিয়াছে, এমত আপত্তি কোন প্রতিবাদি করিলে চারি কেতা কাগজ দাখিলের পূর্ব্বে জজ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত ফিরিস্তীর ৮ ধারা ও ১০৪৬ সংখ্যক কনেষ্টকরণ মতে অনুসন্ধান করিয়া উচিত আদেশ করিলে অসন্তুষ্টি ব্যক্তি সরাসরি আপীল করিতে পারিবেক।

২। উক্ত নিয়ম প্রধান সদর আমিনকে জ্ঞাত করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৯ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৬।

ফওয়া ও ব্যবস্থার বার্ষিক নকল যে সদর আদালতে পাঠাইতে হয় এবং ১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্তেম্বর দিবসীয় সাধারণ লিপির ১৪ ধারার লিখিত মাসকাবারের সহিত প্রধান সদর আমিনেরা যে সর্টীফিকট পাঠান তাহা ইংরাজী কাগজে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৯ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৭।

নীচের লিখিত নক্সামতে ১৮৩১ সালের ৫ আইনোক্ত নিয়োজিত প্রধান সদর আমিন ও সদর আমিনদিগের কৈফিএৎ অবিলম্বে পাঠাইবে।

১৮৩১ সালের ৫ আইনোক্ত নিয়োজিত প্রধান সদর আমীন ও সদর আমিনের কৈফিএৎ।

কর্ম্মকারক	নাম	জন্মস্থান	বাসস্থান নগরগ্রাম পরগণা জেলা	বয়ঃক্রম	দেশীয় না হইলে কতদিন বাস	কেবল মারদপত্র বুঝরুগ্যাতি	নিয়োগের তারিখ
প্রধানসদর আমীন সদর আমীন							

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৭।৯৮।

নীচের লিখিত নক্সানুসারে ১৮৩৩ সালের ১৯৭ সংখ্যক সাধারণ লিপি ক্রমে নিয়োজিত আমিনদিগের ৩০ জুন পর্য্যন্তের কৈফিয়ৎ অবিলম্বে পাঠাইবে।

১৮৩৭ সালের ১৩ আইনের দ্বিতীয় সং লিপি ক্রমে অমুক জেলার নিযুক্ত আমিনের কৈফিএৎ।

নম্বর	আমিনদিগের নাম ও ধাম	নিয়োগের তারিখ	যে জেলা বা এলাকায় কর্ম্ম করে	জামিনের নাম ও তায়দাদ	আইন মতে উপযুক্ত কিনা	সাধারণ কৈফিএৎ
১	অমুকস্থান নিবাসী অমুক ব্যক্তি	অমুক মাসের অমুক তারিখ	১ সংখ্যক কি অমুক মুনচ্ছফী এলাকায়	৩০০ অমুক স্থানের অমুক২	কোন আইন মতে অনোপযুক্ত নহে	ঐ জেলার কোন বিচারক কি আমলার সহিত কুটুম্বিতা আছে কিনা তাহা এই ঘরে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৯৮।

দেশীয় জজদিগের যত মোকদ্দমা মাসকাবারে করিতে হয় তাহার সংখ্যা পূর্ণ করণ জন্য নালিসের তারিখ ও নম্বর বিবেচনা না করিয়া সহজ নিষ্পন্ন যোগ্য মোকদ্দমা অগ্রে নিষ্পত্তি করিয়া থাকিলে তাহা নিবারণ করিবে এবং সদরে রিপোর্ট পাঠাইবে।

ইং ১৮৪০ সাল ১০ জুলাই। গেঃ পৃঃ ১০৬।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত ফিহস্তীর ৭ ধারার ফারসী তরজমায় যে [illegible]

মধ্যে ৮ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প লাগিবেক, যে লিখিত হইয়াছে তাহা আসল ইংরাজীতে নাই।

ইং ১৮৪০ সাল ১৭ জুলাই। গেঃ পৃঃ ১৩২।

সদর আদালতের উপস্থিত সরকারী মোকদ্দমায় সরকারী উকীলের পাওনা খরচা হুকুমের ১ দফায় লিখিতে হইবেক কারণ তদ্দারা উকীল আপন খরচা আদায়ের উপায় বোর্ড কি অপর কর্ম্মকারক যাহারা ঐ মোকদ্দমার তদ্বির করিয়াছেন তাহাদিগেরদ্বারায় করেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১৭ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৯৯।

১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তির আপীল সদরের গ্রাহ্যোপযুক্ত কি না ত্বরায় নির্যাস জন্য ঐ প্রধানদিগের প্রতি আদেশ করিবেন, যে তাহারা যে কোন নম্বরি কি মুতফরকা মোকদ্দমার সমস্ত রুবকারিতে ঐ মোকদ্দমার দাবি সিক্কা ৫০০০ টাকার ন্যূন কি অধিক বিশেষ করিয়া লিখেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট গেঃ পৃঃ ১১২

কোর্ট আফ ডাইরেকটরের অভিপ্রায়।

এতদ্দেশীয় আমলাদিগের ভারি জরিমানা করণে তাহা দিগের অনুচিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মানোর হেতু হইতে পারে অতএব উচিত কর্ম্মে কোন আমলা অস্বীকার হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য বাধ্য ব্যক্তিকে নিযোগ করিলে জরিমানা করা হইতে উত্তম সম্ভবে।

ইং ১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট গেঃ পঃ ১০৭।

।/ পূজায় ২৩ সেতম্বর হইতে ২৭ অক্তবর পর্য্যন্ত আদালত বন্দের আদেশ।

ইং ১৮৪০ সাল ১৪ আগষ্ট গেঃ পৃঃ ১২৫।

১ । জজ আদালতে আপীলের মকদ্দমা যত নিষ্পত্তি হইবেক তাহার ফয়ছলায় যে দিবস ঐ মকদ্দমা নিষ্পত্তি কারণ নিম্নাদালতে সোপর্দ্দ হইয়াছিল তাহার তারিখ সর্ব্বদা লিখিতে হইবেক।

২ । এবং অধিন আদালতের প্রতি আদেশ করিবেন যে তাহারা প্রথমত যে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার ফয়ছলায় সোপর্দ্দ হওনের তারিখ লিখেন।

ইং ১৮৪০ সাল ২১ আগষ্ট গেঃ পঃ ১২২।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের মতাচরণ কালিন যে সদর আমীনেরা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন তাহাদিগের কর্ম্ম পারগতা ও আচরণ ও এইক্ষণে কত বেতনে কিকর্ম্ম করিতেছেন কি কর্ম্ম নাই তাহার বেওরা অবিলম্বে লিখিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ২১ আগষ্ট গেঃ পৃঃ ১২২। ১২৩

১ । মনছফি কর্ম্মাকাংক্ষিদিগের সাময়িক পরীক্ষা জন্য গবর্ণমেণ্ট পাটনা, মুরসীদাবাদ, ঢাকা, ও কলিকাতা, ৪ স্থান নিরূপণ করিয়া যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন তাহার নকল পাঠানো য়াইতেছে।

২ ।। ঐ নিয়ম দেশীয় জজদিগরকে বিশেষ দশম নিয়মের প্রতি মুনছফ গণকে মনোযোগ করিতে আদেশ করিবে।

৩ । প্রথম পরীক্ষা নবেম্বর মাসে ও দ্বিতীয় পরীক্ষা ৩১ সালের জানের মাসে ও পরে ষাম্মাসিক পরীক্ষা প্রতি জানের ও জুলাই মাসে হইবেক।

গবর্ণর কৌন্সল কর্তৃক ১৮৪০ সালের

৪ আগষ্ট দিবশীয় পরীক্ষার নিয়ম।

১ । মুনছফী কর্ম্মাকাংক্ষি দিগের পরীক্ষার নিমিত্তে এলাহাবাদ রাজধানীতে তিন সমাজ ও বঙ্গ রাজধানীতে ৪ সমাজ ঐ ঐ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক স্থাপন হইবেক প্রত্যেক সমাজে স্থান সম্পর্কীয় কমিসনর ও জেলা জজ মাজিষ্টর ও প্রধান সদর আমিনেরা ও অপর যাহাকে ২ গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করেন তাহারা পরীক্ষক হইবেন।

২ । ঐ আকাংক্ষিরা যে সমাজে পরীক্ষা দিবেন তাহার অন্তর্গত কোন জেলা জজের নিকট পরীক্ষা দিবসের ২ মাস পূর্ব্বে দরখাস্ত করিবেন কিন্তু এমত দরখাস্ত পরীক্ষক জজের নিকট হইবেক না।

৩ । জেলা জজেরা কর্ম্মাকাংক্ষি দিগের আচরণের উচিত অনুসন্ধান করিয়া উক্ত কর্ম্মের অযোগ্য বোধ না করিলে তাহার দরখাস্তে লিখিবেন যে ঐ ব্যক্তি পরীক্ষা যোগ্য।

৪ । পরীক্ষা যোগ্য ব্যক্তিদিগের পরীক্ষা জন্য পরীক্ষকেরা বৎসরে দুই বার বৈঠক করিবেন।

৫ । সদর আদালত সময়ে২ যে পরীক্ষার নিয়ম স্থির করিবেন তদনুসারে পরীক্ষা হইবেক।

৬ । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে সদর আদালতের নক্সামতে মোনছফি কর্ম্মের যোগ্যতাপত্র দিয়া সদরে তাহাদিগের নাম পাঠাইবেন।

৭ । কোন মুনছফি পদ শূন্য হইলে ও যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিরা দরখাস্ত করিলে জেলা জজ ও কমিসনরেরা তাহার নিমিত্তে অনুরোধ করিবেন এবং ঐ ব্যক্তি যোগ্যতাপত্র না পাওয়া ব্যক্তির অগ্রে সদর আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হইবেক।

৮ । যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির দরখাস্ত না পাওয়াতে উপস্থিত কর্ম্মে অপরের নামকরণ কোন জেলা জজ করিলে ও সদরে যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে জজের মনোনিত ব্যক্তিকে নিয়োগ জন্য আপত্য ভাবে কিছু কালের নিমিত্তে তাহাকে নিয়োগ করিতে পারিবেন কিন্তু আগত পরীক্ষার বৈঠকে তাহাকে যোগ্যতাপত্র লইতে হইবেক।

৯ । উক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া আগত পরীক্ষা কালীন যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত না হইলে তাহার পদ শূন্য বোধ করা যাইবেক।

১০ । যোগ্যতাপত্র না পাওয়া সাবেক মুনছফের কর্ম্মের গতিকে জেলা জজ তাহাকে অযোগ্য বোধ করিলে কমিসনরের ঐক্যমতে আগত পরীক্ষার বৈঠকে পরীক্ষা দেওন জন্য তাহাকে আদেশ করিবেন পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতাপত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কি অপর মুনছফি কর্ম্ম পাইবেক না।

১১ । উত্তরকাল সদর আদালতের অনুরোধ করা তিন জন মুনছফের একজন না হইলে ও ঐ অনুরোধের পূর্ব্বে এক বৎসর কাল মুনছফি কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে কেহ সদরআমিন হইতে পারিবেন না।

বাঙ্গালার গবর্ণর কর্তৃক অপর নিয়ম।

তারিখ ৮ ডিসেম্বর ১৮৪০ সাল। গেঃ পূঃ ৬।২ পুস্তক।

১ । পরীক্ষা কতক বাচনিক ও কতক লিখিত প্রশ্নের উত্তরের দ্বারায় হইবেক।

২ । পরীক্ষা সময় উপস্থিত এমত সংবাদ সদর দেওয়াণী আদালত পাইলে দেওয়াণী সংক্রান্ত আইন ও কর্ম্ম সাধনের বিধান দৃষ্টে প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা সমাজে পাঠাইবেন।

৩ । কর্ম্মাকাংক্ষি ব্যক্তিরা কোন পুস্তক কি অপর ইয়াদ দাস্ত না দেখিয়া পরীক্ষা সমাজের দুই জন সভ্যের সমীপে প্রশ্নের উত্তর লিখিবেন ঐ দুই জনের মধ্যে এক জন জজ কি কমিসনর থাকিবেন পরে সমস্ত সভ্যেরা উত্তর বিবেচনা করিয়া পারগতার বিষয় রিপোর্ট করিবেন, কর্ম্মাকাংক্ষিরা যে কোন ভাষায় উত্তর লিখিতে পারিবেন অপর বিষয়ে কর্ম্মক্ষম হইলে ও দেশীয় চলিত ভাষা উত্তমরূপে জানেন কি না পরীক্ষকেরা জ্ঞাত হইবেন।

৪ । প্রশ্নের উত্তর লিখিলে কোনএক মোনছফের সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া নিষ্পত্তিকরা কোন এক মোকদ্দমার শেষনিষ্পত্তি পত্র ভিন্ন অপর সমস্ত কাগজ কর্ম্মাকাংক্ষিদিগেরনিকট অনেক

উমেদার মুহুরি পাঠ করিয়া এবং ঐ কর্ম্মাকাংক্ষিরা উভয়বিবাদীর বিরোধ বিষয়ে আইন ও শাস্ত্রানুসারে যেরূপ নিষ্পত্তি করা উচিত হয় তাহার অভিপ্রায় লিখিবেন ও তাহা সমস্ত সভ্যেরা বিবেচনা করিয়া পারগতার বিষয় বিচার করিবেন।

৫। পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে কৃতকার্য্য হওয়া কর্ম্মাকাংক্ষিদিগের উত্তর সদরে পাঠাইবেন।

৬। বাচনিক পরীক্ষা পরীক্ষাসমাজের সম্পূর্ণ সভায় লওয়া যাইবেক এবং আইন সংক্রান্ত [illegible]য় বিচারক দিগের বিচারের রীতি ক্ষমতা ও অধিকারের বিষয় প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা হইবেক।

৭। পরীক্ষা সমাপ্ত ও বিবেচনা সিদ্ধ হইলে কৌন্সল কর্ত্তৃক নিয়মের ৬ ধারাক্রমে সদর আদালতের প্রস্তুত নক্সামতে কর্ম্মাকাংক্ষি দিগের যোগ্যতাপত্র দিয়া তাহাদিগের ফর্দ্দ স্বাক্ষর করিয়া সদর আদালতে পাঠাইবেন।

৮। মপস্বলসমাজে কেবল যাহারা সদর আদালতের প্রেরিত সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর করিবেন তাহারাই যোগ্যতাপত্র পাইবেন যদি মপস্বল সমাজ এমত বোধ করেন যে কোনব্যক্তি উপযুক্ত উত্তর দেওনে অক্ষম স্বত্বে ও অপর বিশেষ কারণে মুনছফি কর্ম্মের যোগ্য তবে তাহার লিখিত উত্তর ও যে কারণে কর্ম্মের যোগ্য তাহার বেওরা রাজধানীর প্রধান সমাজে পাঠাইবেন এবং ঐ ব্যক্তি যোগ্যতাপত্র পাওনের যোগ্য কি না তাহার বিবেচনা ঐ প্রধান সমাজ করিবেন কিন্তু উক্ত নিয়ম

প্রধান সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না তাহারা পর্ব্বমত ক্ষমতাবান থাকিবেন।

৯। যোগ্যতাপত্র দেওন বিষয়ে সভ্যদিগের সমান অংশের দ্বিমত হইলে সে ব্যক্তি কর্ম্মের অযোগ্য হইবেক।

১০। কর্ম্মাকাংক্ষি কোন ব্যক্তির সহিত কোন সভ্যের অন্তরঙ্গতা থাকিলে তিনি তাহার বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

১১। প্রথম পরীক্ষায় কোন ব্যক্তি উত্তীর্ণ না হইলে ও ঐ ব্যক্তির বোধগম্য দৃষ্টে পুনর্ব্বার পরীক্ষা দেওনজন্য ঐ ব্যক্তিকে সভ্যগণেরা অপর মেয়াদ দিতে পারিবেন কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তাহাকে জেলা জজের নিকট হইতে সার্টিফিকীট লইতে হইবেক।

১২। জেলা জজের নিকট সার্টিফিকীট জন্য কেহ দরখাস্ত করিলে ঐ ব্যক্তির আত্ম অন্তরঙ্গের মান্যতা ও সদাচার ও বোধগম্যের উচিত অনুসন্ধান করিয়া তাহার দরখাস্তের উপর লিখিবেন যে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারে অথবা ঐ ব্যক্তি আপন ভদ্রতা প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন।

১৩। জজ কর্তৃক এইরূপ সার্টিফিকীট লিখিত হইবেক যে দরখাস্তকারীর ভদ্রতা ও সচ্চরিত্র ও পূর্ব্ব আচরণের অনুসন্ধানের দ্বারায় নিশ্চয় বোধ হইলে ঐ ব্যক্তি পরীক্ষা দেওনের যোগ্য এবং ঐ সার্টিফিকীট সদরে পাঠাইবেন সদর আদাল-

র্ত্তের আপত্য না থাকিলে এইরূপ সার্টিফিকীট লিখিবেন যে দরখাস্ত কারীর পরীক্ষা জন্য তাহাদিগের আপত্য নাই।

১৪। কোন ব্যক্তির পরীক্ষা কালিন সভ্যদিগের আপত্য থাকিলে সদর আদালতের হুকুম কি তাপর অনুসন্ধান জন্য তাহার কারণ ঐ সার্টিফিকীটে লিখিয়া সদরে পাঠাইবেন।

অমুক সাকিমের অমুকের দরখাস্ত।

আমার প্রার্থনা যে উচিত অনুসন্ধান পূর্ব্বক পরীক্ষা সম্বন্ধীয় ১৮৪০ সালের ৪ আগষ্ট দিবসীয় নিয়ম যাহা ১৫ দিবসীয় গেজেটে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার তৃতীয় ধারার নির্দ্ধারিত সার্টিফিকিট প্রদান হয়।

দরখাস্ত কারী তাহার পিতার নাম।	বয়ক্রম	জাতি ও ধর্ম্ম	বাসস্থান নগর গ্রাম পরগণা ও জেলা	সরকারী যেকর্ম্ম পূর্ব্বে নিযুক্ত ছিল	কর্ম্মাকাংক্ষির ভূমি কিঅপর সম্পত্তি কোথা কোথা আছে	কর্ম্ম কাংক্ষি মহাজন কি খাতক ও তাহার মহাজন ও খাতকের বাস কোথা	সভ্যের সার্টিফিকেট
দেওয়ানের তারিখ							

উক্ত ২১ আগষ্ট দিবসীয় অপর দুই চিঠীর এক চিঠীর ২ ধারায় অধিকান্ত আদেশ যে পরীক্ষা সমাজের সভ্যগণের সহিত অপর ভদ্রলোকের বৈঠক হওয়া জজের বিবেচনায় ভদ্র দায়ক হইলে তাহা স্থির করিয়া রিপোর্ট করিবেন অপর ৩০ জুন দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট চিঠীর আদেশ যে সরকারী কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত সমাজে সভ্য করণ জন্য সদর আদালত অনুরোধ করিলে বঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ আগষ্ট গেঃ প্ ১৪৩।

নিচের লিখিত নিয়মানুসারে মুনছফী কাছারির পেয়াদার তলবানার হার ও দিন নিরূপণ করিয়া তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে করিবে ও তাহাতে যে কাছারিতে যত পেয়াদা তাহাদিগের রোজ ও তলবানার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিবেন।

তলবানার নিয়ম।

১ । জজেরা বর্ত্তমান মুনছফী কাছারির পরওয়ানা জারিজন্য আবশ্যক পেয়াদার সঙ্খ্যা স্থির ও উপযুক্ত ব্যক্তি বাছনি করিয়া নিচের লিখিত মতে তাহাদিগের নামের রেজেষ্টরিজন্য মুনছফগণকে আদেশ করিবেন অর্থাৎ ঐ রেজেষ্টরিতে পেয়াদার নাম ও তাহার পিতারনাম চাপরাসের নম্বর বয়ঃক্রম বাস স্থান ও সম্ভব পর অবয়বের প্রকার লিখিতে হইবেক।

২ । মুনছফেরা আপন পরওয়ানা জারী জন্য উক্ত রেজেষ্টরি পেয়াদা ভিন্ন অপরকে নিয়োগ করিতে বিশেষ হুকুম রুবকারিতে ও ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে না লিখিয়া পারিবেন না।

৩ । উক্ত রেজেষ্টরি পেয়াদারা আপন২ খরচে নম্বর যুক্ত চাপরাস পাইবেক।

৪ । মুনছফেরা তাহাদিগের হুকুম জারিজন্য চলিত নিয়মানুসারে তলবানার এক ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন ও তাহাতে কাছারি হইতে তাহার এলাকার যেস্থান যত দূর ও দূরাদূর বিবেচনায় যত দিনের তলবানা দিতে হইবেক তাহার বেওরা থাকিবেক।

৫ । ঐফর্দ্দ জজের নিকট প্রেরিত ও জজকর্তৃক শুধারা ও ধার্য্য হইলে সাধারণের জ্ঞাপন জন্য মুনছফি কাছারিতে লটকানো থাকিবেক মুনছফের কবকারির লিখিত বিশেষ আদেশ ভিন্ন ঐ ফর্দ্দের লিখিত তলবানার অধিক পাইবেকনা।

৬ । উক্ত তলবানা পরওয়ানা জারীর পূর্ব্বে দাখিল হইবেক এবং যত টাকা যাহার মারফত দাখিল হইল মুনছফ তাহা ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবেক ঐ পরওয়ানা জারী হইয়া ফিরিয়া আইলে ঐ টাকা মজকুরি পেয়াদা পাইবেক।

৭ । ঐ তলবানার জমা খরচের রেজেষ্টরি নিচেরলিখিত নক্সা মতে হইবেক।

৮ । ঐ দাখিল হওয়া তলবানার অতিরিক্ত তলবানা কি খোরাকী কোন পেয়াদা চাহিলে কি লইলে কর্ম্মচ্যুত ও চলিত আইন মতে দণ্ডনীয় হইবেক।

৯ । পেয়াদারা অতিরিক্ত তলবানা লইতে নাপারে এনিমিত্তে মুনছফেরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন এবং তলবানার মিরণ কেহ পাইবেনা সমস্ত তলবানা কেবল পেয়াদাই পাইবেক।

তলবানার রেজেষ্টরি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
মকদ্দমার নম্বর	ফরিয়াদির নাম	আসামির নাম	পরওয়ানার [illegible]	[illegible] সংখ্যা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ আগষ্ট গেঃ পঃ ১৫৯

প্রথম নালিসের কি আপীলের আরজী অথবা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধাঃ ১ প্রকরণ মতে যোত্রহিন রূপে আপীলের আরজী লিখিতে এককেতা ইষ্টাম্পের অধিক আবশ্যক হইলে সম্পূর্ণ মুল্যের এক কেতা ইষ্টাম্পে লিখিয়া অবশেষ সাদা কাগজে কি ঐ মুল্যের দুই তিন কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিতে পারিবেক।

২। জওবাদিতে অধিক কাগজ যোগের বিষয় ৮৭০ সংখ্যা কনেষ্টকষণে ব্যক্ত আছে অর্থাৎ সাদা কাগজ যোগ হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেতম্বর গেঃ পঃ ১৪৫

প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সদর আপীল হইলে যে কাগজের নকল ঐ প্রধান আদালতে করিতে হয় তাহার নকল নবিসের বেতন গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ফিঃ ৪০০০

কথায় ১ টাকা স্থির হইয়াছে এমতে হুকুম হইল যে উভয় বিবাদির খরচে যে বাঙ্গলা ফারসী ও উর্দ্দু লিখিত কাগজের নকল হইবেক তাহা শুদ্ধ শুস্পষ্ট ও অনাশ পাঠ যোগ্য হইলে ফিঃ ৪০০০ কথায় ১ টাকা পাইবেক এবং অঙ্ক সকল কথা গণ্য হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেতম্বর। গেঃ পৃঃ ১৫৮।

১ । সদর আমিন ও প্রধান সদর আমিন দিগের স্বকার্য্য সাধন জন্য বিদা এর দরখাস্ত তাহাদিগের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার ফর্দ্দ সম্বলিত একেবারে সদর আদালতে প্রেরিত হইবেক।

২ । ঐ সমস্ত দরখাস্ত বর্ত্তমান রীতি ক্রমে জজ পাঠাইবেন কিন্তু তাহার সহিত দেশীয় ভাষায় লিখিত কোন কাগজ থাকিবেক না কেবল দরখাস্ত গ্রাহ্যাগ্রাহ্যর বিষয়ে আপন অভিপ্রায় লিখিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেতম্বর। গেঃ পৃঃ ১৯৮।

১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের অভিপ্রায় এই স্থির হইয়াছে যে আদালতের আদিষ্ট নিলাম ঐ আদালতের বিশেষ হুকুম ভিন্ন কালেক্টরেরা স্থকিত রাখিতে পারেন না অতএব আদালত কর্ত্তৃক নিশেধ নাহইলে নিরূপিত দিবসে অবস্যই নিলাম হইবেক শুতরাং ৯৭৪ সংখ্যক কনেষ্টকষণের শেষভাগ অন্যথা হইল।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেপ্তম্বর। গেঃ পৃঃ ২২৭।

ডিক্রিজারিতে কোন সম্পত্তির বিক্রয় কালিন যে ঐ সম্পত্তির পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহিতার দাওয়ার বিচার সরাসরি মতে হইয়া আসিতেছে তাহা বিধি পূর্ব্বক নহে কারণ যখন আইনে আদেশ আছে যে বিক্রয় কালিন ক্রেতা কে জানাইতে হইবেক যে বিক্রীত বস্তুতে আসামির যে সত্ত্ব আছে তাহার অতিরিক্ত ক্রেতা পাইবেক না তখন পূর্ব্ব বন্ধক সত্ত্বে ঐ সম্পত্তিতে আসামির সত্ত্ব বিক্রয় হইবেক এমতে আদেশ হইল যে বিক্রয়ের পূর্ব্বে এমত দাওয়া উপস্থিত হইলে ঐ দাওয়ার বিষয় ক্রেতাকে জ্ঞাত করিয়া বিক্রয়ের রূবকারিতে লিখিবেন এবং নিলামেতেও এরূপ ব্যবহার হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ সেপ্তম্বর। গেঃ পৃঃ ২২৮।২২৯।

যে হেতু ১৮৩৭ সালের ২৬ আইনে আদেশ আছে যে ৫০০০ টাকার ঊর্দ্ধ মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরা জজের ন্যায় ক্ষমতাবান আছেন এবং তাহার আপীল কেবল সদর আদালতে হইবেক এমতে তাহারা ৫০০০ টাকার অধিক দাবির মোকদ্দমায় আসামিকে স্বয়ং কয়েদের আদেশ করিতে পারিবেন অতএব ১৮৩৩ সালের ৭৬ সংখ্যক সাং লিপি প্রচারের পূর্ব্ব মাসের কর্ম্ম কারকের পরওয়ানা দ্বারায় প্রেরিত কয়েদি দিগের কয়েদ ও খালাস কারণ যেরূপ কারাগার রক্ষকের প্রতি জজ আদেশ করিতেন ৫০০০ টাকার অধিক দাবির

মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন কর্তৃক প্রেরিত কয়েদির প্রতি সেইরূপ আদেশ করিবেন।

ভুলশুদ্ধ।

১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বাঙ্গালা তরজমার ভুল নীচের লিখিত মতে শুধারা হইল।

হিসাবি সরাকতি ওকর্জা ও ক্রয় বিক্রয় ওচুক্তিপত্র সংক্রান্ত আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমায় ঐ মকদ্দমা ২০০ টাকার দাবির অধিক হইলে ঐ মকদ্দমায় সালিষ লওন জন্য আদালত উভয় বিবাদিকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ২ আক্টবর গেঃ পৃঃ ২১৩

১ । ১৮১৭ সালের ১২ সংখ্যক ও ১৮২২ সালের ৬০ সংখ্যক ও ১৮৩৬ সালের ১৭৯ সংখ্যক সাধারণ লিপির প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও ঐ লিপির বিবরণ বিশেষ রূপে অধীন বিচারক গণকে জ্ঞাত করণের আদেশ। ১৮৪১ সাল ৮ জানুয়ার সাঃ লিঃ দৃষ্টাঃ।

২ । ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২১ ধারায় যে বিধি প্রধান সদর আমিনের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অবিকল মত আচরণ জন্য ঐ প্রধানের প্রতি আদেশ করিবে এবং তাহা দিগের কে জ্ঞাত করিবে যে তদ্বিষয়ে শৈথিল্য করিলে সদর আদালত প্রতিকার করিবেন।

৩ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধি যেমত প্রথম-মত মকদ্দমায় খাটে তদ্রূপ আপীলের মকদ্দমায় খাটী-

বেক এমত বিবেচনায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ ও উত্তর প্রত্তি উত্তরাদির হেতু বিশেষ করিয়া সমস্ত মকদ্দমার রুবকারিতে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ অক্তবর গেঃ পৃঃ ২৪৩।২৪৪

এক দপ্তরের কর্ম্মকারক রাধানাথ শিকদারের ন্যায় কোন কলম পেসা কর্ম্মকারককে অন্য দপ্তরে নিযোগ করণ জন্য প্রবৃত্তি লওয়ানো অত্যনুচিত এমতে কোর্ট আফ ডাইরেকটরের অভিপ্রায় যে অপর দপ্তরে কর্ম্ম করণজন্য অন্য দপ্তরের নিযোজিত কোন কর্ম্মকারকের দরখাস্ত ঐ দপ্তরের প্রধানের সম্মতি ভিন্ন গ্রাহ্য হইবেক না।

দ্বিতীয় লিপি। ইংরাজি লিখিবার সরঞ্জাম মিলেটরি বোর্ড সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্ট ভাণ্ডার হইতে লওনের আদেশ।

ইং ১৮৪০ সাল ২৭ অক্তবর গেঃ পৃঃ ২৬০

গত ১০ আপরিল দিবশীয় সাধারণ লিপির ২ ধারার অন্যথায় আদেশ হইল যে কোন অন উপস্থিত দেশীয় বিচারকেরা প্রত্যাগমনের পুর্ব্বে কি পরে চিকিৎসকের সর্টিফিকট কি অন্য প্রকারে পিড়ীত থাকন জন্য উপযুক্ত সময়ে প্রত্যাগমনে অসক্ততা জজের প্রবোধ জন্মাইতে নাপারিলে তাহার মেয়াদের অতিরিক্ত কালের সমস্ত বেতন কর্ত্তন হইবেক কিন্তু ছুটির সময়ের বেতন কর্ত্তন হইবেক না।

ইং ১৮৪০ সাল ৩০ অক্তবর গেঃ পৃঃ ২৪৪।২৪৫

১ দেশীয় বিচারক কি অপর কর্ম্মকারকেরা আপন২ কর্ম্মের

সখ্যাতির বিষয় কোন দরখাস্ত জজের নিকট দাখিল করিলে জজ তাহা গবর্ণমেণ্ট পাঠাইবেন না ঐ কর্ম্ম কারককে ডাকের দ্বারায় গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে হইবেক।

২ কিন্তু ইহাতে ১৮৩৭ সালের ২৯ সেতম্বর ও ১৮৪০ সালের ৬ মার্চ্চের সাঃ লিপি অন্যথা হইল এমত বোধ হইবেক না।

৩ এবং মাজিষ্টর ও জাইণ্ট মাজিষ্টরের নিকট ইহার নকল পাঠাইতে হইবেক।

দ্বিতীয় লিপি। মুনসেফদিগের মাহিনা কি প্রকার পাঠানো যায় তাহার বেওরা তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ৩০ অক্তবর গেঃ পৃঃ ২৪৪।২৪৫।

নীচের লিখিত নকসামতে কাগজ মুনসেফের নিকট হইতে তলব ও নিরীক্ষণ করিয়া সম্পূর্ণ বিবরণ সদরে পাঠাইতে হইবেক।

আদালতকে অমান্যকরণ জন্য অমুক মুনসেফ কর্তৃক জরিমানার কৈফিয়ত।

মুনছফ ওচৌকীর নাম	যতমকদ্দমায় জরিমানা হয়	যতটাকা জরিমানা হইয়াছে	জজকর্তৃক যতজরিমানা স্বাব্যস্ত	আদায় ওয়াজরিমানার মোট	কৈফিএত

ইং ১৮৪০ সাল ৬ নবেম্বর গেঃ পৃঃ ২৪৬।

উপযুক্ত কর্ম্মকারক দিগের পদবৃদ্ধি জন্য মুনসেফদিগের বিবরণ ছাপার প্রেরিত নকশা মতে পাঠাইবে।

অমুক মুনসেফের বিবরণ।

নাম	বয়ক্রম	কর্ম্ম	কর্ম্মস্থান	দখালের ভূমি	পূর্ব্ব সরকারীকর্ম্ম	বার্ষিক রিপোর্টে লিখিত আচরনের বিবরণ
নাটী ফিকীটেরনকল ইহারসহিত থাকিবেক						

ইং ১৮৪০ সাল ২০ নবেম্বর গেঃ পূঃ ২৭৬।

নীচের নক্সানুসারে আদালতের বর্ত্তমান সেরেস্তাদার পেসকার ও নাজিরের নাম ও তাহারা তগির বহাল হইলে ১০ দিনের মধ্যে তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে পাঠাইবে।

অমুক জেলার সেরেস্তাদার পেষকার ও নাজিরের কৈফিএত।

আমলার নাম	কর্ম্ম	যদ্দারা যেদিবস নিয়োগ	বয়ক্রম	যতবৎসরকর্ম্ম করে	দখলের ভূমি	আচরণ ও গুণের বিবরণ
অমুক.	সরেস্তাদার	১৮২৫ সাল অমুক সাহেব কর্ত্তৃক	৪৫	২৩	অমুক জেলা ৩৫০ জমাতালুক.	
ঐ	পেষকার					
ঐ	নাজীর					

ইং ১৮৪০ সাল ২০ নবেম্বর গেঃ পঃ ১০। ১৮৪২ সাল

আদালতের ডিক্রীজারিতে কোন সম্পত্তি নিলাম হইয়া টাকা জমা হইলে ঐ টাকার অংশ পাওন জন্য অপর ডিক্রী দারেরা দাবি করিলে যে আদালতের হুকুমে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে ডিক্রী সেই আদালতে হইয়া থাকুক বা না থাকুক সেই আদালত অগ্রে প্রাপ্যযোগ্য ডিক্রীদারের পক্ষে নিষ্পত্তি করিবেন তাহাতে কোনব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে মকর্দ্দমার গতিকে সদরে কিম্বা জজ আদালতে আপীল করিতে পারিবেক কিন্তু রিতমত আপীল না হইলে কোন উচ্চাদালত গ্রাহ্য করিবেন না॥

ইং ১৮৪০ সাল ১ দিসেম্বর গেঃ পঃ ২৭৭।

১৮৪০ সালের দেওয়ানী মকর্দ্দমায় সালিয়ানা কৈফিয়ত পাঠাইবার তাগীদ।

ইং ১৮৪০ সাল ১১ দিসেম্বর গেঃ পঃ ১০ নাং ১২। ১৮৪২ সাল

প্রত্যেক জেলায় যে প্রত্যেক পণ্ডিত ছিলেন তাহা রহিত হইয়া নীচের লিখিত মতে ১৫০ টাকা মাসিক বেতনে পরাবিনসেন অর্থাৎ প্রদেশীয় পণ্ডিত নিয়োগ হইবেন।

প্রথম সরকিল রাজধানি প্রদেশ মোং ২৪ পরগনা।

৮ জেলা অর্থাৎ চব্বিশ পরগনা হুগলি যশহর মেদিনীপুর নদীয়া কটক বর্দ্ধমান বাঁকুড়া।

দ্বিতীয় সরকীল ঢাকাপ্রদেশ মোং ঢাকা।

৬ জেলা অর্থাৎ বাখরগঞ্জ মৈমনসিংহ ত্রিপুরা চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট ঢাকা।

তৃতীয় সরকীল মুরশিদাবাদ প্রদেশ মোং মুরশিদাবাদ।

৭ জেলা অর্থাৎ বীরভূম ভাগলপুর দিনাজপুর পুরনিয়া রাজশাহী রঙ্গপুর মুরশিদাবাদ।

চতুর্থ সরকীল বেহার প্রদেশ মোং পাটনা।

৫ জেলা অর্থাৎ বেহার সারণ সাহাবাদ ত্রিহুতপাটনা।

এইক্ষণে যে ২৬ জেলায় ১৮ জন পণ্ডিত আছেন তাঁহাদিগের পদ শূন্য পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ ডিসেবর গেঃ পৃঃ ৯। ১৮৪২ সাল

১ জজ আদালতে যে সমস্ত নালিসের আরজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২ ধারা ক্রমে দাখিল হইবেক তাহা ১৮৩৩ সালের ১২আইনমতে বিশেষ মোক্তার কি জজ কি প্রধান সদরআমীন কি সদর আমীন যে কোন আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা দাখিল হইতে পারিবেক এবং জজ সাহেব এমত উপায় করিবেন যে উক্ত মোকদ্দমা বিচার জন্য যে২ আদালতে সোপর্দ্দ হইতে পারে সেই২ আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা ঐ নালিসের আরজী দাখিল হয়।

২ এবং জজেরা প্রত্যেক আদালতের নিমিত্তে প্রত্যেক উকীল বিভাগ করিয়া দিবেন তাহা হইলে এক আদালতের উকীল অন্যাদালতে কর্ম্ম করিতে পারিবেক না।

৩ ১৮৩৩ সালের ১২ আইন উচিৎমতে প্রচার হইয়াছে কি না তাহার সংবাদ করিতে এবং উক্ত হুকুম প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনকে জানাইতে হইবেক।

অপর অনসন্ধান কারণ যে মোকদ্দমা জজ ও প্রধান সদর

আমীন আদালতে প্রেরিত হইয়া মুলতবি ও জজ কর্তৃক যত মোকদ্দমা নিম্নাদালতে প্রেরিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ ডিসেম্বর গেঃ পৃঃ ১২। ১৮৪১ সাল।

২। মফঃসল আদালতের সফীনা যেপ্রকার কলিকাতায় জারী হইবেক তাহা ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের ৪ ধারায় প্রকাশ আছে অতএব কলিকাতা নিবাসী সাক্ষীর সাক্ষ্য লওন জন্য চিফ মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন হুকুম পাঠাইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের প্রতি নিষেধ হইল।

৩। উক্ত আইনমতে যে সফীনা কি রিট কি ওয়ারেণ্ট কি পরওয়ানা পাঠাইবে তাহা ঠিক ঐ আইনানুসারে লিখিবে নতুবা শুধারা জন্য ফেরত্ত হইবেক।

৪ এই লিপীর নকল মাজিষ্ট্রেটীতে পাঠাইবে এবং সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনকে জ্ঞাত করিবে।

ইং ১৮৪১ সাল ৮ জানের গেঃ পৃঃ ৭১। ১৮৪১ সাল।

১৮৪০ সালের ২ আক্টোবর দিবসীয় সাঃ লিপির প্রথম ধারায় যে প্রত্যেক অধীন বিচারক শব্দ লিখিত আছে সে স্থলে তাহা যেং কর্ম্ম কারকের প্রতি খাটিতে পারে তাহা দিগের কথা লিখিবে।

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ জানুআরি গেঃ পৃঃ ৭০। ১৮৪১ সাল।

এক বৎসরের অধিক মুলতবি মোকদ্দমার বিবরণ যথার্থ কারণ সম্বলিত নীচের লিখিত নক্সামতে প্রস্তুত ও প্রত্যেক মার্চ জুন সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাহার মাস কাবারে লিখিবে এবং মুতফরকা মোকদ্দমার বিবরণ জুন ও ডিসেম্বর মাহার মাস-কাবারের সহিত পাঠাইবে।

দেওয়ানী কৈফিয়তের ৩ ধারার লিখিত এক বৎসরের অধিক মুলতবি মোকদ্দমার বিবরণ।

	১ বৎসরের অধিক মুলতবি মোকদ্দমা			কৈফিয়ত।
	প্রথম মোকদ্দমা।	আপীল	মোট	
জজের সমীপে	৩	২	৫	প্রথম মোকদ্দমা। ১৮৩৭ সালের মোকদ্দমা পুনর্বিচার কারণ ১৮৪০ সালের ১ জানুয়ারি পাইয়া এস্তেহার জারী করা গিয়াছে ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা আপীলে মোকদ্দমার সহিত বিচার করিতে হইবেক ঐ ঐ শ্রবণজন্য প্রস্তুত আপিল। ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা শ্রবণজন্য প্রস্তুত
প্রধান সদর আমীনের সমীপে	১	২	৩	প্রথম মোকদ্দমা। ১৮৩৮ সালের মোকদ্দমা পুনর্বিচার কারণ পাইয়া আমীন পাঠান গিয়াছে ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা শ্রবণজন্য প্রস্তুত
সদর আমীনের সমীপে	০	০	০	নাই।
মুনসেফ সমীপে	২	০	২	১৮৩৮ সালের মোকদ্দমা পুনর্বিচার কারণ পাইয়া আমীন পাঠান গিয়াছে ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা শ্রবণজন্য প্রস্তুত

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ জানের গেঃ পঃ ৭২। ১৮৪১।

১। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় যে মুলতবি মোকদ্দমার কৈফিয়তে গত বৎসরের মোকদ্দমা ভিন্ন অপর বৎসরের মোকদ্দমা না থাকে অল্প মোকদ্দমা থাকিলেও তাহার কারণ দর্শান যায় এবং প্রাচীন মোকদ্দমা সকঠিন জন্য নূতন সহজ নিষ্পত্তি যোগ্য মোকদ্দমা জজেরা যে অগ্রে বিচার করিয়া থাকেন তাহা অকর্ত্তব্য এবং যাহারা তাহা না করিবেন প্রশংসাযোগ্য হইবেন।

২।৩। এমতে সদর আদালতের অভিপ্রায় যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৯ ধারায় যে মোকদ্দমা উপস্থিতের শ্রেণীপূর্ব্বক বিচারের আদেশ আছে তাহার প্রতি সমস্ত জজেরা বিশেষ মনোযোগি হন।

৪। মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে জজ ও প্রধান সদর আমীন আদালতে ৮।১০ মাসের অধিক অল্প মোকদ্দমা মুলতবি থাকিতে পারে এবং সদর আমীন ও মুনসেফ আদালতে ৬ মাসের অধিক কোন মোকদ্দমা মুলতবি থাকিতে পারে না।

৫। ১৮৩২ সালের ৬৩সংখ্যক সাঃ লিপিতে যে ফি মাস ২৫ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের আদেশ দেশীয় বিচারকদিগের প্রতি আছে তাহা অতি ন্যূন সংখ্যা তাহার অধিক অনায়াসে নিষ্পত্তি হইতে পারে বিশেষতঃ তমসুক বা বুদ্ধি দেনা পাওনা হইলে।

৬। এক মুনসেফি আদালতের অনেক মুলতবি মোকদ্দমা অপর কর্ম্মদক্ষ মুনসেফের দ্বারায় নিষ্পত্তি হওয়া প্রধান কোন

হইলে তাহার পরিবর্ত্ত কারণ অনুরোধ করিলে সদর আদালত স্বীকার করিবেন ঐরূপ পরিবর্ত্ত হইয়া তুষ্টিজনক কর্ম্ম করিলে শীঘ্র পদবৃদ্ধির যোগ্য তাহাকে সদর আদালত বোধ করিবেন।

৭ । উপরোক্ত কর্ম্ম সফল জন্য অন্যায় কি অবিবেচনা পূর্ব্বক কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এমত নহে সদরের অভিপ্রায় এই মাত্র যে দেশীয় বিচারকদিগের উদ্যোগে উত্তম রূপে কর্ম্ম করা হয়।

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ জানের গেঃ পৃঃ ৭৩। ১৮৪১ সাল।

১ । জজ আদালতে যত নালিস হইবেক সমস্তই উপযুক্ত নিম্নাদালতে অর্পণ হইবেক।

২ । নিম্নাদালতের নিষ্পত্তির আপীল নিরূপিতরীত্যানুসারে সম্ভব পর অবিলম্বে শ্রবন ও সুধারা কবিতে হইবেক।

৩ । ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারা ও ১৮৩২ সালের ৬৫ সংখ্যক সাঃ লিপিক্রমে যে মুনসেফ ও সদর আমীনের নিষ্পত্তির কতক আপীল প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দ জন্য সদরে দরখাস্ত করিতে হয় তাহা যখন ঐ প্রধানের নিকট ২০০ মোকদ্দমার ন্যূন মুলতবি থাকিবেক তখন করিবেন।

৪ । নিম্নাদালতের দেওয়ানী কার্য্যের অধক্ষতা সাবধান পূর্ব্বক করিবে এবং বিশেষ কারণভিন্ন ৬ কিম্বা ৮ মাসের অধিক কোন মোকদ্দমা মুলতবি থাকিতে দিবেনা।

৫ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ১০ । ১১ । ১২ নম্বরিল তার লিখিত মুলতবি ও উপস্থিত সমস্ত মুতফরকা ও অপর মুতফরকা মোকদ্দমা যাহা আইনমতে ঐ প্রধান সদর আমীনের সোপর্দ্দ

যোগ্য তাহা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ধারাক্রমে ঐ প্রধা-নের নিকট সোপর্দ্দ হইবেক।

৬ । বেডাড়া সওয়াল জওয়াব নিবারণ ও উপযুক্তমতে ডিক্রী প্রস্তুত ও তজ্জন্য নিম্নাদালতকে উপদেশ করিবে।

৭ । খাস আপীল ও পুনর্ব্বিচার গ্রাহ্য জন্য চলিত আইন ও সদর আদালতের উপদেশমতে কর্ম্ম করিবে।

৮ । দেশীয় জজদিগের বিশেষ ত্রটী ও অপারগতার বিষয় অবিলম্বে রিপোর্ট করিতে হইবেক এবং যাহারা উত্তম কর্ম্ম করিয়াছে এবং উচ্চপদের যোগ্য তাহাদিগের প্রার্থনা সর্ব্বদা জানাইবে।

ইং ১৮৪১ সাল ২৯ জানের গেঃ পৃঃ ১০৬। ১৮৪১ সাল।

প্রধান সদর আমীনদিগের আমলাগান ও দপ্তর সরঞ্জামির ফর্দ্দ তলব।

ইং ১৮৪১ সাল ৫ ফিব্রুআরি গেঃ পৃঃ ৯১। ১৮৪১ সাল।

মুনসেফদিগের প্রভেদকারণ মাসকাবার ইত্যাদিতে উচ্চ শ্রেণী মুনসেফের নামের অগ্রে ১ শ্রেণী ও কমিটীর যোগ্যতা পত্র প্রাপ্ত মুনসেফের নামের অগ্রে ইংরাজী (ডি) অক্ষর লিখিতে হইবেক।

২ । ১৮৩৫ সালের ১৫৬ সংখ্যক সাঃ লিপির ৫ নাং ৮ ধারার বিধি সুন্দররূপে পালন হইতেছে না এমতে আদেশ হ-ইল যে যে মুনসেফেরা অনউপস্থিত সম্পোণ্ড কি বিদায় প্রার্থনা করেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঐ লিপির নির্দ্দিষ্ট সংবাদ অবশ্য লিখিয়া পাঠাইবে।

ইং ১৮৪১ সাল ১২ ফিব্রুআরি গেঃ পৃ ১১৩। ১৮৪১ সাল।

১ । সম্পোণ্ড হওয়া মুনসেফ সদর আমীন ও প্রধান সদর

আমীনেরা পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিয়োগ হইলে তাহাদিগের বেতন কর্ত্তন হইবেক না. তাহাদিগের পরিবর্ত্তে যাহারা কর্ম্ম করিবেন ১৮৩৩ সালের ২৯ জানের দিবসীয় অনুপস্থিত কর্ম্মকারকের প্রতিনিধিস্বরূপ কর্ম্মকারকের নিয়মানুসারে বেতন পাইবেক এবং ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট খরচ পড়িবেক।

২। যদি ঐ সম্পেণ্ড হওয়া কর্ম্মকারকেরা একেবারে কর্ম্মচ্যুত হন তবে তাহাদিগের কর্ম্ম যাহারা নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহারা ঐ তাবৎকালের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন।

৩। সরকারের নিরর্থক খরচ না হয় বিধায় সম্পেণ্ড হওয়া উক্ত কর্ম্মকারকদিগের বিচার অবিলম্বে করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ ফিব্রুআরি গেঃ পৃঃ ১১৭। ১৮৪১ সাল।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত ফিস্তির ৪১ ধারার তরজমার ছল নীচের লিখিতমতে সুধারা হইবেক।

৪১ ধারা।

পার্টিসন *অর্থাৎ বিভাগপত্র এতাবতা সাধারণ বিষয়ের অধিকারি কি অংশিদিগের পরস্পর একবাক্যতাক্রমে অথবা জমীদারি ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে সরকারের কার্য্যকারকের হুকুমক্রমে কি হিন্দুর ব্যবহারমতে, সাধারণ বস্তুর বিভাগ হইলে এক২ অংশীর অংশ ৮০০ টাকার অধিক হইলে প্রত্যেক অংশির ঐ বিভাগ পত্রের নকল ৮ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পো লিখিত হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ২৬ ফিব্রুআরি গেঃ পঃ ১৪৭। ১৮৪১ সাল।

১৮৩৮ সালের ২৩ নবেম্বর ২৬ সংখ্যক সাঃ লিপির অভিপ্রায় মতে কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরেরা বিদায় প্রাপ্ত

হইয়া কিম্বা দৈবঘটনায় অনপস্থিত হইলে ঐ মোকামে যে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকিবেন তাহাদিগকে সর্ব্ব কারি তহবিলের ভার গ্রহণ করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১২ মার্চ গেঃ পঃ ১৬৩। ১৮৪১ সাল।

জাবেতা আপীল গ্রাহ্য জন্য এইমাত্র জানিবার আবশ্যক যে নিরূপিত সময়ে আপীল ও ১৮৩২ সালের ৬০ সংখ্যক সাং লিপির লিখিত ইষ্টাম্পে আপীলের আরজী লিখিত হইয়াছে আপীল হইলে রেস্পাণ্ডেণ্টকে এত্তেলা দেওয়া হইয় থাকুক কি ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণমতে আপীল শ্রবণকালীন যদ্যপি প্রকাশ হয় যে আপীলাণ্ট প্রথম আদালত হইতে উচিৎমতে এত্তেলা পাইয়াছে এবং আদালতের রীতি ও আইনমতে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং অনদ্যোগের কারণ যে আপীলাণ্ট দর্শায় তাহাও গ্রাহ্যযোগ্য নহে তবে অবশ্য আপীল ডিসমিস হইবেক নতুবা এক তরফা বিচার হইলেই অপর অনসন্ধান কি পুনর্ব্বিচার কারণ ফিরিয়া পাঠাইতে হইবেক এমত নহে।

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ মার্চ গেঃ পঃ ১৫১। ১৮৪১ সাল।

দেশীয় বিচারকদিগের আচরণ বৃদ্ধি ও আইন বিষয়ে বিজ্ঞতা জ্ঞাপনজন্য জজ আদালতে আপীল হওয়া যত মোকদ্দমা বিচারের দোষে পুনর্ব্বিচার কারণ নিম্নাদালতে প্রেরিত হইয়াছে তাহার কৈফিয়ত নীচের লিখিত নক্সামতে মাস২ পাঠাইবে এবং জজ ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি সধারা জন্য যাহা সদর আদালত হইতে প্রেরণ হইবেক তাহার কৈফিয়ৎ এরূপ

সদর আদালতে প্রস্তুত হইবেক এবং জানুআরি ফিব্রুআরি মার্চ মাসের কৈফিয়ত অবিলম্বে পাঠাইবে।

অমুক সালের অমুক মাসে অমুক জিলার প্রধান সদর, আমীন ও মুন্‌সেফ কর্তৃক নিষ্পত্তি ১৮৩৮ সালের ৭ আইনের বিধিক্রমে পুনঃ বিবেচনা কারণ যত মোকদ্দমা জজকর্তৃক নিম্নাদালতে প্রেরিত হইয়াছে তাহার কৈফিয়ত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
প্রধান সদর আমীন সদর আমীন ও মুন্‌সেফের নাম	স্পষ্ট অন্যায় নিষ্পত্তি	আইন বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি	শাস্ত্র বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি	সরা বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি	যে মোকদ্দমায় যে আইন খাটে তাহার বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি	সম্পূর্ণ বিচার না হওয়া নিষ্পত্তি	অনুভবের দ্বারায় যে নিষ্পত্তি যে অবেক্তা ও ভ্রম যুক্ত	পুনর্বিবেচনা জন্য ফেরত মোকদ্দমার মোট	কৈফিয়ত

ইং ১৮৪১ সাল ২৬ মার্চ। গেঃ পৃঃ ১৬৪ । ১৮৪১ সাল।

২ । দেশীয় বিচারকেরা। পূজা ও মহরমে ছুটির দরখাস্ত করিলে জজেরা তাহার অনুমতি করিয়া তাহাদিগের নাম সদরে পাঠাইবেন কিন্তু ছুটীর সময়ের অধিক কালের নিমিত্তে বিদায়ের দরখাস্ত করিলে সদর আমিন ও প্রধান আমিনের বিষয়ে গত ৫ সেপ্টেম্বর দিবসীয় সাধারণলিপিক্রমে গবর্ণমেন্টের হুকুম জন্য সদরে রিপোর্ট করিতে হইবেক।

৩ । ১৮৩৮ সালের ২৩মার্চ দিবসীয় ৮ সংখ্যক নাং লিপির অভিপ্রায় মতে উক্ত নিয়ম ফৌজদারি আদালত বন্ধ বিষয়ে ঐ আদালতের মৌলবির প্রতিও খাটিবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ২ এপ্রেল। গেঃ পৃঃ ১৯১।

আদালতে যে সমস্ত রুবকারি ইত্যাদি কাগজপত্র লিখিত হইবেক তাহা ১৭৯৩ সালের আইন যে প্রকার ভাষায় তরজমা হইয়াছে ঐ প্রকার সর্ব্বসাধারণের বোধ যোগ্য আদালতের চলিত ভাষায় লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ২ এপ্রেল। গেঃ পৃঃ ১৯১।

১।২ সদর আদালতের যে সমস্ত ডিক্রী জেলা আদালত কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে জারি হয় নাই তাহার কৈফিয়ত নীচের লিখিত নক্সা মতে বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে লিখিয়া এপ্রেল মাসের ১ তারিখ হইতে প্রতি মাসে পাঠাইতে হইবেক তদ্ভিন্ন প্রত্যেক ডিক্রীর বিষয়ে মধ্যে ২ যে মেয়াদি কৈফিয়ত পাঠাইতে হইত তাহা হইবেক না কিন্তু ত্রৈমাসিক কৈফিয়তে বিলম্বের কারণ

বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক যদ্দারা সদর আদালত জ্ঞাত হইতে পারেন যে কাহার ত্রুটিতে বিলম্ব হইতেছে।

৩ । পরওনসিল কোর্ট কি বিলাত আপীলের কোন ডিক্রী জারি না হইয়া জেলায় থাকিলে তাহার শতন্ত্রকৈফিয়ত পাঠাইবে।

সদর আদালতের জারি না হওয়া ডিক্রীর ত্রৈমাসিক কৈফিয়ত জেলা অমুক তারিখ ১ এপ্রেল ১৮৪১ সাল।

জেলা রেজেষ্টরের নম্বর	সদরের ডিক্রীর তারিখ ও নম্বর	প্রথম পরিসেপ্টের নম্বর ও তারিখ	উভয় দিগের নাম	ডিক্রীর খোলসা	জারি না হওনের কৈফিয়ত
১	নং ১১৮ সন ১৮৩৯ ডিক্রী ১০ জুন ১৮৩৯ সাল	নং ৬১ ২ ফিবরেল ১৮৪০ সাল	রামমোহন আং খৈরুন্নেসা রেং ডিক্রীদার	জমীদারি বিক্রী পূর্ব ও ওয়াশীলাত ২ বৎসরের দেওয়ানে	দখল দেওয়ানে গিয়াছে ওয়াশীলাতের আমীন মপস্বলে আছে
২	নং ২৩০ সন ১৮৩৯ ডিক্রী ১৫ সেপ্তম্বর ১৮৩৯	নং ৮৭ ৫ মে ১৮৪০ সাল	তিনকড়ি আং আসমান বিবি রেং ডিক্রীদার	১০০০০ টাকা মায় খরচা আদায় কারণ	২ বারদস্তক জারিতে আং গ্রেপ্তার হয় নাই

ইং ১৮৪১ সাল ১৬ এপ্রেল। গেঃ পৃঃ ২০৩। ১৮৪১ সাল।

জজ ও প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সদর আপীল হওয়া মোকদ্দমার কাগজ কাগজতলবি পরিলেপ্ট পঁহুছিবার দিবস হইতে ২ মাসের মধ্যে নিকল প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবেক।

২। ঐ আপীল সংক্রান্ত ব্যক্তি কি তাহাদিগের উকিলকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করিবে যে আপীলের ওজুহাত ও তাহার উত্তর ও জামিন দাখিল জন্য চলিতাইনের অভিপ্রায় মতে বিশেষ তৎপর হন নতুবা অতি বিশিষ্ট কারণ ভিন্ন তজ্জন্য অপর মেয়াদ পাইবেক না।

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ এপ্রেল। গেঃ পৃঃ ২০৪।

মুনছফি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি দিগের দরখাস্ত ও সর্টিফিকিটের নক্সা জেলা২ পাঠানো ও ইংরাজিতে দেওরা লিখিয়া সদরে পাঠাইবার আদেশ।

ইং ১৮৪১ সাল ২ মার্চ। গেঃ পৃঃ ২১৯ নাং ২২৬।

১৮৪১ সালের ২৩ আইন সম্বন্ধে নীচের লিখিত বিস্তারিত মতে উপদেশ করা যাইতেছে।

১। প্রত্যেক দেওয়ানী বা ফৌজদারী পরওয়ানা একখামে বন্ধ করিয়া ডাকের দ্বারা কিম্বা পেয়াদার বা অন্য কোন সরকারী কার্য্যকারকের দ্বারা যাহাতে সুগম হয় কলিকাতার ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাহার

সঙ্গে (ক) চিহ্নিত নীচের লিখিত শরওয়া মতে লিখিত এক পত্রও পাঠান যাইবেক।

২ । ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে যে কিছু টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তাহা জেনরল ত্রেজরীর উপর জিলার কালেক্টর সাহেবের এক হুণ্ডির দ্বারা পাঠান যাইবেক।

৩ । অধঃস্থ সমস্ত বিচারকের আদালতের যে কোন পরওয়ানা ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে জারী করণের আবশ্যক হয় তাহা ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে নির্দ্দিষ্টমতে পাঠাইবার নিমিত্তে আপনারদের উপরিস্থ ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন।

৪ । সমস্ত পরওয়ানা (খ) এবং (গ) চিহ্নিত শরওয়ামতে কিম্বা সদর দেওয়ানী এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সময়ে২ অন্য যে কোন শরওয়া পাঠান তদনুসারে লেখা যাইবেক।

৫ । যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন সাক্ষির তলব হয় তিনি ঐ সাক্ষির খরচের নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা যত টাকা উচিত বোধ করেন তাহা সাক্ষিকে দিতে প্রস্তুত হইবেন।

৬ । জিলা আদালতের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা অতি সাবধান হইয়া আপন২ পরওয়ানা লিখিবেন এবং তাঁহারদের অধঃস্থ আদালতের যে২ পরওয়ানা ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তাহা এই২ বিধি এবং গবর্ণ-

মেণ্টের আইন ও হুকুমানুসারে লেখা হইয়াছে কি না তাহার তহকীক করিবেন।

৭। আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে এই আদালতে এক কৈফিয়ৎ পাঠাইবা তাহাতে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে তোমার জিলার আদালত হইতে যে পরওয়ানা জারী হইয়াছে তাহার সংখ্যা ও রকম এবং তাহার নিমিত্ত উভয় পক্ষের যে খরচ হইয়াছে তাহার জমলা লেখা থাকিবেক।

(ক)

শ্রীযুক্ত কলিকাতার সরিফ সাহেব বরাবরেষু।

আমি তোমার নিকটে এক তলবচিঠী (অথবা যে বাটীতে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিরা বাস করে তাহার সদর দরওয়াজায় দিবার নিমিত্ত এক ইশ্‌তিহারনামা। অথবা তাহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সাক্ষিরদের উপর জারি হওনার্থ এক সফীনা। অথবা তাহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সাক্ষিরদিগকে ধরিবার ও গেরেফ্তার করিবার এক ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক) পাঠাইতেছি এবং তাহার মধ্যে লিখিত ব্যক্তিরদের উপর তাহা জারী করিতে হইবেক অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্ট আদালতের জজ সাহেবদিগকে তাহা দিবেন।)

২। এই হুকুম জারীকরণে যে খরচা লাগে তাহা আপনি আমাকে জানাইলে জেনরল ট্রেজুরীর উপর এক বিলের দ্বারা

আপনার নিকটে তাহা পাঠাইব আসামীকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত এক জন ইহার পর আপনার নিকটে যাইবেক (অথবা এক জন এই পত্রের সঙ্গে যাইতেছে।) ইতি অমুক জেলা

(খ)

ফৌজদারী হুকুম।

১ নম্বর। সমন।

কলিকাতা শহরের কলুটোলা নিবাসি রামধন মিস্ত্রী প্রতি আগে।

চব্বিশ পরগনার শিয়ালদহ নিবাসি সেখ রমজু মারপিটের বাবতে তোমার নামে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নালিশ করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ১৮৪১সালের -প্রেল মাসের ১৫তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে জিলা চব্বিশ পরগনার মাজিষ্ট্রেটের (অথবা প্রধান সদর আমীন কিম্বা সদর আমীনের) সম্মুখে হাজির হইয়া ঐ নালিশের জওবাব দিবা। ইহাতে গাফিলী করিবানা ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ২আপ্রিল।

২ নম্বর। ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক ও জামিনী।

চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতের নাজির শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

শিয়ালদহ নিবাসি জান বৌণের নামে রামপ্রসাদ বেহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক মারপিট এবং দারুণ আঘাতের বিষয়ে নালিশ করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে

যে উক্ত জান বৌনকে গ্রেফ্তার করিবা এবং ১৮৪১ সালের ২০ আপ্রিল তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে উক্ত আদালতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবার নিমিত্তে তাহার স্থানে পাঁচ সত টাকার জামিন লইবা। এবং যদি ঐ জান বৌন উপরের লিখিত জামিন না দেয় তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে আনাইতে তোমার প্রতি হুকুম হইল। ইহাতে কসুর করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৪ আপ্রিল।

---

৩ নম্বর। ওয়ারন্ট অর্থাৎ দস্তক।

চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতের নাজির

শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

শালিকা নিবাসি পীরবক্স প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কড়ায়া নিবাসি আবদুল্লা গাড়ওয়ানের নামে খুনের অপরাধেনালিশ করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ঐ আবদুল্লা গাড়ওয়ানকে গ্রেফতার করিয়া উক্ত আদালতের মাজিষ্টেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে আনাইবা ইহাতে কিছু গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৫ আপ্রিল।

---

৪ নম্বর। খানাতালাসীর পরওয়ানা।

চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতে নাজির

শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

মাণিকতলা নিবাসি রামদুলাল প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এই এজহার ও নালিশ করিয়াছে যে নীচের লিখিত বিষয় অর্থাৎ ২

পিতলের লোটা ও এককড়া সোণার হার এবং দুই থান লাঙ্ক্লাত পূর্ব্বোক্ত মাণিকতলায় তাহার বাটী হইতে চুরী হইয়াছে। এবং উক্ত জিনিস কলিকাতা শহরের চোরবাগান নিবাসি হুকমচাঁদ মঘের ঘর ও বাটীর মধ্যে লুক্কায়িত আছে এমত তাহার বোধ হয়। অতএব ইহার দ্বারা তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে এবং তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে আবশ্যক ও উপযুক্ত স্বহায় লইয়া দিবা ভাগে ঐ হুকুমচাঁদ মঘের ঘর ও বাটীতে প্রবেশ করিবা এবং যদি উক্ত জিনিস সেখানে পাওয়া যায় তবে তুমি ঐ প্রাপ্ত জিনিস এবং ঐ হুকুমচাঁদ মঘকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবা ইতি। ১৮৪১ সালের ৬ আপ্রিল।

---

৫ নম্বর। সফীনা।

কলিকাতা শহরের কলুটোলা নিবাসি সেখ পীরবক্স প্রতি আগে।

মারপিটের নালিশে শালিখা নিবাশি সেখ মিস্কিনের তরফে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে তোমার হাজির হওনের আবশ্যক আছে অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ১৮৪১ সালের ৬ আপ্রিল তারিখে জিলা চব্বিশ পরগনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের (অথবা প্রধান সদর আমীনের) সম্মুখে হাজির হইবা ইহাতে কিছু গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ২ আপ্রিল।

৬ নম্বর। সাক্ষির বিষয়ে ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক।

চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতের নাজির
শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

মারপিটের নালিশে শালিখা নিবাসি সেখ মিস্কিনের তরফে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে কলিকাতা শহরের কলুটোলা নিবাসি সেখ পীরবক্সের নামে রীতিমতে সফীনা হইয়াছিল। এবং সেখ রমজু পেয়াদার কথা ক্রমে বোধ হইতেছে যে ঐ সেখ পীরবক্সকে খরচার নিমিত্ত পাঁচ টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং ঐ সেখ রমজু পেয়াদা ঐ সফীনা রীতিমত জারী করিয়াছিল এমত কহে। কিন্তু ঐ পীরবক্স সফীনার হুকুমমতে হাজির হইতে ত্রুটি এবং অস্বীকার করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ঐ সেখ পীরবক্সকে গ্রেফতার করিয়া উক্ত আদালতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির করাইবা ইহাতে গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৭ আপ্রিল।

---

৭ নম্বর। ফৌজদারী অপরাধে আসামীর হাজির
হইবার ইশ্‌তিহার।

জিলা চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতের
ইশ্‌তিহার।

শিয়ালদহ নিবাসি রমজু প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শিয়ালদহ নিবাসি রামধনের নামে ডাকাইতী অপরাধে নালিশ করিয়াছে এবং ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত তাহাকে গ্রেফ্তারকরণের

এক ওয়ারণ্ট গত ৭ আপ্রিল তারিখে জারী হইয়াছিল এবং ১৮৪১ সালের ১২ আপ্রিল তারিখের শ্রীমহম্মদ নাজিম নাজিরের রিপোর্টের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ রামধন পলাইয়াছে অথবা লুকাইয়াছে এবং ঐ হুকুম তাহার উপর জারী হইতে পারে নাই। অতএব (১৭৯৬ সালের ১১ আইনের ৪ ধারা ক্রমে) ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ঐ রামধন যদি ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ১৫মে তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে হাজির না হয় তবে ঐ আইনের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ১৪ আপ্রিল।

---

৮ নম্বর। সাক্ষির মুচ্‌লকা।

শালিখা নিবাসি সেখ জান শিয়ালদহ নিবাসি পীরুর নামে মারপিটের বিষয়ে নালিশ করিয়াছে এবং ফরিয়াদী (অথবা আসামী) আমাকে সাক্ষি মানিয়াছে অতএব এই মুচলকা লিখিয়া দিতেছি যে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে জিলা চব্বিশ পরগনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মখে হাজির হইব। যদি আমি ইহাতে কিছু কসর করি তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে জরীমানা সরকারে দিতে আমার প্রতি হুকুম করিতে উচিত বোধ করেন তাহা এবং আমার হাজির না হওয়াতে ও আমাকে হাজির করাইতে যে খরচা লাগে তাহার নিশা করিব এমত অঙ্গীকার করি। ইহাতে কিছু গাফিলী করিব না ইতি। ১৮৪১ সাল ৭ আপ্রিল।

৯ নম্বর। আসামী হাজির করিবার নিমিত্ত হাজিরজামিন।

শিয়ালদহ নিবাসি সৈফর নামে মারপিটের নালিশ হইয়াছে এবং ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ৫০ আপ্রিল তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে জিলা চব্বিশ পরগনার মাজিষ্টেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে হাজির হইবার হুকুম হইয়াছে অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একরার করিতেছি যে উক্ত তারিখে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উক্ত সৈফুকে হাজির করাইব এবং উক্ত নালিশে মাজিষ্টেট সাহেবের চূড়ান্ত হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত তাহাকে হাজির করাওনের দায়ী হইব। যদ্যপি ইহাতে গরহাজির হয় তবে সরকারে ১০০টাকা জরীমানা আদায় করিব। ইহাতে কিছু কসুর করিব না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৫ মার্চ।

(গ)

দেওয়ানী হুকুম।

১ নম্বর সমন।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালত।

বৈদ্যবাটীর রামধন। ফরিয়াদী।	কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদ আসামী।

কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু প্রতি আগে।

বৈদ্যবাটীর রামধন এই আদালতে (অথবা বৈদ্যবাটীর

মুনসেফের আদালতে অথবা এই জিলার সদর আমীনের আদালত) তোমার নামে ৩০০ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে। অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইল যে ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে এই সমনের রসীদ দিবা এবং আরো ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা ১৮৪১ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে হাজির হইবা।

---

২ নম্বর। আসামীকে হাজির করাইবার ইশ্‌তিহার।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালত।

কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু

প্রতি আগে।

বৈদ্যবাটী নিবাসি রামধন এই আদালতে (অথবা বৈদ্যবাটীর মুন্‌সেফের আদালতে অথবা এই জিলার সদর আমীনের আদালতে) তোমার নামে ৩০০ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে এবং ১৮৪১ সালের আপ্রিল মাসের ২২ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তোমার হাজির হইবার এবং নালিশের জওয়াব দিবার এক তলবচিঠী রীতিমতে পাঠান গিয়াছিল এবং নাজিরের রিপোর্টের দ্বারা (অথবা কলিকাতার ডেপুটী সরিফ সাহেবের রিপোর্টের দ্বারা) বোধ হইল যে অনেক অনুসন্ধান করিলেও তোমাকে পাওয়া গেলনা এবং উক্ত তলবচিঠীর হুকুমমতে তাহা তোমার প্রতি জারী হইল না। অতএব ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে

১৮৪১ সালের ১৫ মে তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তুমি যদি স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির না হও তবে আদালত ঐ মোকদ্দমার একতরফা বিচার করিবেন এবং তুমি হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেরূপ ডিক্রী করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।

৩ নম্বর সফীনা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালত।

	কলিকাতা শহরের
বৈদ্যবাটী নিবাসি রামধন	কসাইটোলার সেখ
ফরিয়াদী	ইদু আসামী

কলিকাতার কসাইটোলা নিবাসি বাবু রামদাস প্রতি আগে।

উক্ত মোকদ্দমায় ফৈরাদীর (অথবা আসামীর) তরফে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তোমার হাজির হইবার আবশ্যক আছে সেই নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ২ জুন তারিখে এই আদালতে (অথবা বৈদ্যবাটীর মুন্সেফের আদালতে) স্বয়ং হাজির হইতে তোমার প্রতি হুকুম হইল।

৪ নম্বর। সাক্ষিকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু।

মুনশী খয়রুল্লা বার শত টাকার দাবীতে এই আদালতে

জান স্মিথের নামে নালিশ করিয়াছে এবং উক্ত মুনশী খয়রুল্লার প্রমাণের দ্বারা এই আদালতের জজ সাহেবের নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে ঐ জান স্মিথ পলাইতে এবং এই আদালতের এলাকার বাহিরে যাইতে মানস করিয়াছে। অতএব ঐ জান স্মিথের এই আদালতের সম্মুখে স্বয়ং হাজির হইবার নিমিত্ত তাহার স্থানে ১৫০০ টাকার উত্তম ও মাতবর জামিন লইতে ইহার দ্বারা তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি ঐ জান স্মিথ পূর্ব্বোক্তমতে উপযুক্ত ও মাতবর জামিন না দেয় তবে ঐ জান স্মিথকে গেফতার করিতে এবং এই আদালতের সম্মুখে তাহাকে হাজির করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ও তোমার প্রতি হুকুম হইল।

---

৬ নম্বর। আসামী যে মালজামিনী লিখিয়া দিবেক তাহা।

মুনশী খয়রুল্লা ফরিয়াদী আসামী জান স্মিথের নামে জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়াছে এবং আমি চব্বিশ পরগনার শিয়ালদহ নিবাসি রামমোহন মল্লিক উক্ত আসামীর উক্ত নালিশের জওয়াব দিবার এবং তাহাতে যে সকল হুকুম হয় তাহার মতাচরণ করণের নিমিত্ত চূড়ান্ত ডিক্রী জারীহওন পর্য্যন্ত হাজির হইবার বিষয়ে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জামিন হইতেছি। অতএব আমি অঙ্গীকার করিতেছি এবং আপনাকে ও আপন উত্তরাধিকারিদিগকে ও ওয়ারিসানকে এই বিষয়ে

বদ্ধ করিতেছি যে উক্ত আসামী উক্ত নালিশে উত্তর দেওনার্থ ১৮৪১ সালের ২০ মে তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইবেক। এবং আরো ঐ মোকদ্দমা যত কাল জিলা আদালতে থাকে ততকাল অথবা উক্ত আদালত তাহাতে যে চূড়ান্ত ডিক্রী করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে জারী না হওনপর্য্যন্ত উক্ত আসামীকে জজ সাহেব যখন তলব করেন তখন সে স্বয়ং ঐ জিলার আদালতে হাজির হইবেক। ইহাতে যদি কিছু কসুর হয় এবং উক্ত আসামীর তলব হইলে আমি যদি তাহাকে হাজির না করি তবে যত টাকা তাহাকে দিতে হুকুম হয় তাহা ১৫০০ টাকার অধিক না হইলে আমি তাহার দায়ী হইব এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কোন হুকুম বা ডিক্রী হয় তাহার মতাচরণকরণের বিষয়ে আমি দায়ী হইব ইতি। ১৮৪১ তারিখ ২৫ জুন।

---

৭ নম্বর। ক্রোকী পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির
শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু।

সেখ সৈফু এই আদালতের রামসহায় সিংহের নামে দশ হাজার টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে এবং ঐ সেখ সৈফু এই আদালতের প্রমাণ দিয়াছে যে উপযুক্ত কারণে তাহার এমত ভয় জন্মে যে ঐ রামসহায় সিংহের বিরুদ্ধে শেষে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী না হইবার নিমিত্তে সে ব্যক্তি মোকদ্দমা

উপস্থিত থাকিতে আপনায় সম্পত্তি হস্তান্তরকরণের মানস করিয়াছে। অতএব ঐ রামসহায় সিংহের স্থানে আদালতের শেষের ডিক্রী মানিবার অর্থে বার হাজার টাকার উপযুক্ত ও মাতবর জামিন তলব করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি ঐ রামসহায় সিংহ চর্ব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উপযুক্ত ও মাতবর জামিন না দেয় তবে ঐ রামসহায় সিংহের যে ভূমি বা জিনিসপত্র বা অন্য বিষয় থাকে বা তাহার দখলে থাকে তাহা বার হাজার টাকা পর্য্যন্ত ক্রোক ও আটক করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং এই আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রী না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয় ক্রোক ও আটক করিয়া রাখিবা।

---

৮ নম্বর। ডিক্রী জারীর আসামী গ্রেফতারীর পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির বরাবরেষু।

১৮৪১ সালের ১৫ মে তারিখের এই আদালতের ডিক্রীর দ্বারা সেখ ইদুকে ৫০০ টাকা এবং মোকদ্দমার খরচা ৫০ টাকা একুনে ৫৫০ টাকা দিতে মনসারামের প্রতি হুকুম হইয়াছিল এবং উক্ত মনসারাম ঐ ডিক্রীর সম্বাদ পাইয়া ঐ টাকা পরিশোধ করে নাই। অতএব ঐ মনসারামকে গ্রেফ্তার করিতে তোমার প্রতি হুকুম হইল এবং যদি ঐ মনসারাম উক্ত ডিক্রী

ও খরচার বাবতে ৫৫০ টাকা এবং এই হুকুম জারী করণের খরচার ১০ টাকা তোমাকে না দেয় তবে তাহার প্রতি আইন মত আচরণ করণের নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবা।

---

৯ নম্বর। ক্রোকী পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির

বরাবরেষু।

১৮৪১ সালের ১৫ জুন তারিখের এই আদালতের ডিক্রী ক্রমে মহম্মদ আলীকে ৫০০০ টাকা এবং দেওনের তারিখপর্য্যন্ত শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ যাহা অদ্যকার তারিখপর্য্যন্ত ৩৩।/৮ টাকা হইয়াছে এবং মোকদ্দমার খরচা ৫০০ টাকা একুনে ৫৫৩৩।/৮ দিতে কাশীনাথের প্রতি হুকুম হইয়াছিল এবং ঐ কাশীনাথ ডিক্রীর সম্বাদ পাইয়া ঐ টাকা পরিশোধ করে নাই অতএব ঐ ৫৫৩৩।/৮ এবং এই হুকুম জারীকরণের খরচা ১০০ টাকা ঐ কাশীনাথের ভূমি ও জিনিস ও বিষয় ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া উসুল করিতে তোমার প্রতি হুকুম হইল এবং ঐ কাশীনাথের ভূমি ও জিনিস ও বিষয় ক্রোক করিতে ইহার দ্বারা তোমাকে আজ্ঞা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং যে ৫৬৩৩।/৮ টাকার বিষয়ে এই জিনিস ক্রোক হইল ঐ টাকা এবং ঐ দ্রব্য ক্রোককরণের ও রাখণের ওয়াজিবী খরচ যদি এত দিনের মধ্যে না দেওয়া যায় (তাহা ৩০ দিনের কম হইবেক না) তবে সেই বিষয় তুমি বিক্রয় করিবা এবং এই পরওয়ানার ক্ষমতা ক্রমে তুমি যাহা২ করিবা তাহা হজুরে এত্তেলা দিবা।

দেওয়ানী হুকুম। গেঃ পৃঃ ৭৩। ১৮৪২ সাল।

১০ নম্বর।

ডিক্রীজারিকরণের এত্তেলা।

জিলা নদীয়ার দেওয়ানী আদালত।

ফরিয়াদী মিরজা গোলাম ফরীদ।

আসামী শহর কলিকাতার বাগবাজার নিবাসি রামমোহন ছুতার ও বৃন্দাবন ছুতারের পুত্র ও উত্তরাধিকারি ভীম ছুতার।

শহর কলিকাতার বাগবাজার নিবাসি রামমোহন
ছুতার ও ভীম ছুতার প্রতি আগে।

তোমারদিগকে খবর দেওয়া যাইতেছে যে এই জিলার মধ্যে হুনবার মুনসেফ ফরিয়াদী মিরজা গোলাম ফরীদের পক্ষে ১৮৩৯ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে তোমারদের নামে খরচা ও ১৮৪১ সালের ৭ মে পর্য্যন্ত সুদ সমেত কোম্পানির ৪৫॥৶৬ একতরফা ডিক্রী করিয়াছেন।

অতএব তোমারদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪১ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণক্রমে তোমারা এই এত্তেলা পাইবার রসিদ দিবা এবং ১৮৪১ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তোমরা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া ঐ ডিক্রী তোমার উপর জারি না হইবার এমত উপযুক্ত কারণ দেখাইবা যে তাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয়।

১১ নম্বর।

এত্তেলা উত্তরাধিকারিদিগের হাজির হওনের নিমিত্তে।

অমুক জিলার দেওয়ানী আদালত।

ফরিয়াদী অথবা আপীলাণ্ট অমুক।

আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট অমুক।

যেহেতু এই আদালতের নাজিরের রিটর্ণের দ্বারা অথবা দরখাস্তপ্রভৃতির দ্বারা দৃষ্ট হইল যে উক্ত মোকদ্দমার অমুক ফরিয়াদী মরিয়াছে অতএব সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে মৃত অমুক ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরদের প্রতি এই আজ্ঞা ও হুকুম হইল যে তাহারা অমুক মাসের অমুক তারিখের পর এত দিনের মধ্যে এই আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপণের বিষয়ে তাহারদের যে স্বত্ব ও অধিকার আছে তাহার প্রমাণ দেয়।

ইং ১৮৪১ সাল ২১ মে। গেঃ পৃঃ ৯৮। ১৮৪১ সাল।

১১০৯ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসন ও ১৮৩৭ সালের ৪ আগষ্টের সাং লিপি সুধারায় আদেশ হইল যে জজ ও প্রধান সদর আমীন দিগের ডিক্রীর যে নকল সেরেস্তায় থাকিবেক তাহা ইংরাজি কাগজে ও সদর আমীন ও মোনছফের ডিক্রীর নকল সেরেস্তায় রাখন জন্য উত্তম দেশীয় কাগজে লিখিত হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ৪ জুন। গেঃ পৃঃ ২[illegible]।

১৮৪১ সালের ১১৭ সংখ্যক সাং লিপিক্রমে নিযোজিত

আমীনদিগের কার্য্য সম্পাদনের বিষয় জ্ঞাত হওন জন্য ঐ আমীনদিগের প্রতি আদেশ করিবেন যে সময়ে২ যত কর্ম্ম অর্পণ ও প্রতিদিন যত কর্ম্ম করিয়াছেন ও যত দিনে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছে তাহার মাসিক কৈফিয়ত জজের নিকট পাঠায় যেহেতু তদ্দ্বারা তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মের প্রতি কিপ্রকার মনোযোগ ও তাহাদিগের দ্বারা উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে কি অপর আমীনের আবশ্যক অনায়াসে জানিতে পারা যাইতে পারে।

ইং ১৮৪১ সাল ১৮ জুন। গেঃ পৃঃ ২২৮। ১৮৪১ সাল।

১৮৪১ সালের ২৩ আইনের ২১ ধারার ২ প্রকরণ ও ৭৭৫ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসনের বিধির প্রতি মনোযোগ জন্য প্রতি মনছফের প্রতি আদেশ করিবে।

ইং ১৮৪১ সাল ১৮ জুন। গেঃ পৃঃ ২২৯।

সেরেস্তার কাগজপত্র শ্রেঙ্খলাপূর্ব্বক রাখণ বিষয়ে কটকের জজ হুবরণ সাহেবের রিপোর্টের ৪। ৫ দফা যে গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা সাধারণের জ্ঞাপন জন্য নীচে লিখিত হইল।

৪ দফা। যেহেতু সেরেস্তার কাগজ রাখন জন্য নানা জেলায় নানা প্রকার ঘর ও কাটগড়া ব্যবহার হইতেছে এক নিয়ম সর্ব্বত্রে স্থাপন সম্ভবে না অতএব যদ্যপি আদালতের কর্ম্মকর্ত্তা মোহাফেজের দ্বারা প্রত্যেক এলাকার কাগজ পৃথক করিয়া রাখান ও তাহা পুনর্ব্বার মোকদ্দমার প্রকারানুসারে বিভাগ

করাণ ও মাস২ ও বৎসর২ বস্তানি বন্ধ করিয়া বিয়োগ দিয়া রাখিলে কোন গোলযোগ হইতে পারে না।

৫ দফা। অপর অনিষ্পন্ন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত দিবসে হজুরি আমলার ও রাত্রে মোহাফেজের নিকট ও নিষ্পত্তি হইলে মোহাফেজের হস্তার্পণ হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১৬ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৩৪৫। ১৮৪১ সাল।

গত ২ আপ্রিল দিবসীয় সাধারণ লিপিতে যে ডিক্রী জারী বিষয়ে ত্রৈমাসিক কৈফিয়ত পাঠাইবার আদেশ ও মধ্যে২ পাঠাইবার নিষেধ আছে তাহা প্রধান সদর আমীনের নিকট সদর আদালতের প্রেরিত জারী না হওয়া ডিক্রীর প্রতিও খাটিবেক এবং ত্রৈমাসিক কৈফিয়ত নিরূপিত নক্সামতে ইংরাজিতে প্রস্তুত করণ জন্য ঐ প্রধান দিগেরকে পূর্ব্বাহ্নে জজের নিকট আবশ্যক সংবাদ করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ৬ আগষ্ট। গেঃ পঃ ৩৬০।

কোর্ট আফ ডৈরেক্টরের অভিপ্রায় যে জরিমানা ও বেতন কর্ত্তনের টাকা ঐ ঐ খাতায় জমা না হইয়া গবর্ণমেণ্ট খাতায় জমা হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১৩ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৬০।

১৮৩৯ সালের ১৪ জুন দিবসীয় সাধারণ লিপির লিখিত সেরেস্তাদারের স্বাক্ষরিত সর্টিফিকেট নীচের লিখিত নক্সামতে দুই প্রস্তুত পাঠাইতে হইবেক এক প্রস্তুত ঠিকা মুহুরির বিলের সহিত ও অপর নথিতে থাকিবেক।

২। নথি প্রেরণ না হওয়াপর্য্যন্ত ঠিকা মুহুরির বিল পাঠাইতে হইবেক না এবং ঐ বিলের সহিত ইংরাজি চিঠি পাঠাইবার আবশ্যক নাই।

মোকদ্দমার নম্বর	উভয় পক্ষের নাম	মোকদ্দমার খোলসা	তায়দাদের মেহনতানা	লিখকের নাম

ই° ১৮৪১ সাল ১৩ আগষ্ট। গেঃ পঃ ৩৯১। ১৮৪১ সাল।

১। মোনসেফ আদালতের ভ্রমশুদ্ধ জন্য নীচের লিখিত কনেষ্টকসন সমূহ একত্রীভূতা করিয়া প্রচার করা গেল।

২। ৭৯৮ সংখ্যক কনেষ্টকসনমতে জওয়াব দরজওয়াব ও রদ্দ জওয়াব ও দলিল দাখিল ও সাক্ষি তলব জন্য দরখাস্ত ও ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক না।

৯৫০ সংখ্যামতে ডিক্রী জারির দরখাস্ত ও ওকালত নামা ইষ্টাম্প রহিত কাগজে গ্রাহ্য হইবেক।

৩। ৭০৬ সংখ্যাক্রমে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৪ ধারার লিখিত যে দরখাস্ত মোহর্ফিতে দাখিল হইবেক তাহা ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক না।

৪। ১৮৩৮ সালের ২০ জুলাই দিবসীয় সাঃ লিপিক্রমে নম্বরি মোকদ্দমা কি ডিক্রী জারিতে যে রাজিনামা মুনছফিতে দাখিল হইবেক তাহা সাদা কাগজে লিখিত হইবেক।

৫। ১৮৪০ সালের ২৬ জুন দিবসীয় নিয়মানুসারে মুলছফি ডিক্রী জারীতে কোন সম্পত্তি বিক্রয় কি হস্তান্তর বিষয়ের মোক্তা হেমি দরখাস্ত সাদা কাগজে গ্রাহ্য হইবেক।

৬ । মোনছফের বিচার যোগ্য মোকদ্দমা নিষ্পত্তি জন্য সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দ হইলে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারাক্রমে উপরোক্ত নিয়ম ঐ সমস্ত মোকদ্দমায় খাটিবেক।

৭ । উক্ত নিয়মের অন্যথাচরণ কোন স্থানে হইয়া থাকিলে তাহার সুধারা জন্য জজ সকলকে জ্ঞাত করিবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৯২। ১৮৪১ সাল।

গত ২ আপ্রিল দিবসীয় সাধারণ লিপির আদিষ্ট উচ্চাদালতের ডিক্রী জারির কৈফিয়ত সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতেছে না এমতে হুকুম হইল যে উত্তরকাল জজ ও প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারির মুহুরি দিগেরকে এক রেজেষ্টরি বহি রাখিতে ও তাহাতে যখন যে হুকুম হয় তাহার খোলসা ও তাৎপর্য্য লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৯৩।

জেলা জজ ও অধীন আদালতের উপদেশ জন্য নীচের লিখিত নিয়ম প্রচার হইল।

১ । প্রথমতঃ কি আপীলের মোকদ্দমা যদি বিচারকর্ত্তা অবগত হন যে প্রকৃত মূল্যের ন্যূন দাবিতে নালিশের আরজি লিখিত হইয়াছে তবে ঐ আদালত ১৮৪১ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণমতে উদ্‌যোগ অর্থাৎ তঞ্চকতা প্রকাশ হইলে নন্‌সুট নতুবা ফৈরাদিকে দোষরা দরখাস্ত দাখিল জন্য অনুমতি করিবেন।

২ । প্রথমত নালিশের আরজির দাবীর ভুল আপীল আদালতে প্রকাশ হইলে আপীল আদালত যদি অনুগ্রহ করিতে চাহেন তবে ঐ মোকদ্দমা নথিতে রাখিয়া দোবরা আরজী দাখিল ও খরচা পরিবর্ত্ত জন্য ঐ নালিশের আরজী ও ডিক্রী নীম্ন আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন তথা হইতে ফিরিয়া আইলে আপীলের বিচার করিবেন।

৩ । ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত ফিস্তির ৮ ধারার ৪ প্রকরণ মতে ন্যূন মূল্যের কি অপর ইষ্টাম্প মূল্যের বিষয়ের আপত্য আসামীকে আরজির জওয়াবে করিতে হইবেক নতুবা প্রথমত কি আপীলের মোকদ্দমায় অপর সময়ে হইবেক না এবং ঐ ন্যূন মূল্যের আপত্য ঘটিত নীম্ন আদালতের হুকমের প্রতি সরাসরি কি জাবেতা আপীল ভিন্ন আপীল আদালত শ্রবণ করিবেননা তাহা হইলেও তঞ্চকতা না থাকিলে ১৮৪১ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণমতে কর্ম্ম করিবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৪০৫। ১৮৪১ সাল।

৮৫৯ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসন অন্যথা ও ১২২৬ সংখ্যা অন্যথা হইয়া আদেশ হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০। ১২ ধারা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন আদালতে খাটিবেক মুনসেফ আদালতে খাটিবেক না।

ইং ১৮৪১ সাল ২৬ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৪০৫।

দেওয়ানী ও সেসন উভয় জজের প্রতি।

২ । জজেরা বিবেচনাক্রমে নীচের লিখিত সামান্য কর্ম্মের ভার আপন ২ হেড কেরাণিকে দিতে পারিবেন।

জজের হুকুমক্রমে যে ডিক্রী ও অপর কাগজের নকল ইষ্টাম্পে কি সাদা কাগজে কোন পক্ষকে দেওয়া যায় ও যে রুবকারির নকল নিজ জিলা কি অপর জিলায় পাঠানো যায় তাহাতে দস্তখত করণ।

জজের দস্তখত কারণ ইংরাজিতে মোক্তারনামার রেজেষ্টরির পাঠ লিখিয়া প্রস্তুত করণ।

৩। জজ কর্তৃক হেড কেরাণি এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যে পর্য্যন্ত জজের প্রধান দেশীয় আমলারা যথার্থ বলিয়া স্বাক্ষর না করেন সে পর্য্যন্ত কোন কাগজে দস্তখত করিবেন না।

ইং ১৮৪১ সাল ২৪ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৪০। ১৮৪১ সাল।

২। এক অধিকারের আদালতের হুকুমে অন্যাধিকারের ভূমি বিক্রয় জন্য ১২৩৫ সংখ্যা কনেষ্টকসনমতে ১৮৪০ সালের ৮ মে দিবসীয় সাধারণ লিপির হুকুম অধীন আদালতেও খাটিবেক অতএব প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা আপন ২ মোহর ও স্বাক্ষরিত রুবকারি সহিত দরখাস্ত যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলা জজের নিকট পাঠাইবেন মুনসেফেরা শ্রেণী পূর্ব্বক নিজ জিলার জজের দস্তখতে পাঠাইবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ৮ আক্টোবর। গেঃ পৃঃ ২৭। ১৮৪২ সাল।

১৮৩৬ সালের ১৭৮ সংখ্যক সাধারণ লিপিতে আদেশ আছে যে সদর আপীলের মোকদ্দমার নথি পাঠাইবার সময় উভয় বিবাদির সাক্ষির জবানবন্দি ও দস্তাবেজ পৃথক লেফাফার মোহর ও বেওরা লিখিয়া ফিস্তি ও দলিল দাখিল কালীন ঐ

দলিল যে রূপ ছিল তাহার সর্টিফিকিটের সহিত পাঠাইতে হইবেক তাহার প্রতি কিছুই মনোযোগ হইতেছে না উত্তরকাল জজ কি নীম্নাদালত হইতে উক্ত বিষয়ের ত্রুটি হইলে বিশেষ ত্রুটি বোধ করা যাইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ আক্টোবর। গেঃ পৃঃ ৪৪০। ১৮৪১ সাল সদর বোর্ডের অভিপ্রায়।

আদালতের হুকুমে অর্থাৎ ডিক্রী জারী কি অপর পরওয়ানার দ্বারা বিক্রয়ের উপস্বত্ব হইতে রাজস্বের বাকি বাদ দেওনের বিষয় সদর বোর্ড নিষেধ করিতেছেন কারণ ১৮২৫ সালের ৭ আইনে হুকুম আছে যে ভূম্যাদিতে দাইকের যেস্বত্ব ও লভ্য আছে তদ্ভিন্ন অপর কিছু নীলাম হইল না এমতে গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে ঐ নীলাম খোষ খরিদের ন্যায় ও উক্ত নীলাম জন্য সরকারি বাকীর ব্যাঘাত নাই বরঞ্চ এজমালি হইলে একের টাকায় অপরের বাকী শোধ হইতে পারে বিশেষ ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১৫ ধারার সরত এই যে সাবেক মালিকের দায় খরিদারের প্রতি অর্শিবেক অতএব কালেক্টরেরা ডিক্রী জারী জন্য নীলামের বিপক্ষে উক্ত বিষয়ের প্রতি সাবধান পূর্ব্বক মনোযোগ রাখিবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ১২ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৬২।

১২৮৫ সংখ্যক কনেষ্টকসনের প্রতি মনোযোগ ও পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনতার নিষ্পত্তির ভার প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ না করিয়া জজ আপনি করিবেন।

২। ১৮২৪ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারায় ৪ প্রকরণ ও নং৪১ সংখ্যক কনেষ্ট্রুকসনমতে যোত্রহীনতার নিষ্পত্তি কেবল জজ করিবেন অনুসন্ধান জন্য প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে কিন্তু গ্রাহ্যাগ্রাহ্যের বিষয় ঐ প্রধানের রিপোর্ট দৃষ্টে জজকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

ই° ১৮৪১ সাল ১৯ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৫১। ১৮৪১ সাল।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় যে প্রয়োজনীয় সরকারি ইশ্‌তিহার মফস্বল আদালত কর্তৃক বাঙ্গালা গেজেটে ছাপা হয় এমতে বাঙ্গালা গেজেটের প্রকাশযোগ্য ইশ্‌তিহারের কৈফিয়ত তলব হইল।

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৬২।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

দেশীয় মান্য ব্যক্তিরা তাহাদিগের সমাজে যেমত সম্ভ্রান্ত ও মান্য তদনুসারে সম্ভ্রান্ত সূচক উপাধিতে সরকারি পত্রাপত্র তাহাদিগেরকে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ২৬ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৫। ১৮৪২ সাল।

গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

আদালতের ব্যবস্থা দায়কেরা আদালত বন্ধের সময় ভিন্ন অপর সময়ে অনুপস্থিত থাকিলে অর্দ্ধেক বেতন পাইবেন ও ছুটির সময়ের সমস্ত বেতন পাইবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ৩ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৬। ১৮৪২ সাল।

আদালতের লিখিত রুবকারি ও হুকুম নামাতে ।/ ঈশ্বরের নাম লিখিত হইবেক না।

২ ।উক্ত নিয়ম দরখাস্ত ইত্যাদি কাগজাত যে আদালতে দাখিল হইবেক তাহাতে খাটিবেক না।

ইং ১৮৪১ সাল ১০ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৬৩।

মোনছফি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরা সার্টিফিকিট পাওন জন্য দরখাস্ত করিলে দাখিলের তারিখ লিখিয়া রাখিতে হইবেক ঐ তারিখ দরখাস্তের নীচে টেবিলের উপর থাকিলে ভাল হয়।

ইং ১৮৪১ সাল ১৭ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ২৭। ১৮৪২ সাল।

সদর আপীলের দরখাস্ত নিষ্পত্তি হওয়া আদালতে কোন উকীল দাখিল করিলে তাহাকে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারা ও ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারার লিখিত এত্তেলা নামা লইতে ও তাহার রসিদ আপীলাণ্টকে এত্তেলা দেওয়া সাব্যস্ত হইবেক।

২ । উক্ত উকীলের ওকালত নামায় উক্ত এত্তেলা লওনের ক্ষমতা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক ভুলক্রমে তাহা লিখিত না হইলেও ঐ উকীল আপন মোক্কেলের নামের এত্তেলা লওনে নিবারণ হইবেক না।

ইং ১৮৪১ সাল ১৭ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৫০। ১৮৪২ সাল।

উত্তরকাল মুনছফি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি দিগের ব্যবহার ও অবস্থার বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবেক এবং যাহাদিগের মান্যতা ও বুদ্ধির দ্বারা মুনছফিও ক্রমে উচ্চ পদের কর্ম্ম প্রশংসিতরূপে নির্ব্বাহের সম্ভাবনা জজ কেবল ঐ সকল ব্যক্তিকেই সার্টিফিকিট দিবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ২৪ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ১৪। ১৮৪২ সাল।

আদালতের মুলতবি সমস্ত মোকদ্দমার ১৮৪১ সালের ২৯ আইন জারীর পর ৬ হপ্তার মধ্যে কেহ আপন মোকদ্দমার তদ্বির না করিলে তাহাতে ঐ আইন খাটিবেক ঐ আইন জারীর বিষয় ঐ আইন সংক্রান্ত কলিকাতা গেজেট কি ছাপার আইন পাওনের দিন হইতে গ্রাহ্য হইবেক ও জারী হওনের পর যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক সুতরাং তাহাতেও খাটি-বেক ও উক্ত নিয়ম দেশীয় বিচারকদিগের জ্ঞাত করিবে।

ইং১৮৪১ সাল ৩১ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৬১ নাং ৬৫। ১৮৪২ সাল ১।২ । ১৮৩৭ সালের ১৯৭ সংখ্যক সাধারণ চিঠির নিয়ো-জিত আমীনদিগের কর্মোপদেশ ও বেতন ও ১৮৪১ সালের ২৩ আইনের ৫০ নাং ৫৩ ধারার লিখিত যেং কর্ম তাহাদিগেরকে অর্পণ হইবেক তাহার বেওরা।

প্রথমতঃ মালগুজারি কিম্বা তেজারতি জিনিসের ও বাটী কিম্বা ভূমির সীমানার ও গমনাগমনের পথের ও জঙ্গল ও জলা-শয়ের ও জমী জমার ও স্থান সম্বন্ধিয় ব্যবহার যাহা কালেক্-টরি সেরেস্তায় নাই এবং স্থান সম্বন্ধিয় অনুসন্ধান ভিন্ন স্থির হয় না এমত সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ। আদালতের হুকুমে কি ডিক্রীক্রমে কোন ভুমি বাটী কি স্থাবর বস্তুতে দখল দেওয়াইবেন।

তৃতীয়তঃ। ডিক্রীর জরিমানার কি আদালতের অপর হুকুমে

টাকা আদায় কারণ বাগ বাগিচা বাটী ও ক্ষুদ্র নিষ্কর ভূমি বিক্রয় করিবেন।

চতুর্থতঃ। যোত্রহীন ফৈরাদির ও জামিনের জায়দাদ জাচাই করিয়া রিপোর্ট করিবেক।

৩। যেহেতু সদর ও জিলা আদালতের দাখিলি জামিনের ও যোত্রহীন ব্যক্তির জায়দাদ জাচাই জন্য আমীনের মেহনতানা ১০৭৮ সংখ্যা কনেষ্টকসনে নিষেধ হইয়াছে এমতে জজেরা উক্ত কর্ম্ম নাজির ও মুন্‌সেফের প্রতি অর্পণকরিতে পারিবেন।

৪।৫। যেহেতু ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ধারার আদেশ আছে যে আমীনের মেহনতানার বিবেচনা জজেরা করিবেন অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণ উক্ত কর্ম্মে আমীনের উচ্চ মেহনতানা প্রতি দিন ৳৹ আনা ও দুইজন পেয়াদার ৶৹ আনা সদর আদালত স্থির করিলেন।

৬। আদালতের প্রধানেরা আমীন নিয়োগ কালীন মেয়াদ ও বেতন নির্দ্ধার্য্য করিয়া আমানতের আদেশ করিবেন আমানত হইলে অর্দ্ধেক আমীনকে অগ্রে ও বাকী কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে দিবেন কিন্তু আমানত না হইলে কোন মতে আমীন নিয়োগ হইবেক না আমীন নিয়োগ হইয়া সুন্দররূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া না থাকিলে জজের বিবেচনানুসারে আমীনের বাকী আমানতি আমানত করণিয়া ব্যক্তিকে ফিরিয়া দিবেন কি ঐ বাকিতে অপর আমীন নিয়োগ করিবেন।

৭। নিরূপিত মিয়াদে কর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য আমীন অশক্ত হইলে

যত কর্ম্ম হইয়াছে ও যে নিমিত্তে হয় নাই মিয়াদের পূর্ব্বে তা-
হার সম্পূর্ণ বেওরা সম্বলিত রিপোর্ট করিবেক তাহা দৃষ্টে যদি
জজের বোধ হয় যে উভয় বিবাদির কি কোন পক্ষের শৈথিল্য
জন্য কিম্বা আমীনের ক্ষমতাধিক অপর কারণে বিলম্ব হইয়াছে
তবে সম্ভব পর অপর মেয়াদ নিরূপণ করিয়া তাহার মেহনতানা
আমানত জন্য নিরূপিত মিয়াদ ও পূর্ব্ব আমানতির বাকী
আমীনকে দিবেন মিয়াদ মধ্যে আমানত না করে ও বিলম্ব জন্য
কারণ না দর্শায় তবে আমীনের প্রতি অনদ্যোগ জন্য ঐ
নামে লার নম্বর খারিজের আদেশ করিবেন আমীনের গাফিলি
প্রকাশ হইলে আমানতি মেহনতানা কর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য অপর
মিয়াদ দিবেন।

৮ । ১৮৪০ সালের ৭ ফিব্রুয়ারি দিবসীয় সাধারণ লিপিক্রমে
যে আমীনেরা স্থাবর অস্থাবর বস্তু বিক্রয় করিয়া থাকেন তদ্বি-
ষয়ে কোথাও২ আমীনেরা কেবল বিক্রয় করিয়া থাকেন ও
কোথাও ক্রোক ও ইশ্‌তিহার জারী করেন এবং বিক্রয় সম্ব-
ন্ধের আপত্তির দরখাস্ত লইয়া জজের নিকট পাঠান ও জজের
আদেশক্রমে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন ইহা
রীতিপূর্ব্বক নহে অতএব স্থির হইল যে আমীনদিগের কর্ম্ম
কেবল ক্রোক ও বিক্রয় করা।

৯ । ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫৯ ধারাক্রমে সম্পত্তির
নীলাম হইলেই আমীন ফিটাকায় ৴০ হিসাবে মেহনতানা
পাইয়া থাকে নীলাম জন্য উদ্‌যোগ করিয়া নীচের লিখিত
কারণে নীলাম না হইলে পায় না।

প্রথমতঃ ডিক্রীদারের দাখিলি ফিন্তিয় লিখিত সামুদায়িক কি কতক সম্পত্তি পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয়তঃ। ক্রোক হইয়া ডিক্রীর পুর্ব্ব টাকা দেওয়াতে কি ডিক্রীদারের সহিত রফা করিয়া রাজিনামা দাখিল করাতে কি আদালতের হুকুমে কি অপর কারণে নীলাম হইল না।

তৃতীয়তঃ। নীলাম জন্য আমীন সরেজমিনে উপস্থিত হইলে টাকা দাখিল করায় নীলাম হইল না।

চতুর্থতঃ। নীলাম হইয়াও আমীনের ত্রুটি ভিন্ন অপর কারণে নীলাম অন্যথা হইল।

১০ । ঐরূপ প্রথম তিন গতিকে দুরাদুর বিবেচনায় প্রতিদিন ৫ ক্রোশের হিসাবে আমীন ॥০ আনা ও পেয়াদা ৵০ আনা করিয়া ও তদ্ভিন্ন সরেজমিনে অগত্যা যে গহরি হইবেক তাহারো প্রতিদিন ঐ হিসাবে পাইবেক আমীন নীলাম করণ জন্য আপন বাসস্থান হইতে বাহির হওনের পুর্ব্বে নীলাম স্থকিত হইলে ১ দিনের মেহনতানা পাইবেক।

১১ । কিন্তু ঐ বস্তু বিক্রয় হইলে যে মেহনতানা পাইবেন এ গতিকে তাহার অধিক কোনমতে পাইবেন না।

১২ । নীলাম হইয়া অন্যথা হইলে আমীন তাহার সম্পূর্ণ মেহনতানা ফি টাকায় ৴০ আনার হিসাবে পাইবেক ঐরূপ হইলে কিম্বা আদালতের হুকমে নীলাম স্থকিত হইলে আমীন খরচা যাহাকে দিতে হইবেক নীলামকর্ত্তা হাকিম তাহার আদেশ করিবেন ডিক্রীদারের রাজিনামা মতে নীলাম স্থকিত হইলে

আমীনের খরচা ডিক্রীদারের স্থানে আদায় হইবেক ও ডিক্রী-দার খাতকের স্থানে লইবেক ডিক্রীর দেনা খাতক আদালতে কিং আমীনের নিকট দাখিল করিলে আমীন খরচার সহিত দাখিল করিতে হইবেক এবং ডিক্রীদার টাকা পাওনের পুর্ব্বে আমীন খরচা পাইবেক।

১৩ । নীলাম খরিদারকে দখল দেওয়ানো আমীনের কর্ম্ম ও তজ্জন্য ঐ আমীন পৃথক মেহনতানা পাইবেন না. তবে কেহ অন্যায়রূপে প্রতিবন্ধক হইলে তাহা প্রত্যেক মোকদ্দমা ও ৪ ধারার অন্তর্গত ও ব্যবহার্য্য হইবেক।

গেঃ পৃঃ ১২৭। ১৮১৭ সালের ৪ আইনক্রমে কর্ম্মের রিপোর্ট।

গেঃ পৃঃ ৪৩৩। সর্টিফিকিট পাওয়া মুন্সেফের নাম।

গেঃ পৃঃ ৪৫২। খেয়াঘাটের উৎপন্নের সমাজ।

গেঃ পৃঃ ১১৭। সর্টিফিকিট পাওয়া মৌলবীর নাম।

গেঃ পৃঃ ৯২। ২২৭। প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফের নাম।

গেঃ পৃঃ ৯১। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন আদালতের মোহর পাঠানো ও সাবেক মোহর গলাইয়া বিক্রয় করণ।

সমাপ্তঃ।

A CONTINUATION

of the abstract of the

REGULATIONS AND ACTS

From the September 1839 to 1841.

BY

RADARUMAN BOSE.

ক্রমাগত

বিবিধ আইনের সারসংগ্রহ।

ইং সেপটেম্বর ১৮৩৯ নাং ১৮৪১।

শ্রীরাধারমণ বসু কর্তৃক

সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতা

তলা বিধিমুকুর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১৮৪২ সাল।

সূচিপত্র।

ফৌজদারির নির্ঘণ্ট।

দেওয়ানী নির্ঘণ্ট।

নানা বিষয়ের নির্ঘণ্ট ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

বিবিধ আইনের সারসংগ্রহ।

ইং ১৮৩৯ সাল।

আক্ট ২২ জারী ৯ সেপ্টেম্বর।

১ সাং ৪। চতুর্থ উইলিয়েমের ১১৪ অধ্যায় ৬। ৭ ধারার বিধি অর্থাৎ মহারাণীর আদালতে উপস্থিত অপরাধের মোকদ্দমায় আসামী সুশিক্ষিত উকীলের দ্বারা ও ঐ আদালতের অধীন মাজিষ্টরিতে উকীল কি মোক্তারের দ্বারা আপন দোষ খণ্ডন জন্য উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেক ও যে সাক্ষীর দ্বারা তাহারা কয়েদ কি জামীন দিতে বাধ্য হইয়াছে ঐ সাক্ষীর জবানবন্দির নকল ঐ মোকদ্দমার বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে উচিত খরচা দিয়া পাইতে পারিবেক ঐ নকল লওন জন্য বিচারের বিলম্বের সম্ভাবনা না থাকিলে কিম্বা জজের বিবেচনায় বিচারের বিলম্ব করিয়া নকল দেওয়া আবশ্যক বোধ হইলে মোকদ্দমা আরম্ভ হইলেও নকল দেওনের আদেশ জজ করিতে পারিবেন অথবা কেহ জবানবন্দি দেখিতে চাহিলে উচিত খরচা দিয়া দেখিতে পারিবেক।

আক্ট ২৩ জারী ২৩ সেপ্টেম্বর।

১৮৩৫ সালের ২৪ নিম্ব্রু রারি দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশে

যে বিষয়ে দেশীয় সিফাহিদিগের কর্ম্মচ্যুতরূপ দণ্ড করিতে কোর্ট মার্সেলের প্রতি ক্ষমতা ছিল তদ্বিষয়ে সাধারণ কোর্ট মার্সেল কর্তৃক কঠিন শ্রম কি শ্রম রহিত ২ বৎসরের অনধিক কেল্লা ও লাইনের কোর্ট মার্সেল কর্তৃক ১ বৎসরের অনধিক ও পলটনের কোর্ট মার্সেল কর্তৃক ৬ মাসের অনধিক মিয়াদে ঐ সিফাহিরা কয়েদ হইবেক কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদের কি শ্রম রহিত ৬ মাসের অধিক কয়েদের হুকুম কোন সিফাহির প্রতি হইয়া মঞ্জুর হইলে কোম্পানির কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইবেক কিন্তু প্রধান কোর্ট মার্সেল ভিন্ন শাস্তির হুকুম হইলে পলটনের সেনাপতি সাহেবের মঞ্জুরির অপেক্ষা হইবেক।

আক্ট ২৬ জারী ২ ডিসেম্বর।

ধারা ১। ইউরোপীয় ইত্যাদি গবর্ণমেণ্টের হুকুম ভিন্ন যে২ কার্য্যকারকেরা কর্ম্মচ্যুত না হয় তাহাদিগের কর্ম্ম সম্বন্ধীয় অপবাদের অনুসন্ধান বিষয়ক ১৭৯৩ আঃ ৫ ধাঃ ১০ আঃ ১৩ ধাঃ ৯ প্রঃ ৯ নাং ১১। ১৮০৩ আঃ ৪ ধাঃ ১০ আঃ ১২ ধাঃ ১২ প্রঃ ৯ নাং ১১ ও তৎসংক্রান্ত আর ২ প্রকরণ ও ১৮০৬ আঃ ৮ ধাঃ ৪ ইত্যাদি ও নালিশ করণিয়ার জামীন লওনের কথা ভিন্ন ১৮০৬ আঃ ১০ ধাঃ ১০ ও ১৮১৩ আঃ ১৭ ও ১৮১৭ আঃ ৮ ও ১৮২৫ আঃ ১৮ ধাঃ ৫। ৬ অন্যথা হইল।

ধারা ২। সদর দেওয়ানী সদর নেজামত ও সদর বোর্ড ও কষ্টম ইত্যাদি বোডের সাহেবেরা যদ্যপি বোধ করেন যে তাহাদিগের অধীন উক্ত কর্ম্মকারকেরা এমত অপরাধ করিয়াছেন যে তাহার অনুসন্ধানের আবশ্যক তবে তাহারা যে নিদর্শন লিপির

দ্বারা এমত বোধ করিয়াছেন ঐ লিপি ও যেরূপ বিচার আবশ্যক তাহার বেওরা বিশেষরূপে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন।

ধারা ৩। উক্ত অপবাদের নালিশ কি এত্তেলা একেবারে উক্ত সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে হইতে ও তাহারা ফৈরাদী কি সম্বাদ করণিয়াকে শপথ কি সুকৃতি করাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন ও যে২ বিষয় স্পষ্ট জ্ঞাত হওনের আবশ্যক তাহা অপরাধিকে বুঝাইতে কি উত্তর দিতে হুকুম করিতে ও এবং শপথ কি সুকৃতির দ্বারা অপর অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

ধারা ৪। উক্ত অপবাদের কর্ম্ম জজ মাজিস্টর কি মালের কমিসনর কি কালেকটরি এলাকায় হইলে তাহার নালিশ কি এত্তেলা ঐ ঐ এলাকার জজ প্রভৃতির নিকট করা যাইতে পারিবেক ও তাহারা ফৈরাদী কি এত্তেলা দেওনিয়াকে শপথ কি সুকৃতি করাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন ও জবানবন্দি তৎসংক্রান্ত সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে পাঠাইবেন।

ধারা ৫। উক্ত সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে উক্ত নালিশ কি এত্তেলা হইলে যদি নালিশ করণিয়া ব্যক্তি শপথ কি সুকৃতির দ্বারা এমত জ্ঞাপন না করে যে নালিশের আমূল নিতান্ত সত্য তবে ঐ ঐ আদালত নালিশ কি এত্তেলাক্রমে কর্ম্ম করিবেন।

ধারা ৬। সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে উপরোক্ত নালিশ হইলে যদি অধিক অনুসন্ধানের বিশিষ্ট কারণ না দেখা যায় তবে ডিসমিস করিবেন কিন্তু২ ধারার লিখিত সমস্ত কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক।

ধারা ৭। ঐ সদর কি বোর্ড ইত্যাদি বিচারের পূর্ব্ব কি পরে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়াপর্য্যন্ত হাজির থাকন জন্য নালিশ কি সংবাদ দেওনিয়া ব্যক্তির জামীন আপনাদিগের বিবেচনামতে লইতে পারিবেক এবং জামীন নাদেওয়াপর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবি থাকিবেক।

ধারা ৮। উক্ত সদর কি বোর্ড ইত্যাদিরা কার্য্যের গতিকে উক্ত অপবাদের বিষয় কোন কার্য্যকারকের প্রতি দৃষ্ট হইলে কেহ তাঁহার নামে নালিশ কি এত্তেলা না করিলেও গবর্ণমেণ্টে অর্পণ জন্য বিবেচনামতে কর্ম্ম করিবেন অথবা শপথ কি সুকৃতি লইয়া অনুসন্ধান লইবেন কিন্তু কার্য্যের গতিকে দৃষ্ট হওয়া ব্যাপারে অনুসন্ধানের পূর্ব্বে শপথ কি সুকৃতির আবশ্যক হইবেক না।

ধারা ৯। গবর্ণমেণ্ট ২ ধারার অর্পিত বিষয়ে উচিত বোধ করিলে যথার্থ ও রীতিমত অনুসন্ধান জন্য এক কি অধিক সাহেবকে কমিস্যনর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ধারা ১০। উক্ত কমিস্যনরেরা যে আদালত কি বোর্ড কি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিবেন তাহার আদেশ গবর্ণমেণ্ট ও তাহারা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে কর্ম্ম করিবেন।

ধারা ১১। ঐ কমিস্যনরেরা শপথ করিবেন যে আমি অমুক অমুক বিষয়ের কমিস্যনর ধর্ম্মত সপথ করিতেছি যে আমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইয়াছে তাহা যথা সাধ্য বুদ্ধি ও বিবেচনামতে নির্ভয়ে শুদ্ধ অন্তঃকরণে পক্ষতা বিনা নির্ব্বাহ করিব ৺ আমার এমত সাহায্য করুন।

ধারা ১২। উক্ত মোকদ্দমার বিচার কারণ কমিসনরিতে অর্পণ হওনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিবেন যে ঐ মোকদ্দমার তদ্বির ফৈরাদী করিবেক কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হইবেক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হইলে এক কি ততোধিক ব্যক্তিকে তদ্বির কারণ গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ করিবেন।

ধারা ১৩। ঐ কমিস্যনরেরা নালিশের আরজী ও প্রতিপোষক লিপি লওনের পর অপবাদির স্থানে জওয়াব তলব করিবেন ও শপথ কি সুকৃতিপূর্ব্বক উভয়পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দি ও দলিল লইয়া ঐ জবানবন্দির দ্বারা অপর সাক্ষীর সন্ধান হইলে নূতন সাক্ষী তলব করিতে পারিবেন।

ধারা ১৪। ঐ কমিস্যনরেরা জিলা জজের তুল্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও সাক্ষীর প্রতি তলবচিঠি ও বল প্রকাশ করিতে পারিবেন ও তাহা যে জিলায় বৈঠক করিবেন তথাকার আদালত কর্তৃক জারী হইবেক।

ধারা ১৫। নালিশ ও জওয়াবের সাক্ষ্য লওয়া গেলে আসামীর সম্ভ্রম রক্ষার্থ কোন কথা তাহার মনে হইলে তাহা লিখিয়া দাখিল করিতে পারিবেক এবং ফৈরাদী কি সরকারি কর্ম্মকারকেরাও আপন বিবেচনার কথা লিখিয়া ঐ রূপ দাখিল করিবেক।

ধারা ১৬। ঐ মোকদ্দমার বিচার সাঙ্গ হইলে ঐ কমিস্যনরেরা যে গবর্ণমেণ্ট কি যে আদালত কি বোর্ডের অধীনে কর্ম্ম করিতে আদেশ পাইয়াছে তথায় যত শীঘ্র সম্ভব হয় ঐ মোকদ্দমার রুবকারি ও সওয়াল জওয়াব ও জবানবন্দির চুম্বক ও

মোকদ্দমায় ভাব ও গতিক ও ইংরাজী ভিন্ন কাগজের তরজমা পাঠাইবেন।

ধারা ১৭। ঐ কমিস্যনরের কৈফিয়ত দৃষ্টে গবর্ণমেণ্ট কি আদালত কি বোর্ড ঐ মোকদ্দমায় নূতন সাক্ষ্য গ্রহণ কি স্পষ্ট রূপ এজহার লইতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং কমিস্যনরকে তাহা মান্য করিতে হইবেক।

ধারা ১৮। সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে কমিস্যনরের শেষ রিপোর্ট পঁহুছিলে বিবেচনা করণান্তর গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করিবেন এবং আসামীর প্রতি যে প্রকার যে ২ অপবাদ স্বাব্যস্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আপন বিবেচনা লিখিবেন।

ধারা ১৯। উক্ত কমিস্যনর নিয়োগ হইলে মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে অপরাধি ব্যক্তিকে কর্ম্মে রাখা না রাখা ও তাহারবেতন দেওয়া না দেওয়ার বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিবেন।

ধারা ২০। ১৬ ও ১৮ ধারার লিখিত কৈফিয়ত গবর্ণমেণ্টে পঁহুছিলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে বিহিত আদেশ করিবেন এবং উপযুক্ত আদালতে ঐ আসামীর নামে নালিশ করা উচিত বোধ হইলে সরকারি উকীলের প্রতি আবশ্যক হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু এমত মোকদ্দমার রোয়দাদ কি সরকারের হুকুম ও নিষ্পত্তি প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সরকারি কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে কোন অন্যায়গ্রস্থ ব্যক্তি আদালতের রীতিক্রমে প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারিবেক।

ধারা ২১। প্রধান সদর আমীনও সদর আমীনের ও ডিপুটি কালেক্টরের তগির বহালের বিষয় ১৮৩১ সালের ৫ আইনের

২৬ ধারা ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারার বিধি এই আইনক্রমে অন্যথা হইল না কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে উক্ত আইনের বিষয় গবর্ণমেণ্টে অর্পণ হইলে উক্ত কর্ম্মকারকের সরকারি কর্ম্মের অপবাদ বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য এই আইনোক্ত কমিস্যনর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

আক্ট ২৭ জারী ১৬ ডিসেম্বর।

১৮১২ সালের ১৬ আইনক্রমে কলিকাতার ছোট আদালতের ডিক্রী চব্বিশ পরগনার জজকর্ত্তৃক জারীর আদেশ হওয়াতে যেমত উপকার হইয়াছে চব্বিশ পরগনা...
আদালত কর্ত্তৃক জারী হও
আদেশ হইল যে।

চব্বিশ পরগনার আদালতে কোন ডিক্রী হইলেও ঐ ডিক্রী জারীর পূর্ব্বে আসামী কলিকাতার ছোট আদালতের এলাকায় থাকিলে উক্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন দরখাস্ত আদালতের সহি ও মোহরের ফয়সলার নকল সম্বলিত ২৪ পরগনার জিলা জজের দ্বারা ঐ ছোট আদালত পাইলে তাহা তাহার আদালতের ফয়সলার ন্যায় জারী করিতে পারিবেন ও ঐ ডিক্রী জারীজন্য যে খরচা লাগে তাহাও লইবেন কিন্তু এই আইনের এমত তাৎপর্য্য নহে যে যে নালিশের হেতু ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত হইলে ঐ নালিশ সে আদালতের বিচার যোগ্য হইত এমত হেতু সম্পর্কীয় ভিন্ন অন্য প্রকার ডিক্রী জারী করিতে পারেন।

আক্ট ৩১ জারী ২৩ ডিসেম্বর।

ধারা ১। কোম্পানির দেশ চলন যে কোন সোণা রূপার মুদ্রা কেহ ছাটা ঘষা ছিদ্র বিরূপ কি মেকী করিলে কি ঐরূপ টাকা চালাওনের অভিপ্রায় করিলে উৎকট অপরাধির ন্যায় জাবজ্জীবন কি নিরূপিত মিয়াদে দ্বীপান্তরে কি ৪ বৎসরের অনধিক কয়েদের যোগ্য হইবেক।

ধারা ২। ইউরোপীয় পিতা মাতার সন্তান ভিন্ন দেশীয় লোকেরা নিউসৌথ ও এলসের পূর্ব্ব তটে কি তাহার নিকটস্থ কোন উপদ্বীপে প্রেরণ হইবেক না।

ধারা ৩। মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের অধীন ফৌজদারী এলাকার স্থান ও ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তি ও স্থানের মধ্যে এই আইন চলন হইবেক না।

আক্ট ৩২ জারী ৩২ ডিসেম্বর।

এই আইন কোম্পানির রাজ্যের মহারাণীর এলাকার ও তদ্বহির্ভাগে ও বাহিরে যে কোন স্থানে চলন হইবেক অর্থাৎ কোন মিয়াদে কি মিয়াদ ভিন্ন কর্জ্জ কি অপর টাকার উপর চলিত হারের অনধিক হারে সুদ দেওনের হুকুম যে কোন আদালত করিতে পারিবেন ঐ কর্জ্জ কি অপর টাকা নিদর্শন পত্রে দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেওনের অঙ্গীকার থাকিলে ঐ দেওনের সময়াবধি সুদ দেওয়াইবেন কোন মিয়াদ না থাকিলে যে তারিখে লিপির দ্বারা তলব ও জ্ঞাত করা হইয়াছে যে দাওয়ার তারিখ হইতে পরিশোধ পর্য্যন্ত সুদ দেওয়াইবেন কিন্তু চলিতাইনানুসারে যে বিষয়ে সুদ দিতে হয় সেই বিষয়েই দেওয়াইবেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

ইংরাজি ১৮৪০ সাল।

আক্‌ট ২ জারী ১০ ফিব্রুয়ারি। গেজেট পৃষ্ঠ ১৩।

হুকুম হইল যে ১৮৩৯ সালের ২৩ আক্‌ট্যানুসারে কোর্ট মার্স্যল কর্তৃক কোন অপরাধির দণ্ডজন্য কয়েদ কি শ্রমযুক্ত কয়েদের আদেশ হইলে যেকোন জজ মাজিষ্টর সরিপ কি অপর কারাগার অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে কিল্লা পল্টন কি অপর সেনাপতির হুকুমের নকল সম্বলিত অপরাধি তাহাদিগের হস্তার্পণ হইলে তাহার মত.চরণ করেন।

আঃ ৪ জাঃ ১৭ ফিব্রুয়ারি। গেঃ পৃঃ ১৮।

ধারা ১। আজ্ঞা হইল যে ১৭৯৩ আঃ ৪৯। ১৭৯৫ আঃ ১৪। ১৮০৩ আঃ ৩২। ১৮১৩ আঃ ৬ ধাঃ ৫। ১৮২৪ আঃ ১৫। ১৮২৯ আঃ ২ ও তাহার যে২ অংশ অপর আইনের দ্বারা বঙ্গ রাজধানীর কোন স্থানে বিস্তার হইয়াছে তাহা অন্যথা হইয়া ইউরোপীয় ইত্যাদি সকল প্রকার ব্যক্তির প্রতি চলন.হইল।

ধারা ২। কোন মাজিষ্টর কি তাহার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা আপন অধিকারের মধ্যে ভূমি বাটী জল মৎস্য ফসল কি ভূমির অপর উৎপন্ন সংক্রান্ত বিবাদে দাঙ্গার সম্ভাবনার সংবাদ

পাইলে ঐ সংবাদ পাওনের কারণ রোয়দাদে লিখিয়া তৎসংক্রান্ত ব্যক্তি অর্থাৎ তালুকদার ইজারদার রাইয়ত ইত্যাদি যে কেহ হউক তাহারা স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা নিরূপিত সময়ে উপস্থিত হইয়া আপন২ ভোগের বিবরণ লিখিয়া দাখিল করণ জন্য তলব করিবেন এবং স্বত্বের বিচার না করিয়া বিরোধকালীন নিশ্চয় কাহার দখলে ছিল তাহারি অনুসন্ধান করিয়া যে ব্যক্তির দখলে থাকা নিষ্পত্তি করিবেন তাহার বরকরারি করিয়া হকিএক্তের বিচারে বেদখল না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিয়া অপর দাঙ্গা নিবারণ করিবেন।

ধারা ৩। বিবাদকালীন বিরোধি বস্তু কাহার দখলে ছিল মাজিষ্টর কর্ত্তৃক নির্ণয় না হইলে স্বত্বের বিচার হওয়াপর্য্যন্ত ঐ বস্তু ক্রোক করিয়া কালেক্টরিতে সংবাদ করিবেন ঐ বস্তু ভূমি হইলে জিলা আদালতের আদেশে ক্রোক হইলে যেমত ১৮২৭ সালের ৫ আইনের বিধি খাটে তদ্রূপ মাজিষ্টর কর্ত্তৃক উক্ত ক্রোকের প্রতি খাটিবেক।

ধারা ৪। যদি কোন পক্ষ মাজিষ্টরের নিকট নালিশ করে যে তাহার অধিকারের মধ্যে সে ব্যক্তি কোন ভূমি জল মৎস্য কাষ্ঠ কি শস্যাদি ভূমির অপর উৎপন্ন হইতে বলপূর্ব্বক বেদখল হইয়াছে তাহাতে সে ব্যক্তি ভূম্যাধিকারি মফস্বলি তালুকদার ইজারদার কি দর ইজারদার কি রাইয়ত ইত্যাদি যে কেহ হউক তাহার প্রতিবাদিকে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপত্য করণ জন্য নিরূপিত সময়ে তলব করিবেন এবং

সাক্ষ্য ও দলিলের দ্বারা ফৈরাদির দাবী প্রমাণ হইলে তাহার রুবকারি করিয়া স্বত্বের বিচার হওয়া পর্য্যন্ত বিরোধি ভূমিতে তাহার পুনঃ ভোগ স্থাপনের আদেশ করিবেন কিন্তু ভোগরহিত হওনের পর এক মাসের মধ্যে নালিশ না করিলে এমত হুকুম হইবেক না।

ধারা ৫। বিরোধি ভূমি নূতন চর ও তাহাতে কাহারো ভোগ না থাকিলে আইন ও ব্যবহারমতে যাহার দখল অর্শে আদালতের রীতিমত বিচার হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিবেন।

ধারা ৬। কোন ভূমি কি জলের ব্যবহার জন্য বিবাদ হইলে মাজিষ্টরের অনুসন্ধানে বিরোধি বস্তু সাধারণের কি কোন ব্যক্তির কি কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ছিল এমত বোধ হইলে আদালতের রীতিমত বিচারে এক পক্ষের দখলে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ঐ প্রকার ব্যবহারের আদেশ করিবেন কিন্তু ঐ বস্তু ১২ মাস ব্যবহার যোগ্য হইলে ও নালিশের পূর্ব্ব তিন মাসের মধ্যে ব্যবহার না থাকিলে কিম্বা বিশেষ সময়ের ব্যবহার যোগ্য হইলেও বেদখলের পূর্ব্ব অবাদে ব্যবহার না থাকিলে এমত হুকুম হইবেক না।

ধারা ৭। উপরোক্ত দখল কি ব্যবহারের হুকুম কোন ব্যক্তি অমান্য কি তজ্জন্য কেহ সাহায্য করিলে ৬ মাস কয়েদ কি ২০০ টাকা জরিমানার যোগ্য ও তাহা অপর ছয় মাসের অনধিক মিয়াদের সহিত পরিবর্ত্ত অথবা কয়েদ ও জরিমানা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক।

ধারা ৮। এই আইনক্রমে মাজিষ্টর কি তদ্ভারাক্রান্ত কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে আদেশ হইবেক তাহার আপীল আপীল সংক্রান্ত চলিত ও ভবিষ্যত আইনমতে হইবেক।

ধারা ৯। এই আইনের বিচার্য্য মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কারণ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মাজিষ্টর কর্ত্তৃক এক কি অধিক সালিস নিয়োগ ও মাজিষ্টরের নিষ্পত্তির ন্যায় ঐ সালিসদিগের নিষ্পত্তি জারী হইবেক।

ধারা ১০। চলিত আইনমতে ক্রোক করণ জন্য যাহার যে স্বত্ব আছে তাহা এই আইনের দ্বারা রহিত হইল না।

ধারা ১১। এই আইন বঙ্গ রাজধানীর বাহিরে কি পুলো পিনাঙ্গ শিঙ্গাপুর ও মালাকা ও কলিকাতার মহারাণীর আদালতের অধিকারে চলন হইবেক না।

আঃ ৫ জারী ২৪ যিব্রুয়ারি। গেঃ পৃঃ ১৩।

ধারা ১। আদেশ হইল যে হিন্দু ও মোছলমানের প্রতি যে গঙ্গাজল ও কোরাণের দ্বারা শপথের বিধি ছিল তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত প্রতিজ্ঞা করিবেন।

আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষি করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে যাহা আমি কহিব তাহা সত্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সত্য ভিন্ন কহিব না।

ধারা ২। পূর্ব্বোক্তমতে প্রতিজ্ঞা করিয়া জানত কেহ মিথ্যা কহিলে মিথ্যা শপথ জন্য এই আইনজারির পূর্ব্বে যে দণ্ড হইত সেইরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক।

ধারা ৩। উক্ত অপরাধ করণ জন্য কেহ কাহাকে প্রবৃত্তি জন্মাইলে মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাওন জন্য দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৪। এই আক্‌ট ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের লিখিত সুকতি ও মহারাণীর আদালতের সুকৃতি কি প্রতিজ্ঞার প্রতি চলিবেক না।

আঃ ৭ জারী ৩০ মার্চ। গেঃ পৃঃ ২১।

আদেশ হইল যে সরকারের চিহ্নিত চাকর ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে ডিপুটি ও আসিষ্টাণ্ট রেজেষ্টরি পদে নিয়োগ করা বাঙ্গালার গবর্ণর ও এলাহাবাদের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কি তদ্ভারাপন্ন কর্ম্মকারকের অভিপ্রেত হইলে উভয় সদর ও নেজামত আদালতের রেজেষ্টরের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম ঐ অপর ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

আঃ ১০ জারী ২০ আপ্রিল। গেঃ পৃঃ ২৪।

ধারা ১। এলাহাবাদ গয়া ও জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিদিগের কর কি মাসুল রহিত করা উচিত বোধ হইয়া আদেশ হইল যে ১৭৯৩ সালের ২৭ আইনের ৪ ধারা ও ১২ আইনের ৩১ ধারার যে অংশে গয়া ইত্যাদি জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিদিগের স্থানে করগ্রহণের আদেশ আছে ও ১৮০৬ আঃ ৪। ৫ ও ১৮০৮ আঃ ৬ ধারা ৯ ও ১৮০৯ আঃ ৪ ও ১৮১০ আঃ ৪ ধারা ৪ ও আঃ ১৮ অন্যথা হইল।

ধারা ২। আদেশ হইল যে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ মন্দিরের ব্যয়-ভূষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ও পাণ্ডা ও ভৃত্যদিগের উপর কর্ত্তৃত্বের

ভার খোরদার বর্ত্তমান রাজার প্রতি অর্পিত থাকিবেক এবং ঐ রাজা ও ঐ মন্দির সংক্রান্ত ব্যক্তিরা এই আইনের অভিমত ঐ মন্দিরের লিপিবদ্ধ নিয়ম ও প্রাচীন ব্যবহার অনুসারে কার্য্য করিবেন।

ধারা ৩। যাত্রিরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে দান করিবেক তদ্ভিন্ন ঐ রাজা কিছু লইবেন না ও ঐ মন্দির সংক্রান্ত ব্যক্তি গণকে লইতে দিবেন না।

ধারা ৪। ঐ রাজা ও মন্দির সংক্রান্ত কর্ম্মকারক পাণ্ডা ইত্যাদি পরিচারকেরা আপন কর্ম্ম উপলক্ষে কোন অকর্ত্তব্য কি অপকর্ম্ম কি আইনে হুকুম আছে বলিয়া কোন যাত্রির কি অপরের প্রতি অত্যচার কি অন্যায় শক্তি করিলে দেওয়ানী কি ফৌজদারি আদালতে নালিশের যোগ্য হইবেক।

আঃ ১৬ জারী ৩ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ১০৫।

ধারা ১। আদেশ হইল যে ইণ্ডিয়া রাজধানীর কোনস্থানে কোন কয়েদি দ্বীপান্তর ও তাহাদিগের গ্রহণ জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত কর্ম্মকারকের হস্তার্পণ হইলে তাহাদিগেরকে দ্বীপান্তর থাকা কালপর্য্যন্ত খাটাইবার ক্ষমতা ঐ নিয়োজিত ব্যক্তির প্রতিই থাকিবেক।

ধারা ২। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে ইণ্ডিয়া রাজধানীর কোন স্থানে জনেক গবর্ণর কি অপর কর্ম্মকারক অথবা এক কি অধিক সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ ও দ্বীপান্তর হওয়া অপরাধির গ্রহণ ও খাটাইবার ভার তাহাদিগের প্রতি অর্পণ করেন।

ধারা ৩। ঐ কয়েদি দিগের যে প্রকার কয়েদ ও বিভাগ করিতেও তাহারা কর্ম্মের শৈথিল্য ও কুব্যবহার কি কর্ম্ম কর্ত্তাকে অমান্য করিলে যে প্রকার শাসন করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে গবর্ণর বাহাদুর সময়ে২ যে২ হুকুম ঐ গবর্ণর ইত্যাদির প্রতি করিবেন তাহা জারীও নিয়মস্বরূপ হইবেক।

ধারা ৪। পূর্ব্বে যাহারা দ্বীপান্তর হইয়াছে ও যাহাদিগের মিয়াদ সম্পূর্ণ হয় নাই তাহারাও এই আইনের অন্তর্গত হইবেক পূর্ব্বে দ্বীপান্তর হওয়া কয়েদির বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে এই আইনের অভিপ্রায় মতে কি গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যাহা করা হইয়াছে তাহার প্রতিও কোন আদালতে নালিশ হইবেক না।

আঃ ১৯ জারী ১৪ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ১৪৯।

আদেশ হইল যে যোত্রহীনরূপে কোন মান্যা স্ত্রী সদর আদালতে আপীল করিতে চাহিলে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারা ১ প্রকরণের নিয়ম বঙ্গ রাজধানীর উভয় সদর আদালতের বিবেচনামতে খাটিবেক।

আঃ ২৩ জারী ৩০ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ২৮৭।

ধারা ১। যেহেতু মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধিকারস্থ গণকে সাক্ষী স্বরূপ মফস্বল আদালতে উপস্থিত করা ও ঐ ব্যক্তি দিগের শরীর কি সম্পত্তির প্রতি মফস্বল আদালতের হুকুম জারী হওয়াও ঐ ব্যক্তিরা মফস্বল আদালতে কোন পক্ষ থাকাতে তাহাদিগের ক্লেশ না হওয়া জন্য আদেশ হইল যে কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বের সুপ্রিম কোর্টের অনধিকারের কোন আদা-

লত জজ কি মাজিষ্টরের কোন রিট ওয়ারেণ্ট কি পরওয়ানা ঐ অধিকারের মধ্যে নীচের লিখিতমতে জারী হইবেক অর্থাৎ উক্ত পরওয়ানাদি উক্ত জজাদির স্বাক্ষর হইয়া ইংরাজি তরজমার সর্টিফিকিট সহকারে মহারাণীর আদালতের কোন জজকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া বিষয় বিবেচনামতে জারীজন্য সরিপ কি কোন জুষ্টিস পিসের প্রতি আদেশ করিবেন।

ধারা ২। উক্ত পরওয়ানাদি উক্তমতে সরিফের জিম্মা হইলে জিম্মা হওনের তারিখ তাহাতে লিখিয়া ঐ দিবস মহারাণীর আদালতের পরওয়ানাদি পাইলে যেমত জারী করিতেন সেইরূপ জারী করিবেন এবং ঐ আদালতের পরওয়ানার সহিত অপর পরওয়ানার ইতর বিশেষ হইবেক না।

ধারা ৩। মহারাণীর আদালতের পরওয়ানাদি জারী ঘটিত যেমত সরিপের নামে ঐ আদালতে নালিশ হইয়া থাকে সেইরূপ এই আক্টের পরওয়ানাদি ঘটিত নালিশ ঐ আদালতে হইবেক এবং উক্ত আদালতের পরওয়ানাদির দ্বারা কয়েদ কি ক্রোকী বস্তুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে এই আক্টমতে কয়েদ কি ক্রোকী বস্তুর প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার হইবেক।

ধারা ৪। মহারাণীর আদালতের হুকুমের অমান্য কি ব্যাঘাৎ করণ জন্য যেমত দণ্ডনীয় হয় এই আক্টমতে পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করা হুকুমাদি অমান্য করণ জন্য সেই আদালতে ঐরূপ দণ্ডনীয়

হইবেক এবং সফীনা জারী জন্য খরচা ও অপর বিষয়ে ঐ আদালতের নিয়ম খাটিবেক।

ধারা ৫। এই আক্টক্রমে জারী হওয়া পরওয়ানাদির দ্বারা জষ্টিস কি সরিপ কর্তৃক কেহ গ্রেপ্তার হইলে ঐ পরওয়ানার দৃষ্টে জজের লেখানুসারে জারী করণিয়া ব্যক্তির হস্তে অর্পণ হইবেক।

ধারা ৬। ঐ পরওয়ানাদি বিধি পূর্ব্বক লিখিত না হইয়া থাকিলে এই আক্টমতে যে জজ ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে খোলসা লিখিবেন তিনি তাহা সুধারাজন্য ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন।

ধারা ৭। কোন গ্রেপ্তারি পরওয়ানার পৃষ্ঠে খোলসা লিখন জন্য ক্ষমতার ও এই আক্টক্রমে যে জজের প্রতি থাকিবেক তিনি জামীন লওনের হুকুম ও জামিনীর তায়দাদের সংখ্যা ও অপর অনুসন্ধান জন্য কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন।

ধারা ৮। এই আক্টের কর্ম্ম সফল জন্য ঐ সরিফ সুপ্রিম কোর্টের অধীন সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারি জেল হরিণবাটী ব্যবহার করিতে পারিবেন ও এই আক্টমতে যাহারা তথায় কয়েদ থাকিবেক তথাকার কারাগার শাসনের নিয়ম তাহাদিগের প্রতি খাটিবেক এবং মপস্বল আদালতের কয়েদের সমস্ত কি কতক হুকুম বিশেষ বিবেচনামতে ঐ ঐ জেলে জারী হইতে পারিবেক কিন্তু কয়েদের ওয়্যারেণ্ট কি পরওয়ানার পৃষ্ঠে উক্তমতে জজকর্তৃক খোলসা ও হুকুম লিখিত হইবেক।

আঃ ২৪ জারী ৭ ডিসেম্বর। গেঃ পঃ ২৯৫।

কলিকাতা নগরের টাক্সের হার ও রাস্তায় জল ও আলক দেওয়া ও নরদমা মেরামত ও পাল্লিবন্ধি ও আদায় জন্য অন্তঃ-পুরের দ্রব্য ক্রোকের নিয়ম ইত্যাদি।

আঃ ২৫ জারী ২৮ ডিসেম্বর। গেঃ পঃ ১। ১৮৪১ সাল।

ধারা ১। হুকুম হইল যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে আবকারি মহালের অধ্যক্ষতা করণজন্য বাঙ্গালা কি এলাহা-বাদের গবর্ণর কর্তৃক কোন কমিস্যনর কোন স্থানে নিয়োগ হইলে ঐ কমিস্যনরেরা তাহাদিগের অধিকারের আবকারি রাজস্ব বিষয়ে রাজস্বের কমিসনের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ধারা ২। এবং কমিসনরের অধীন ১৮১৩ আইনের ৩ ধারার লিখিত ব্যক্তি ব্যতিরেকেও অপর উপযুক্ত ব্যক্তি প্রতি স্থানে২ আবকারি রাজস্বের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টী ভার অর্পণ হইতে পারিবেক তাহাহইলে ঐ সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টরা মালের কালেক্টরের ন্যায় আবকারি রাজস্বের বিষয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন কেবল আবকারি আইন উল্লঙ্ঘনের বিচার করিতে পারিবেন না।

ধারা ৩। কিন্তু বাঙ্গালার গবর্ণর উক্ত কোন সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি আবকারি আইন উল্লঙ্ঘের বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

ধারা ৪। আবকারি আইন উল্লঙ্ঘনের বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা দোষ সাব্যস্ত ও দোষী হওন ও জরিমানার বিবরণ পরওয়ানায় লিখিয়া জরিমানা আদায় ও কয়েদজন্য দেওয়ানী

জেলে পাঠাইতে পারিবেন কিন্তু কমিসয়নর সাহেব স্বয়ং কিম্বা কেহ আপীল করিলে ঐ সুপ্রেণ্টেণ্ডের কাগজ তলব ও হুকুম অন্যথা কি সধারা করিতে পারিবেন ও ঐরূপ ক্ষমতা কষ্টম নেমক ও আফিঙ্গের বোর্ডের প্রতিও থাকিবেক।

ধারা ৫। পেয়াদার জমাদারের উচ্চপদস্থ কোন আবকারি কর্ম্মকারকদিগের ক্ষমতা হইল যে অনুমতি ভিন্ন কেহ মদিরা কি কোন মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে কিম্বা ব্যবসা করণ জন্য তদুপযুক্ত দ্রব্য আপন বাটীতে রাখিয়াছে এমত সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ ঐ সংবাদ দেওনিয়ার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা বিশ্বাস যোগ্য হইলে ঐ ব্যক্তির বাটীতে প্রবেশ করিয়া তল্লাসী ও উক্ত দ্রব্যাদি পাওয়া গেলে মায় সরঞ্জাম গৃহপতি ও তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিবেন।

ধারা ৬। ১৮২৪ সালের ৭ আইনের ১৮ ধারায় যে বিষয়ের হুকুম আছে তদতিরিক্ত কোন ব্যক্তি বল কি ভয় প্রদর্শনের দ্বারা উপযুক্ত কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক নিষেধিত মদিরাদি মাদক দ্রব্য কি তাহার সরঞ্জাম ভাটি আদি ক্রোক করণে নিবারণ করিলে কি গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া দিলে কি তজ্জন্য তল্লাসের ব্যাঘাৎ কি ক্রোকী দ্রব্য তফাত করিলে কি উক্ত দ্রব্য কাহারো স্থানে পাওয়া গেলে সেইব্যক্তি কি অপর কেহ আইনের হুকুম জারী বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহা মাজিষ্টরের সমীপে প্রমাণ হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক জরিমানা না দিলে ৬ মাসের অন-

ধিক কয়েদ থাকিবেক তজ্জন্য দাঙ্গা প্রমাণ হইলে তদতিরিক্ত চলিত আইনমতে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৭। ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার ৬ প্রকরণ সুধারায় আদেশ হইল যে কোন ব্যক্তি মিথ্যা ঈর্ষাপূর্ব্বক কোন নিশিদ্ধ সরাবাদি মাদক দ্রব্য কি ভাটির সংবাদ করিলে ও তজ্জন্য কাহারো বাটী তল্লাস ও ক্ষতিকর হইলে আইনোক্ত শাস্তি ও ক্ষতি পূরণ ব্যতিরেক শ্রমযুক্ত কি শ্রম রহিত ২ বৎসর কয়েদ ও ৫০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও না দিলে অপর ৬ ছয় মাস কয়েদ হইবেক।

ধারা ৮। এই আইনের ৫ ধারাক্রমে ক্ষমতাপন্ন কোন আব-কারি মহলের কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে আবিকারি আইন উল্লংঘন জন্য গ্রেপ্তার কি মদিরাদি মাদকদ্রব্য কি ভাটি ক্রোক কি তজ্জন্য কাহারো বাটীতে প্রবেশ করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ সংবাদ আপন উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকের নিকট করিবেন।

ধারা ৯। আবকারি মহালের কি নিষেধিত মদিরাধি ধৃত জন্য ক্ষমতাপন্ন অন্য মহালের কার্য্যকারক কর্তৃক কোন ব্যক্তি ধৃত হইলে অবিলম্বে তাহাকে তদ্বিষয়ের বিচারকের নিকট পাঠাইতে হইবেক এবং আইনানুসারে বিচার না হওয়াপর্য্যন্ত সে ব্যক্তি মুক্ত হইবেক না।

ধারা ১০। উপরোক্ত ক্রোক ইত্যাদির সংবাদ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না করিলে কি ধৃত হওয়া ব্যক্তিকে চালান করিতে বিলম্ব

করিলে কি তাহাকে ছাড়িয়া দিলে কি তাহার পলায়ন বিষয়ে সাজস করিলে কর্ম্মচ্যুত ও ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও তিন মাসের অনধিক কয়েদ ও জরিমানা না দিলে অপর তিন মাসের অনধিক কয়েদ ও আবকারি আইন উল্লঙ্ঘনের বিচারক কর্তৃক বিচার্য্য হইবেক।

ধারা ১১। আবকারি মহালের কার্য্যকারক দিগের ক্ষমতা হইল যে তাহারা রাত্রে কি দিনে অনুমতি প্রাপ্ত মদিরাদি মাদকদ্রব্য বিক্রয়কারির বাটী কি দোকান কি কারখানায় প্রবেশ পূর্ব্বক অনুমতি প্রভৃতি আবকারি আইনের অন্যথাচরণ হইতেছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

ধারা ১২। মাজিষ্টরের সমীপে যদ্যপি এমত প্রমাণ হয় যে কোন আবকারি কর্ম্মকারক মদিরাদি মাদকদ্রব্য ক্রোক ও অনুসন্ধান ছলে অন্যায় ও অকারণ কাহারো দ্রব্য ক্রোক কি যাহাকে গ্রেপ্তার কিম্বা আপন ক্ষমতার অতিরিক্ত কর্ম্ম করিয়াছে তবে কর্ম্মচ্যুত ও ৬ মাসের অনধিক কয়েদ ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও তাহা না দিলে অপর ৬ মাসের অনধিক কয়েদ হইবেক।

ধারা ১৩। এই আইন কি অপর যে কোন আইনে আবকারি মহালের কর্ম্মকারক শব্দ লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ যাহারা জিলার আবকারি মোতালকের কর্ম্মকারক কর্তৃক নিয়োগ হইয়া বেতন পায় অথবা আবকারি কমিসনর কর্তৃক বিশেষ রূপে নিয়োগ হয়।

ধারা ১৪। অনুমতি প্রাপ্ত মদিরাদি মাদক বস্তু বিক্রয় কি প্রস্তুত করণিয়ারা ঐ অনমতি পত্র কি পাট্টা সর্ব্বদা আপন ২ দোকানে কি কারখানায় রাখিবেক এবং আবকারি কর্ম্মকারক্ক তাহা দেখিতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ দেখাইতে হইবেক তাহা না হইলে মাজিষ্টর কর্ত্তৃক ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা কি তিন মাসের অনধিক কয়েদ ও জরিমানা না দিলে অপর ৩ মাসের অনধিক কয়েদ থাকিবেক।

ধারা ১৫। আফিং ভিন্ন নিষেধিত মদিরাদি মাদকদ্রব্য নিকট রাখন কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করণজন্য দোষী ব্যক্তির স্থানে যে জরিমানা অথবা জব্দ হওয়া দ্রব্য নীলাম হইয়া যাহা আদায় হইবেক তাহার অর্দ্ধেক ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার ৮ প্রকরণানুসারে গোয়েন্দা ও অপর অর্দ্ধেক যে কার্য্যকারক ঐ অপরাধি কি দ্রব্য গ্রেপ্তার করিয়াছিল তাহারা পাইবেক জরিমানা আদায় না হইলে তাহাদিগের পরস্কারজন্য কমিস্যনরেরা প্রত্যেক মোকদ্দমায় ২০ টাকার অধিক না হয় বিবেচনা মতে কষ্টম নেমক ও আফিঙ্গের বোর্ডের দ্বারা অনুরোধ করিতে পারিবেন ঐ মহালের যে২ কার্য্যকারক পুরস্কার পাওনের যোগ্য কি অযোগ্য তাহা ঐ বোর্ড সাধারণ লিপির দ্বারা প্রচার করিবেন।

ধারা ১৬। নিষেধিত মদিরাদি মাদকদ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় কি অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রয়কারিরা অনুমতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করণে

কোন আবকারি কর্ম্মকারকের যোগ প্রমাণ হইলে ঐ অপ- রাধির ন্যায় দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ১৭। আবকারি আইন উল্লঙ্ঘন জন্য কোন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার দোষী হইলে তজ্জন্য যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তদ- তিরিক্ত ৬মাস দেওয়ানী জেলে কয়েদ থাকিবেক দ্বিতীয়বারের পর যত বার ঐ অপরাধ করিবেক প্রথমবারে যে দণ্ড হয় তাহাও তদ্রূপ ৬ ছয় মাস করিয়া প্রতিবারে কয়েদ থাকিবেক এবং এই আইনক্রমে যে কর্ম্মকারক বিচার করিবেন তাহার পরওয়ানার দ্বারা দেওয়ানী জেলের অধ্যক্ষ কয়েদ ও মুক্ত করিবেন।

ইং সন ১৮৪১ সাল।

আক্ট ১ স্মারা ১২ আপ্রিল গেঃ পৃঃ ১৭৮। ১৮৪১ সাল।

ধারা ১।২।৩। পটিদার ও নম্বরদার যে দুই শব্দ এই আইনে উল্লেখ হইতেছে তাহার অর্থ যে জমীদারিতে দুই কি অধিক অংশ কি পটি আছে অথবা প্রত্যেক অংশীর প্রত্যেক অধিকার থাকে ও তাহারা স্বয়ং সরকারে মালগুজারি করে অথচ তাহাদিগের নাম সরকারি বন্দবস্তে প্রকাশ নাই এমত ভূম্যধিকারিকে পটিদার ও যে ভূম্যধিকারির আপন নামে বন্দবস্ত হইয়াছে তাহাকে নম্বরদার কহে, চলিতাইনানুসারে নম্বরদারের স্থানে সরকারী বাকী আদায় কারণ যেরূপ ক্রোক ও কয়েদ করা যায় পটিদারের প্রতি সেরূপ নাহওয়াতে পটিদার ও সরকার উভয় পক্ষের অন্যায় হইতেছে এমতে ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের লিখিত বন্দবস্তী পটিদারের প্রতি তেঁহ এক কি অংশী হউক নীচের লিখিত মতাচরণ হইবেক।

প্রকরণ ১।২। নম্বরদারের প্রতি যে নিয়মে যেরূপ দস্তক জারীও তাহাদিগের মালামাল যেরূপ ক্রোক বিক্রী ও তাহারা যেরূপ গ্রেপ্তার ও কয়েদ হয়।

প্রকরণ ৩। বাকী না পড়া পটির অংশিগণকে বাকী পড়া পটি মৌরূসিরূপে অর্পণ করেন।

প্ররণ ৪। বাকী পড়া পটির বন্দবস্ত ও পাট্টা রদ ও তাহা বাকী না পড়া পটির অংশিকে কি অপর কোন ব্যক্তিকে ১৫ বৎসরের অনধিক মিয়াদে দেওন।

প্রকরণ ৫। বাকী পড়া পটি নীলাম হইলে ঐ পটির অংশী যাহারা বাকী দিয়াছে তাহারা খরিদ করিতে পারিবেক।

ধারা ৪। ৫ কোন পটি নীলাম হইলেও তাহা অপর ব্যক্তি খরিদ করিলে ঐ পটির কোন অংশী বাকীদার না থাকিলে ঐ পনের টাকায় খরিদ করিতে পারিবেক কিন্তু ঐ হকসফার দাবি নীলামের দিন কালেক্টর সাহেবের কাছারি বরখাস্ত করণের পূর্ব্বে ও নীলামের অন্য২ নিয়ম প্রতিপালন না করিলে গ্রাহ্য হইবেক না এবং উক্ত বিষয়ে কালেক্টর কি তদ্ভারাপন্ন কর্ম্মকারকেরা গবর্ণমেণ্ট কি মালের উচ্চক্ষমতার কর্ম্মকারকের উপদেশ মতে কর্ম্ম করিবেন।

ধারা ৬। সম্পূর্ণ মহাল নীলাম জন্য যেরূপ এত্তেলা ও অনুমতি প্রাপণ ইত্যাদির নিয়ম ও আইন আছে কি হয় তদনুসারে পটি নীলাম হইবেক এবং পটির নীলাম রীতিমত মঞ্জুর হইলে খরিদারের সম্পূর্ণ অধিকার হইবেক কিন্তু শেষ বন্দবস্তকালীন যে রাইয়তের জমার হার নির্দ্ধারিত হইয়া মৌরশি স্বরূপ সেরেস্তায় লিখিত আছে তাহাদিগের স্বত্ব বজায় থাকিবেক।

ধারা ৭। উপরোক্তমতে যে কোন পটি কিছুকালের নিমিত্তে ইজারা কি অর্পণ হইলে অথবা সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় হইলে ঐ পটির কোন অংশীদার ঐ পটির ভুমীতে কৃষি কর্ম্ম করিতে

পারিবেক না তবে বিক্রীর পর বৈশাখ মাসে খরিদার কি অর্পিত ব্যক্তির সহিত বন্দবস্ত করিয়া একরার দাখিল করিলে পারিবেক উভয়ের মধ্যে খাজানার হার নির্দ্ধারিত না হইলে কালেক্টরেরা কমিসনরের ও সদরবোর্ডের অনুমতিক্রমে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৫ ধারাবধি ১০ ধারা পর্য্যন্তের লিখিত মতে নিকটস্থ পঞ্চাইত নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ধারা ৮। তহসিলদারের দস্তখতি মোহরে জমা ওয়াসীল বাকীর ও খতেনের নকলে কানুনগো ও পাটোয়ারির স্বাক্ষর থাকিলে বাকীর সম্পূর্ণ প্রমাণ হইবেক ও ঐ নকল সর্ব্বদা কালেক্টরের রোয়দাদের সহিত থাকিবেক।

ধারা ৯। এই আইন অনুসারে যে বিক্রয় ও অর্পণ হইবেক তাহার দখল কালেক্টর সাহেবেরা ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণমতে দেওয়াইতে পারিবেক।

ধারা ১০। আবশ্যক মতে সমুচ্চয় মহাল দায়িক করণ জন্য সরকারের যে ক্ষমতা ও চলিত আইন আছে তাহার অন্যথা উপরোক্ত নিয়মানুসারে হইবেক না এমতে ১৮২২ সালের ১১ আইন সধারা হইয়া আদেশ হইল যে সকল অংশির স্বত্বাধিকার লোপ ও জব্দ হইবেক এবং এই আইনের ৫ ধারার বিধি সকল অংশীর প্রতি খাটিবেক।

ধারা ১১। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে বন্দবস্ত কোনস্থানে

না হইয়া থাকিলেও উক্ত নিয়ম অপর স্থানে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

আক্‌ট ৫ জারী ৩১ মে। গেঃ পৃঃ ২৫৩। ১৮৪১ সাল।

ধারা ১। রাজদ্রোহি দিগের বিচার সকল রাজ্যে একনিয়মে হওয়া ও তৎসংক্রান্ত আইন সমস্ত মতান্তর করা উচিত বোধে আদেশ হইল যে তাহাদিগের বিচার সামান্যাদালতে হইতে পারিবেক।

ধারা ২। যে কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে রাজদ্রোহি দিগের বিচার জন্য এক কি অধিক জজের প্রতি আদালতের ব্যবস্থাদায়ক সহকারে কি তাহাদিগের ব্যতিরেকে হুকুম করিতে পারিবেন।

ধারা ৩। উক্ত হুকুমমতে কোন আদালত স্থাপন ও তাহা-দিগের সমীপে কোন কয়েদি আনিত হইলে তাহাদিগের বিচার সামান্যাদালতের প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে করিবেন কিন্তু তাহা-দিগের বিচারে কয়েদি মুক্ত হউক বা কয়েদ থাকুক তাহার হুকুম জারীর পূর্ব্বে ঐ রাজধানীর ফৌজদারী সংক্রান্ত প্রধান আদা-লতে তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র সহিত রিপোর্ট করিতে হইবেক এবং যে স্থানে বৈঠক করিয়া যাহাদিগের বিচার করিবেন ও যে২ বিষয়ের কোন হুকুম আইন কিম্বা কোন নিয়মপত্রে লিখিত হয় নাই তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কি ঐ উচ্চাদালতের উপ-দেশ মতে কার্য্য করিবেন।

ধারা ৪। উক্ত মতে স্থাপিত আদালতের কোন জজ কি ব্যবস্থাদায়ক মৃত কি পীড়িত কি অপর কারণান্তরে অনুপস্থিত থাকিলেও তাহাদিগের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অপর কেহ নিযুক্ত না হইলে অবশিষ্ট জজ ও ব্যবস্থাদায়ক লইয়া বিচার হইবেক ও তাহারা অনুপস্থিত থাকন জন্য আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্যের ব্যাঘাত হইবেক না।

ধারা ৫। এই আইনানুং ফৌজদারী উচ্চাদালতে কোন মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইলে অপর সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমার রীত্যনুসারে কার্য্য করিবেন কেবল দণ্ডের হুকুম তিন মাস স্থগিত রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের হুকুম জন্য রিপোর্ট করিতে হইবেক।

ধারা ৬। উক্ত অপরাধের অপবাদ কোন ব্যক্তির প্রতি কোন মাজিষ্টরের সমীপে উত্থাপন হইলে মাজিষ্টর তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টে সংবাদ করিবেন এবং তাহাদিগের ধৃত কি তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান অথবা বিচার জন্য সামান্য কি বিশেষ আদালতে সোপর্দ্দ করণ জন্য গবর্ণমেণ্ট যেমত আদেশ করিবেন তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

ধারা ৭। এই আইনের দ্বারা মহারাণীর আদালতের অধিকারের মতান্তর হইবেক না।

আক্ট ৯ জারী ৭ জুন। গেঃ পৃঃ ২৫৫। ১৮৪১ সাল।

ভিন্ন রাজ্যের রম সরাপ এদেশে আগত হইলে কষ্টম কালেক্টর কর্ত্তৃক ক্রোক হওন ও তৎসংক্রান্ত কেহ মিথ্যা শপথ

করিলে কি করাইলে উপযুক্ত আদালতে মিথ্যা শপথ কি তদ্বিষয়ে প্রাবর্ত্তক জন্য দণ্ডনীয় হওনের বিবরণ।

আঃ ৭ জারী ১৪ জন। গেঃ পৃঃ ২৭১। ১৮৪১ সাল।

১২। যে সাক্ষীদিগের উপস্থিত হইয়া জবানবন্দি দেওনের প্রতি আপত্ত্য আছে তাহাদিগের জবানবন্দি লওন বিষয়ের পূর্ব্বকৃত আইন সমস্ত অন্যথা হইয়া আদেশ হইল যে ইণ্ডিয়া রাজধানীর যে কোন আদালত কি জজ দেওয়ানী সংক্রান্ত উপস্থিত মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে লিখিত প্রশ্ন কি প্রকারান্তরের দ্বারা ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে কোন সাক্ষির জবানবন্দি আদালতের কোন আমল কি হুকুমনামার লিখিত কোন ব্যক্তির সমীপে লওন জন্য অথবা নীম্নাদালত কি আপন অধিকারের বাহিরের কোন আদালতের প্রতি উক্ত প্রকারে জবানবন্দি লওন জন্য আমীন পাঠাইতে আদেশ ও ঐরূপ জবানবন্দি লওনজন্য ঐ হুকুম কি অপর হুকুমনামা দ্বারা আবশ্যক ও উচিতমতে উপদেশ করিতে পারিবেন কোন আদালতের প্রতি উক্ত হুকুম হইলেও আইন কি আদালতের বিবেচনামতে ঐ আদালতে উপস্থিত হওন জন্য সাক্ষীর প্রতিবন্ধক না থাকিলে ঐ সাক্ষীর জবানবন্দি খোলা আদালতে লইতে হইবেক এবং আপন অধিকারের বাহিরের সাক্ষীর জবানবন্দি উক্তমতে লইতে হইলে আবশ্যকমতে কোন আদালতের প্রতি হুকুম না করিয়া অপরের প্রতি হুকুম করিতে পারিবেন এবং

সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে উক্ত হুকুম জারী করিতে হইলে নীচের লিখিত মতে হইবেক।

ধারা ৩। নিজ অধিকারের মধ্যে উক্তমতে কোন সাক্ষীর জবানবন্দি লওনের হুকুম হইলে ঐ সাক্ষীর নিজবাস স্থানে কি অপর যেস্থানে ঐ সাক্ষিকে হাজির হইতে কি আবশ্যকমতে কাগজ পত্র দাখিল করিতে জজ হুকম করিবেন সাক্ষিরা তাহা জানত অমান্য করিলে আদালতকে অমান্য করা বোধ হইয়া অপর মোকদ্দমায় সাক্ষী দেওনজন্য অস্বীকার হইলে যে দণ্ড হইতসেইরূপ দণ্ডনীয় হইবেক কিন্তু সাক্ষীদিগের ক্ষতি ও খরচ সম্বন্ধে সাক্ষীরা যেরূপ পাইয়া থাকে এই আইনের লিখিত সাক্ষীরাও তাহা পাইবেক।

ধারা ৪। এই আইনের প্রেরিত হুকুমনামা কি আমীনের দ্বারা যে সাক্ষির জবানবন্দি হইবেকতাহাকে শপথ কি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতে হইবেক তাহাতে সাক্ষীরা জানত মিথ্যা কহিলে কি কেহ কহাইলে মিথ্যা শপথ করণ কি প্রবর্ত্তকজন্য দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৫। এইমতে সাক্ষীর জবানবন্দি জন্য হুকম দেওনের পূর্ব্বে জজ নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে ঐ ব্যক্তি জিলায় না থাকন কি পীড়িত হওন কি আইনোক্ত অপর কারণে উক্ত সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেক না এবং জবানবন্দির হুকুম দেওনের পূর্ব্বে ঐ সাক্ষীর বাটী কোনস্থানে অর্থাৎ তত্তল্যকি নীমাদালতের নিকট তাহার অনুসন্ধান করিয়া সুভিতানতে আদা-

লতের প্রতি জবানবন্দি লওনের আদেশ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইলেও জিলা জজের নিকট হুকুম যাইবেক তিনি বিবেচনামতে নিজ কি নীম্নাদালতের দ্বারা জবানবন্দি লওনের বিষয়ে যে আদেশ করিবেন তাহা সিদ্ধ হইবেক কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে সাক্ষী অধিকারের বাহিরে আছে অথবা মরিয়াছে কি পীড়িত কি অশক্ত জন্য উপস্থিত হইতে অক্ষম অথবা পঞ্চাশ ক্রোশের অধিক দূরে থাকে অথবা আইন কি আদালতের বিবেচনাক্রমে স্বয়ং উপস্থিত হওনে নিষেধ আছে অথবা উক্ত বিষয়ের প্রমাণ না লওয়া জজের বিবেচনা সিদ্ধ হয় কিম্বা জবানবন্দি শুনানি কালীন উক্ত প্রতিবন্ধক না থাকা প্রমাণ হইলেও জজ শুনানির আদেশ করেন তবেই উক্তমতে লওয়া জবানবন্দি প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক নতুবা উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে হইবেক না সাক্ষী উপস্থিত ও জবানবন্দি লওয়া হইলে তাহা শুনানি হওয়া না হওয়া জজের বিবেচনামতে হইবেক এবং ঐ জবানবন্দি রীতিমতে স্বাক্ষর হইলে ঐ স্বাক্ষরের প্রমাণ ব্যতিরেকে জজের বিবেচনামতে পাঠিত হইবেক।

ধারা ৬। মহারাণীর আদালতের অধিকারস্থ কোন ব্যক্তির জবানবন্দি উক্তমতে লইলে ও ২ ও ৩ ধারার লিখিত মতে জবানবন্দি লওনজন্য অপরের প্রতি হুকুম না হইলে কোর্ট আফ রিকোএষ্ট অর্থাৎ শহরের ছোট আদালতের প্রতি আদেশ করিবেন।

ধারা ৭। কোম্পানি বাহাদুরের সহিত যে যে রাজা কি

রাজ্যের মৈত্রতা আছে তাহারদিগের অধিকারস্থ ব্যক্তির জবান বন্দি লওন জন্য উপরোক্ত মতে হুকুম হইতে পারিবেক ও ঐ হুকুম তথায় কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যে যাহারা নিয়োগ আছে তাহাদিগেরকে মান্য করিতে হইবেক কেহ অমান্য করিলেও সেই ব্যক্তিকে ঐ জজের অধিকারে পাওয়া গেলে ঐ অপরাধ ঐ অধিকারে করা গণ্য হইয়া দণ্ডনীয় হইবেক এবং মিথ্যা শপথ করিলে কোম্পানির যে কোন আদালতে দণ্ডনীয় হইতে পারিবেক।

ধারা ৮। উপরোক্তমতে জবানবন্দি লওন জন্য ভিন্ন জিলায় কোন হুকুম পাঠানো হইলে ও তাহা কোন ব্যক্তি অমান্য করিলে ঐ ভিন্ন জিলার জজকর্ত্তৃক সাক্ষী দেওনে ত্রুটি করণ জন্য অপরাধের দণ্ডনীয় হইবেক।

আঃ ৯ জারী ২৮ জুন। গেঃ পৃঃ ২৮৭। ১৮৪১ সাল।

আবকারি সংক্রান্ত ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ১৪ ধারা সুধারায় আদেশ হইল যে উক্ত ধারাক্রমে দণ্ডনীয় অপরাধিরা ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা অথবা ৩ মাসের অনধিক কয়েদের যোগ্য হইবেক জরিমানা না দিলে উক্ত মিয়াদের অনধিক কয়েদ থাকিবেক এবং আবকারি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রত্যেক মোকদ্দমায় উক্ত আইনের ২ ধারাক্রমে দণ্ডের বিবেচনা করিবেন।

আঃ ১১ জারী ৫ জুলাই। গেঃ পৃঃ ২৯৩।

ধারা ১। উর্দ্দু বাজার ও ছাউনির ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার

জন্য বোম্বে ও মান্দ্রাজ রাজধানীর নিয়মানুসারে যে একজন সেনাপতি ও পঞ্চাইতের প্রতি ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদ্ভিন্ন ফৌজ সংক্রান্ত কোর্ট আফ রিকোএষ্টের সমস্ত আইন অন্যথা হইল।

ধারা ২। দেশীয় সেনাপতি সেনা কি অপর ব্যক্তি যাহারা দেশীয় ফৌজ সংক্রান্ত যুদ্ধের আইনের অধীন অথবা যাহারা ছাউনিতে কি থানায়বাস কি উর্দ্দু বাজারে কোন কর্ম্ম কি কারবার করে তাহাদিগের উপর টাকা কি অপর অস্থাবর বস্তু সংক্রান্ত ২০০ টাকার অনধিক দাবী হইলে ও মোকদ্দমার কারণ উত্থাপন কি নালিশকালীন আসামী উপরের লিখিতমত ব্যক্তি থাকিলে তাহার বিচার ফৌজ সংক্রান্ত আদালত ভিন্ন অপর আদালতে হইবেক না কিন্তু জাতি কি স্থাবর বস্তু সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা ফৌজ সংক্রান্ত আদালতে হইবেক না।

ধারা ৩। উক্ত আদালত কোন ছাউনি কি থানার সেনাপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত ও তাহাতে প্রধান সেনাপতি ও তদভাবে ঐ সেনাপতি কর্ত্তৃক অন্যূন তিন জন ইউরোপীয় কি দেশীয় সনদি সেনাপতি বিচারক নিয়োগ হইবেক দেশীয় সেনাপতি নিয়োগ হইলে অধ্যক্ষতা ও বাদানুবাদ লিপিবদ্ধ জন্য ৫ বৎসরের অধিক সৈন্য কর্ম্মকারি জনেক ইউরোপীয় সেনাপতি থাকিবেন কোন ইষ্টেসনে ঐ রূপ আদালত স্থাপনের উপযুক্ত সেনাপতি না থাকিলে নিকটস্থ অপর ইষ্টেসনে হইবেক।

ধারা ৪। উক্ত আদালত মাসে২ স্থাপন ও মাহিয়ানা পাও-নের পূর্ব্বে কোন এক দিনে বৈঠক হইবেক।

ধারা ৫। বিচারের কার্য্য ও সাক্ষী তলব কোর্ট মার্সেলের নিয়মানুসারে হইবেক এবং ঐ আদালতের অধিকারের বাহিরে না থাকা অনুপস্থিত ব্যক্তিও সাক্ষীর জবানবন্দি ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধিক্রমে লওয়া যাইতে পারিবেক।

ধারা ৬। কোন সাক্ষী অনুপস্থিত কি সাক্ষী দেওনে অস্বীকার কি মিথ্যা শপথ করিলে কি কেহ করাইলে ও সে ব্যক্তি ফৌজ সংক্রান্ত আইনের অধীন থাকিলে কোর্ট মাসেল কর্ত্তৃক নতুবা অধিকার বিবেচনা ব্যতিরেক নিকটস্থ ফৌজদারি আদালত কর্ত্তৃক বিচার্য্য ও দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৭। কোন ব্যক্তি অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা ভয় প্রদর্শন করাইলে অথবা স্বয়ং কি অপরের দ্বারা ফৌজ সংক্রান্ত আদালতের কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইলে উপরোক্তমতে বিচার্য্য ও দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৮। উক্তাদালতের কার্য্যের রোয়দাদ থাকিবেক এবং তাহাতে সাক্ষীর জবানবন্দি ও গ্রাহ্যাগ্রাহ্যের কারণ লিখিতে ও তাহা বিচারকদিগের স্বাক্ষর হইয়া ইউরোপীয় সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক ছাউনি কি থানার সেনাপতির নিকটে অবিলম্বে প্রেরিত হইবেক।

ধারা ৯। এক বাবুদে কি নানা বাবুদে ২০০ টাকার অধিক দাবী করিলে ২০০ টাকার অধিক ডিক্রী হইবেক না ও ঐমত ডিক্রী হইলে তাহার পূর্ব্বের দেনা বাবুদী কোন নালিশ ঐ

আদালতে কি অপর আদালতে হইবেক না এরূপ দাওয়া কোন আসামীর প্রতি হইলে ঐ আদালত তাঁহার বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং কোন কারবারে সুদের নিয়ম থাকিলেও তাহা চলন সুদের অধিক না হইলে ঐ আদালত ঐ সুদ দেওনের হুকুম করিতে পারিবেন এই আইন জারীর পর ২০ টাকার অধিক খরিদ বিক্রয় বাবদি যে দেনা পাওনা হইবেক তাহা আসামীর ভাষায় লিখিত হইয়া ঐ আসামী কি তাহার পক্ষে অপরের দস্তখত থাকিবেক ৬ বৎসরের অধিককাল দাবী না করিলে কি তন্মধ্যে দাবী সোধ করণের অঙ্গীকার প্রমাণ না হইলে এমত দাবীর নালিশ উক্ত কোন আদালত গ্রাহ্য করিবেন না।

ধারা ১০। বিচারকালীন কোনপক্ষ অনুপস্থিত থাকিলেও সে ব্যক্তি মোকদ্দমার বিষয় জ্ঞাত আছে এবং ঐ আদালতের জ্ঞাতসার হইলে এক তরফা বিচার করিবেন তাহাতে ফৈরাদীর দাবী ডিসমিস হইলে তজ্জন্য অপর নালিশ হইবেক না।

ধারা ১১। উপরোক্ত মতে সেনাপতি সাহেবের নিকট মোকদ্দমার কাগজ প্রেরিত হইলে ঐ সেনাপতি ঐ মোকদ্দমা সুধারা জন্য ঐ কি অপর সৈন্য সম্পর্কীয় আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং দ্বিতীয় ডিক্রীতে আইন ঘটিত দোষ না থাকিলে তাহা চূড়ান্ত হইবেক আইন ঘটিত দোষ থাকিলে প্রধান সেনাপতির নিকট প্রেরণ হইবেক তিনি অন্যথা করিলে

অপর নালিশের ব্যাঘাত হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা নূতন উত্থাপন হইলে নূতন সাক্ষীও গ্রাহ্য হইবেক।

ধারা ১২। সমস্ত নালিশ লিপিবদ্ধ হইয়া ইষ্টাফ আফিসরের নিকট দাখিল হইলে তিনি ফিস্তি করিয়া ঐ আদালত স্থাপনের অন্যূন ২ দিন পূর্ব্বে আর্জীটন কি অপর প্রধানের নিকট পাঠাইবেন এবং তাহারাই আসামী তলবের দায়িক হইবেক।

ধারা ১৩। সমস্ত ডিক্রী জারীর পূর্ব্বে ইষ্টেসন আর্ডরে প্রচার করা যাইবেক।

ধারা ১৪। ঐ ডিক্রী জারী সামান্য কি বিশেষরূপে জারী হইবেক তাহার হুকুম ঐ আদালত করিবেন তাহা না হইলেও সেনাপতি সাহেব করিতে পারিবেন।

ধারা ১৫। সামান্যরূপে ডিক্রী জারী হওনের হুকুম ও অবিলম্বে টাকা আদায় না হইলে ঐ সেনাপতির স্বাক্ষরিত হুকুমনামা দ্বারা ঐ আসামীর ছাউনির অন্তর্গত কি অপর স্থানাস্থ তাহার বাটী ঘর ইত্যাদি জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলাম হইয়া টাকা আদায় হইবেক তাহাতে আদায় না হইলেও যদি আসামী সেনা না হয় তবে ১৮৪০ সালের ২ আইনমতে নিকটস্থ দেওয়ানী জেলে অথবা সৈন্য মধ্যে ২ মাস পর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবেক উত্তর কাল তাহার কোন জিনিস ছাউনি কি অপর স্থানে পাওয়া গেলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইয়া আদায় হইবেক ঐ আসামী সেনা হইলে ও তাহার যুদ্ধ সরঞ্জাম ভিন্ন অপর দ্রব্য বিক্রয়

হইয়া টাকা আদায় না হইলে নীচের লিখিতমতে তাহার মাহিনা হইতে মহাজনাকে দেওয়াইবেক।

ধারা ১৬। বিশেষরূপে ডিক্রী জারীর হুকম হইলে ঐ সেনাপতির স্বাক্ষরিত সর্টিফিকিট ও হুকমনামা দ্বারা আসামীর মাহিয়ানা ও অপর প্রাপ্তি হইতে মহাজনকে দেওয়া যাইবেক কিন্তু কোন মাসে সনদি সেনাপতির অর্দ্ধেক ও বেসনদি সেনার সিকী অংশের অধিক বেতন কি অপর প্রাপ্তি কর্ত্তন হইবেক না।

ধারা ১৭। কোম্পানির রাজ্যের সীমার বাহির কোন স্থানে উপরোক্ত ফৌজ সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের নামে অস্থাবর দেনা পাওনার যে কোন দাবীর নালিশ ঐ ফৌজ সংক্রান্ত আদালতে হইতে পারিবেক কিন্তু সেস্থানের আদালতে ইউরোপীয় সেনাপতিরা বিচারক হইবেন এবং ২০০ টাকার অধিক দাবীর মোকদ্দমা নিকটস্থ সদর আদালতে তথাকার রীতিমত আপীল হইবেক।

ধারা ১৮। এই আইন ১০ আগষ্টের পূর্ব্বে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার সহিত খাটিবেক না।

আঃ ১২ জারী ১৯ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৩১৯। ১৮৪১ সাল।

ধারা ১। সরকারি মালগুজারি আদায়ের সুনিয়ম ও সুদ জরিমানা রহিত উচিত বোধ হইয়া আদেশ হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইন ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারা ও ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩৬ ও ৩৮ ধারা ব্যতিরেকে ও ১৮

৩০ সালের ৭ আইন অন্যথা ও তদ্দ্বারা যেং আইন অন্যথা হইয়াছিল তাহা বহাল রহিল।

ধারা ২। এই আইনের ৩৫ ধারার নিরূপিত দিবসের পর বাকীর উপর সুদ ও জরিমানার দাবী হইবেক না।

ধারা ৩। এই আইন জারীর পর চিরস্থায়ি বন্দবস্তি মহালের বাকী আদায় কারণ প্রতি বৎসর যে২ দিবস নীলাম হইবেক তাহা কলিকাতা সদর বোর্ডের সাহেবেরা নিরূপণ করিয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ ও প্রত্যেক জিলার কালেক্টর জজ মাজিষ্ট্রর ও সমস্ত প্রধান সদর আমীন ও সদর মুনছফি অথবা নীলাম করণিয়া অপর কর্ম্মকারকের কাছারিতে দেশীয় ভাষায় ঘোষণা জন্য আদেশ করিবেন ও উক্ত তারিখ বোর্ড কর্ত্তক অন্যথা করিতে হইলে সাল তামামির তিন মাস পূর্ব্বে উপরোক্তমতে ঘোষণা করিতে হইবেক এবং প্রত্যেক নীলামে ঐ নীলামের দিন ছাড়া ১৫ দিন পূর্ব্বে উক্ত সমস্ত কাছারিতে ইশ্তিহার লটকাইতে হইবেক এবং উক্ত মিয়াদ মধ্যে যে কোন ব্যক্তি আপন২ মহালের বাকী জানিতে চাহে কালেক্টরেরা সর্ব্বদা তাহাকে জ্ঞাত করিবেন।

ধারা ৪। সবে বাণারস ও যে২ মহালে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয় নাই তাহার বাকী কি অপর সরকারী দাওয়ার নিমিত্তে সদর বোর্ডের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন নীলাম হইবেক না।

ধারা ৫। মাসের প্রথম তারিখে গত মাসের কিস্তির যে টাকা বাকী থাকিবেক তাহাই রাজস্বর বাকী জ্ঞান করা যাইবেক।

ধারা ৬। নীচের লিখিত মহাল ব্যতিরেক যে কোন মহালের বাকী নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্বদিন সূর্য্য অস্তের পূর্ব্বে দাখিল না হইবেক তাহা ঐ নিরূপিত কি পশ্চাল্লিখিত পর দিবসে কালেক্টর কি তদ্ভারাপন্ন কর্ম্মকারক কর্তৃক নীলাম ও উচ্চডাকে বিক্রয় হইবেক উপরোক্ত সূর্য্য অস্তের পর টাকা দাখিল করিলে কি তজ্জন্য উদ্যত হইলে নীলাম রহিত কি অন্যথা হইবেক না।

ধারা ৭। গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর ব্যতিরেক বাকী মাফ কি ন্যুন হওয়া কি গবর্ণমেণ্টের উপর বাকীদারের অপর দাবী কি কালেক্টরের তহবিলে বাকীর সমুদয় কি কতক টাকা মজুদ থাকার ওজরে নীলাম রহিত কি অসিদ্ধ হইবেকনা তবে বিরোধ ব্যতিরেকে কেবল বাকীদারের নামে কোন টাকা লেখা থাকিলেও উপযুক্ত সময়ে দরখাস্ত করাতেও কালেক্টর সাহেব অকারণে জমা খরচ করিয়া না লইলে উক্ত নীলাম রহিত কি অসিদ্ধ হইতে পারিবেক।

ধারা ৮। নীচের লিখিত মহাল নীলাম করিতে হইলে বাকীর প্রকার ও মোট টাকার বৃত্তান্ত দেশীয় ভাষায় ইশ্তিহার লিখিয়া নীলামের দিন ছাড়া ১৫ দিন পূর্ব্বে কালেক্টর কি তদ্ভারাপন্ন কর্ম্মকারক ও ভূমি সংক্রান্ত জিলা জজ ও সমস্ত প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও যে থানা ও মুনছফের এলাকায় ঐ ভূমি কি তাহার কোন অংশ আছে ঐ মুনছফ ও থানার কাছারিতে লটকাইয়া তাহাদিগের রসিদ লইতে হই-

বেক অপর ইশ্তিহার তালুকদারের কাছারি কি ঐ তালুকের কোন প্রকাশ স্থানে লটকানো ও তাহার প্রমাণ পেযাদার দ্বারা লইতে হইবেক এবং ঐ ইশ্তিহারে লিখিত হইবেক যে নীলামের পূর্ব্বদিন সূর্য্যঅস্তের পর কেহ টাকা আনিলে নীলাম স্থগিত কি অসিদ্ধ হইবেক না।

১। যে তালুকের চিরস্থায়ি বন্দবস্ত হয় নাই তাহার বাকী আদায় কারণ নীলাম করিতে হইলে।

২। চলন কি পূর্ব্ব বৎসরের ভিন্ন অপর বাকী আদায় করিতে হইলে।

৩। এক তালুকের বাকী আদায় কারণ অপর তালুক নীলাম করিতে হইলে।

৪। আদালতের ক্রোকী মহালের বাকী আদায় কারণ।

৫। তাগাবি পুলবন্দি কি অপর যে কোন বাকী ভুমি সম্বন্ধীয় বাকী না হইয়াও তত্তুল্য নিয়মানুসারে আদায় হয়।

ধারা ৯। নীলামের দিবসের পূর্ব্বদিন সূর্য্য অস্তের পূর্ব্ব বাকীদার ভিন্ন যে কোন ব্যক্তি বাকী টাকা আমানত করিতে চাহিলে কালেক্টরেরা তাহা লইতে ও বাকীদার বাকী দাখিল না করিলে সূর্য্যাস্তকালীন তাহা বাকীপড়া তালুকের হিসাবে জমা করিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তি ঐ তালুক কি কিয়দংশ দখলের প্রার্থনায় কোন আদালতে নালিশ করিয়া থাকিলে ঐ আদালতের উচিত যে আপীলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামীন লওনের যে নিয়ম আছে তাহা বহাল রাখিয়া কিছুকালের নিমিত্তে ঐ তালুক

তাহার দখলে রাখেন এবং আপন ক্ষতি রক্ষা জন্য আমানত করিয়াছে এমত প্রমাণ কোন আদালতে করিলে ঐ টাকা সুদ সমেত বাকীদারের স্থানে পাইবেক।

ধারা ১০। কোন মহাল কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের অধীন থাকন কালীন যে বাকী পড়িবেক এবং উত্তরাধিকারিত্ব রূপে কেবল কোন নাবালগগণের স্বত্বাধিকার কোন মহালেও তাহার বিবরণ কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের জ্ঞাপন জন্য কালেক্টরকে জ্ঞাত করা গিয়া থাকিলে তাহাতে কোর্ট আফ ওয়ার্ডস ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে হস্তনিঃক্ষেপ না করিয়া থাকিলেও ঐ নাবালগ গণের কেহ ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম না হওয়াপর্য্যন্ত উপ-রোক্ত উত্তরাধি হওয়ার পর যে বাকী পড়িবেক তজ্জন্য নীলাম হইবেক না এবং আদালতের হুকুম ব্যতিরেকে রাজস্বের কর্ম্ম কর্ত্তা কর্তৃক ক্রোক হওয়া সম্পত্তির ক্রোক কালীনের বাকী আদায় জন্য নীলাম হইবেক না এবং আদালতের হুকুমে রাজস্বের কর্ম্মকর্ত্তা কর্তৃক ক্রোক হওয়া সম্পত্তির ক্রোক কালী-নের বাকী জন্য বৎসরের শেষ না হইলে নীলাম হইবেক না।

ধারা ১১। নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময় কালেক্টরেরা কোন মহালের নীলাম রহিত ও তদ্রূপ কমিসানরেরাও তজ্জন্য কালেক্টরের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন এবং রহিত হওয়া হুকুম প্রাপ্তের পর নীলাম হইলে তাহা বিধি পূর্ব্বক হইবেক না কিন্তু কালেক্টর ও কমিসানরকে নীলাম রহিত করণ জন্য কারণ রুবকারিতে লিখিয়া রাখিতে হইবেক

এবং নীলাম রহিত জন্য কমিসনরের হুকুম কালেক্টরের নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বে নীলাম হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবেক না।

ধারা ১২। নীলাম সর্ব্বদা কালেক্টর কি তদ্ধারাপন্ন কর্ম্ম কর্ত্তাকর্ত্তৃক ভূমির রাজস্বের কাছারিতে হইবেক তদ্ভিন্ন কোন পক্ষের সুভিতা জন্য সদর বোর্ডের আদেশে অন্য স্থানে নিরূপণ হইতে পারিবেক।

ধারা ১৩। পীড়িত থাকন কি কোন পর্ব্বে কি অপর কারণে নিরূপিত দিবসে নীলাম আরম্ভ হইতে না পারিলে অথবা আরম্ভ হইয়া কোন কারণে সম্পূর্ণ না হইলেও রবিবার কিম্বা পর্ব্বের দিন না থাকিলে পরদিবস নীলাম হইতে পারিবেক কিন্তু কারণ রুবকারিতে লিখিয়া তাহার নকল কমিসনরিতে পাঠাইতে ও তজ্জন্য ইশ্তিহার আপন কাছারিতে লটকাইতে হইবেক এবং যে পর্য্যন্ত নীলাম আরম্ভ ও শেষ না হইবেক প্রতি দিন ঐ রূপ কর্ম্ম করিতে নতুবা সর্ব্বদা নিরূপিত দিবসেই নীলাম করিতে হইবেক।

ধারা ১৪। এই আইনের ১৩ ধারার নিরূপিত দিবসে যে নীলাম হইবেক তাহা কালেক্টরির সেরেস্তার তৌজি কি রেজেষ্টরির লিখিত মহালের ন্যূন নম্বর হইতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক তাহার অন্যথা কোনমতে হইবেক না।

ধারা ১৫। উক্ত মতে নীলাম হইলে যে ব্যক্তি খরিদ করিবেক তাহাকে তৎক্ষণাৎ কি নীলাম সম্পন্নের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র বিবেচনা করেন ঐ খরিদারকে পনের টাকার

উপর ফি শত ২৫ টাকা নগদ কি বাঙ্গালব্যাঙ্ক নোট কি পোষ্ট বিল কি কোম্পানির কাগজ ইনডর্স করিয়া আমানত করিতে হইবেক নতুবা তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক।

ধারা ১৬। পনের টাকা বেবাক নীলামের দিন হইতে ৩০ দিনের দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ও সে দিবস রবিবার কি পর্ব্ব হইলে কাছারি খুলিবার দিন দিতে হইবেক তাহা না দিলে ও যত বার ঐরূপ হইবেক আমানতি টাকা সরকারে জব্দ ও মহালপুনর্ব্বার নীলাম ও খরিদারের দাওয়া লোপ ও প্রথম মূল্যের ন্যূন হইলে ঐ ন্যূন টাকা সরকারি মালগুজারি বাকী আদায়ের নিয়ম ক্রমে ঐ খরিদারের স্থানে আদায় হইয়া বাকীদারের হিসাবে জমা হইবেক এবং ঐরূপে যতবার পুনঃ২ বিক্রয় হইবেক পুনঃ২ ডাকনিয়ারা সকলেই একত্রে কি প্রত্যেকে আপন২ ন্যূন হওয়া টাকার দায়ি হইবেক এবং পুনর্ব্বার বিক্রয় জন্য ইশ্‌তিহার এই আইনের ৮ ধারার নিরূপিত মতে জারী করিতে হইবেক।

ধারা ১৭। উক্ত মতে কোন মহাল বিক্রী হইলে কালেক্টর সাহেবেরা দেশীয় ভাষায় এক ইশ্‌তিহার আপন কাছারিতে ও অবিলম্বে অপর ইশ্‌তিহার ঐ মহাল কি তাহার কোন অংশ সংক্রান্ত পোলীসের থানা কি মোনছফের কাছারিতে ও তালুক দারের তালুকের কাছারি কি ঐ তালুকের কোন প্রচার স্থানে এই নজমুনে লটকাইতে হুকুম করিবেন যে ঐ ইশ্‌তিহারের লিখিত দিবসের পর আপন২ দেনা রাজস্ব এই আইনের ২১ ধারার লিখিত এওেলা জারী পর্য্যন্ত ঐ মহালের প্রজা ও মাল-

গুজারি দারেরা কাহাকে না দেয় ও তাহা দিলে খরিদারের স্থানে মজুরা পাইবেক না।

ধারা ১৮। উক্ত মতে নীলামের বিরুদ্ধে আপীলের দরখাস্ত কমিস্যনরিতে নীলামের তারিখ হইতে ১৫ দিনের দিন কি তাহার পূর্ব্ব কি কমিস্যনরিতে পাঠাইবার জন্য কালেক্টরিতে দশ দিনের পূর্ব্ব দাখিল হইলে গ্রহণ হইতে ও ঐ আইনের নিয়মানুসারে নীলাম না হইয়া থাকিলে কমিস্যনর তাহা অন্যথা করিয়া বাকীদারের ত্রুটি থাকিলে খরিদারের ক্ষতি পূরণ জন্য বিবেচনামতে বাকীদারের প্রতি আদেশ করিবেন কিন্তু ঐ ক্ষতির টাকা কোম্পানির কাগজের চলিত সুদের অধিক হইবেক না এবং কমিস্যনরের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।

ধারা ১৯। কমিস্যনরেরা আপীল কালীন কোন নীলামের প্রতি নিষ্ঠুরতা কি অন্যায় বোধ করিলে তাহার হুকুম স্থকিত রাখিয়া সদর বোর্ডে জানাইবেন সদর বোর্ডের বিবেচনা সিদ্ধ হইলে নীলাম অন্যথা জন্য গবর্ণমেণ্টে জানাইবেন এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ নীলাম অন্যথা করিয়া কোন নিয়মানুসারে ঐ মহাল বকীদারকে ফিরিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

ধারা ২০। এই আইনের ১৬ ধারার লিখিত পনের টাকা দাখিল ও নীলামের বিরুদ্ধে আপীল না হইলে ঐ নীলামের দিন ধরিয়া ৩০ দিনের দিন দুই প্রহরের সময় নীলাম সিদ্ধ হইবেক নতুবা আপীল হইলে কমিস্যনর কর্ত্তৃক আপীল ডিসমিস হও-

নের তারিখ হইতে চুড়ান্ত হইবেক ৩০ দিনের কম ডিসমিস হইলে উক্ত ৩০ দিনের ২ প্রহরে সম্পুর্ণ হইবেক।

ধারা ২১। উপরোক্ত মতে বিক্রয় সিদ্ধ হইলে কালেকটর কি তদ্ভারাপন্ন ব্যক্তি কর্তৃক নীচের লিখিত মতে খরিদার সর্টিফিকিট পাইবেক।

আমি জ্ঞাপন করিতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরিদ করিয়াছে এবং তাহার খরিদ অমুক তারিখ অর্থাৎ নীলামের দিবস হইতে আমলে আসিবেক। অমুক কালেক্টর।

উক্ত সর্টিফিকিট বিক্রয় হওয়া মহালে ক্রেতার অধিকার হওন জন্য সমস্ত আদালতে প্রমাণস্বরূপ হইবেক এবং কালেক্টর ঐ হস্তান্তরের বিষয় ইশ্‌তিহারে লিখিয়া আপন কাছারি ও ঐ মহাল কি তাহার অংশ যে মুনছফ কি থানার এলাকায় থাকে ঐ মুনছফ ও থানার কাছারিতে এবং তালুকদারের কাছারি কি ঐ তালুকের কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইবেন এবং প্রথম নীলামের দিবস পর্য্যন্ত সরকারি মালের বাকী ঐ পনের টাকা কি পুনর্ব্বার নীলাম হইলে তাহার পনের টাকা হইতে লইয়া সরকারি অপর বাকী ঐ মহালের উপর থাকিলে তাহাও কর্ত্তা করিয়া বাকী টাকা রেজেষ্টরি করা ভূম্যধিকারিগণের রসিদ লইয়া দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীর নাম জারী থাকিলে প্রত্যেকের রসিদে নতুবা সকলের স্থানে এক রসিদ লইয়া দিবেন সরকারি বাকী আদায় হইয়া ভূম্যধিকারি কি তাহার উত্তরা-

ধিকে টাকা দেওনের পূর্ব্বে কেহ দাবী করিলে আদালতের হুকুম ও ডিক্রী জারী ভিন্ন তাহাকে দেওয়া কি ক্রোক হইবেকনা আদালতের হুকমে কোন টাকা দেওয়া ও পরে ঐ নীলাম আদালত কর্ত্তৃক অন্যথা হইলে ভূম্যধিকারি সুদ সমেত খরিদারের টাকা না দিলে মহাল ফিরিয়া পাইবেক না।

ধারা ২২। ঐ সর্টিফিকিট পাওয়া খরিদারকে বেদখল্ল করণ জন্য যদ্যপি কেহ এমত কারণে নালিশ করে যে ঐ খরিদ উভয় সম্মতে বেনামিতে সর্টিফিকিট পাওয়া ব্যক্তির নামে হইয়াছিল তবে সে নালিশ মায় খরচা ডিসমিস হইবেক।

ধারা ২৩। নীলাম সিদ্ধ হইলে যেমত এই আইনের ২১ধারা ক্রমে সংবাদ করিতে হয় কমিসনর কর্ত্তৃক কোন নীলাম অসিদ্ধ হইলেও ঐ রূপ সংবাদ করিতে ও বায়না ও পনের টাকা কোম্পানির কাগজের উচ্চ হারের সুদসমেত তৎক্ষণাৎ খরিদারকে ফিরিয়া দিতে হইবেক।

ধারা ২৪। উক্ত খরিদার বিক্রীর দিনহইতে সরকারি মালগুজারির কিস্তির দায়িক হইবেক ঐ মহাল পনর্ব্বার নীলাম হইলেও খরিদারকে প্রথম নীলামের পর কিস্তির টাকা দিতে হইবেক।

ধারা ২৫। সরকারি বাকী কি তদুপযুক্ত দাবীজন্য এই আইন জারীর পর যে নীলাম হইবেক তাহাতে এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ না হইয়া থাকিলেও বিরুদ্ধাচরণ হইলেতাহা ১৮ধারাক্রমে কমিসনরিতে আপীলকালীন জ্ঞাত করা না হইলেও ২০ ধারা

ক্রমে চূড়ান্ত হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ উত্থাপন না করিলে কোন আদালত ঐ নীলাম অন্যথা করিতে পারিবেন না এবং পনের টাকার কোন অংশ লইলে নীলামের প্রতি আপত্য হইবেক না কিন্তু অপর কোন ব্যক্তির প্রতারণাতে নীলাম হইয়া থাকিলে ঐ নীলাম জন্য ক্ষতি পূরণের দাবী ঐ ব্যক্তির প্রতি করণে নিষেধ কোন প্রকারে এই আইনে নাই।

ধারা ২৬। আদালত কর্তৃক নীলাম অন্যথার হুকুম চূড়ান্ত হইলে কোম্পানির কাগজের উচ্চহারের সুদসমেত টাকা খরিদ্দার কোম্পানির তহবিল হইতে পাইবেক।

ধারা ২৭। এই আইনক্রমে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ও বাণারসের চিরস্থায়ি বন্দবস্তি জেলার মহাল যে ব্যক্তি খরিদ করিবেক ঐ মহালের বন্দবস্তের পর ঐ মহালের উপর কোন দাবী থাকিলে তাহার সহিত খরিদারের কোন এলাকা থাকিবেক না সে ব্যক্তি নীচের বর্জিত ভিন্ন ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার লিখিত নোটিস দিয়া জমা বৃদ্ধি ও রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারিবেক অপর কোন আইনে নিষেধ থাকিলেও তাহার প্রতি বন্ধক হইবেক না।

১। চিরস্থায়ি বন্দবস্তের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের অধিক যে জমীর ইস্তমরারি কি মোকররি সূরত একসা মালগুজারি হইয়া আসিতেছে।

২। দশ সালা বন্দবস্ত কালীন ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত কারণক্রমে যে জমা বৃদ্ধি হওনের যোগ্য ছিল না।

৩। খোদকস্তা কিম্বা কদিমি প্রজা যাহারা নিরূপিত খাজানা দিয়া ভোগকার অথবা চলিতাইনমতে নিরূপিত খাজানা দেয়।

৪। বসত বাটী কি কারখানা নির্ম্মাণ অথবা আকর বাগান পুষ্কর্ণী খাল দেবালয় গোরস্থান জঙ্গলবুরি কি তদনুরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্তে উপযুক্ত খাজানায় কেহ কোন ভূমির পাট্টা লইয়া থাকিলে ও ঐ পাট্টা মিয়াদি বা চিরকালের নিমিত্তে হউক পাট্টার লিখিত কার্য্য ঐ ভূমিতে ব্যবহার্য্য থাকিলে।

৫। কুড়ি বৎসরের অনধিক মিয়াদের নিমিত্তে বিনে প্রতারণা উপযুক্ত খাজানায় কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমির ইজারা লিখিত পাট্টা ক্রমে সাবেক মালিক কাহাকে দিয়া থাকিলে ওঐ পাট্টার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাহা রেজেষ্টরি হইলে কিন্তু তৎকালীন ইজারদারকে কালেক্টরের নিকট ভূমির স্থান রাজস্ব পরিমাণ ও পাট্টার মিয়াদ ও উভয় পক্ষের নাম লিখিয়া এক এত্তেলা দিতে হইবেক এবং তাহাতে সরকারের পক্ষে ক্ষতি থাকিলে কালেক্টরেরা আপত্য করিতে ও কমিস্যনরের সম্মতি ক্রমে তিন মাসের মধ্যে আপত্য সূচক ইশ্তিহার আপন কাছারিতে লটকাইতে পারিবেন কিন্তু তজ্জন্য ইজারারি ব্যাঘাত হইবেকনা কিন্তু উক্তমতে রেজেষ্টরি ও এত্তেলা হইয়া থাকিলেও

যদ্যপি প্রতারণা রহিত উচিত খাজানায় ইজারা না হইয়া থাকে তবে বাকী খাজানার কারণ নীলামের খরিদার আদালতে নালিশ করিয়া ঐ ইজারা অন্যথা করিতে পারিবেক।

ধারা ২৮। এই আইনানুসারে বাকী মালগুজারি আদায় কারণ নীলামের খরিদারেরা ২৭ ধারার লিখিত দায় মুক্ত হইয়া বসত বাটী ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যের ঘর ও বাগান পুষ্করণী খাল ও জলের নালা ও তদনুরূপ অপর পাট্টা যাহার নির্দ্ধারিত খাজানা আদায় পূর্ব্বক ঐ ঐ কর্ম্ম হইয়া আসিতেছে তাহা ব্যতিরেকে সাবেক মালিকদিগের তাবৎ বন্দবস্ত রহিত ও ঐ মহাল প্রথম বন্দবস্ত কালীন প্রথম বন্দবস্তকারির যে ক্ষমতা ছিল তাহা ঐ খরিদারের প্রতি অর্পণ হইবেক কিন্তু ইহাতে এমত বোধ হইবেক না যে নীলাম খরিদার যে কোন প্রজার স্থানে বেশী খাজানা তলব করিতে পারিবেক তবে সাবেক মালিক অনুগ্রহ কি লভ্য প্রযুক্ত পরগণা কি গ্রামের হারের কম জমায় পাট্টা দিয়া থাকিলে ও তাহা আইন বিরুদ্ধ হইলে বেশী জমা লইতে পারিবেক।

ধারা ২৯। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে কোনো মহাল বাকী খাজানা কারণ নীলামের পূর্ব্বে সাবেক মালিকদিগের পাট্টা ও হস্তান্তর পত্র ইত্যাদি অপর দায়ের কতক কি সমুদয় বহাল রাখিয়া নীলামের হুকুম দিতে পারেন তাহা হইলে নীলামের সময় তাহা কালেক্টরের দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতে হইবেক তাহাতে বাকীর মেকদারে বিক্রয় না হইলে কিম্বা উত্তরকাল

রাজস্ব আদায়ের ব্যাঘাত হইবেক এমত বোধ হইলেএই আই-নের ২০ ধারার লিখিত নীলাম চূড়ান্ত হওনের পূর্ব্বে কোন সময় গবর্ণমেণ্ট ঐ নীলাম অন্যথা করিয়া২৭ ধারার ১ নাং ৫ প্রকরণের বর্জন ব্যতিরেক অনিয়মে নীলামের আদেশ করিতে পারিবেন নীলাম উক্তমতে চূড়ান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বাকী খাজানা কারণ নীলামের আবশ্যক হইলে উক্তমতে অনিয়মে কি নিয়ম যুক্ত বিক্রয়ের আদেশ গবর্ণমেণ্ট করিতে পারিবেন অনিয়মে বিক্রয় হইয়া প্রথম নীলামের অধিক মূল্য হইলে ঐ অধিক টাকার সমুদয় কি কতক যাহাদিগের স্বত্ব রহিত করিয়া নীলাম করা গেল তাহাদিগের দেওন জন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিতে পারিবেন।

ধারা ৩০। বাটোয়ারার মহালের অংশীদার যাহারা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ ও ৩৪ ধারাক্রমে আপনাদিগের অংশ নীলাম হইতে রক্ষা করিতে পারে তদ্ব্যতিরেক কোন রেজেস্টরি কি রেজেস্টরি ভিন্ন অংশীদারেরা স্বনামে কি বিনামে এই আইনোক্ত নীলামে বাকী পড়া মহাল খরিদ করিলে অথবা অপর খরিদ কি কোন কারণে ভোগবাণ হইলে অথবা এক মহালের দেনায় অপর মহাল নীলামে খরিদ করিলে নীলামকারীান ঐ মহালে যে দায় ছিল তাহার দায়িক ও সাবেক মালিকের যে অধিকার রাইয়ত ও জোতদারের প্রতি থাকে তাহার অধিক অধিকার প্রাপ্ত হইবেক না।

ধারা ৩১। নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত বাকীদারের যে পাওনা

রাইয়তের স্থানে থাকিবেক তাহা ক্রোক ভিন্ন অপর যে কোন নিয়মানুসারে আদায় করিতে পারিবেক।

ধারা ৩২। কালেক্টর কি অপর কর্ম্মকারক যাহারা নীলাম করিবেন তাহাদিগের সমীপে কেহ তৎকালীন খোলা কাছারিতে অবিজ্ঞা করিলে ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও তাহা না দিলে এক মাসের অনধিক দেওয়ানী জেলে কয়েদ করিতে ও মাজিষ্টরের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তাহা জারী করিতে পারিবেন কিন্তু কমিস্যনরের নিকট আপীল ও তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক।

ধারা ৩৩। এই আইনের ১৫ ধারার লিখিত বায়না আমানত না করা অবিজ্ঞা বোধ করা যাইবেক।

এই আক্টের ৩ ধারাক্রমে সদর বোর্ড কর্ত্তৃক নীলামের দিন নিরূপণ।

তারিখ ২২ জানের ১৮৪২ গেঃ পঃ ৭৩।

জিলা ছিলহট্ট ভিন্ন বাঙ্গালা ও অমলি সাল চলন জিলায়।

২৮ জুন	২৮ সেপ্টেম্বর	২৮ ডিসেম্বর	২৮ মার্চ

ফসলি চলন জিলায়।

২৭ জুন	২৮ সেপ্টেম্বর	২৮ ডিসেম্বর	২৮ মার্চ

	বাঙ্গালা ও অমলি মহাল	ফসলি মহাল
১০ টাকার ন্যূন জমার মহাল	মার্চ	জুন
১০ টাকার উর্দ্ধ ৫০ টাকার ন্যূন	ডিসেম্বর ও মার্চ	ডিসেম্বর ও জুন
৫০ টাকার উর্দ্ধ ১০০ টাকার ন্যূন	ডিসেম্বর ও মার্চ ও জুন	ডিসেম্বর

জিলা ছিলহট্ট। মার্চ ও জুন

২৮ সেপ্টেম্বর	১৮ জানেয়ারি	১৮ আপ্রিল

ধারা ৩৪। এই আইন বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ও বাণারস ও দত্ত ও জয় করা যে দেশ এইক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন ঐ সকল দেশে খাটিবেক কলিকাতা পিনাঙ্গ ও মালাকা ও শিঙ্গা-পুরের সহিত খাটিবেক না।

ধারা ৩৫। এই আইন ১৮৪২ সালের ১ দিবস হইতে প্রচলিত হইবেক।

আক্‌ট ১৩ জারী ১৬ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৫৭।

আমদানি মদিরার মাসুল ও সুকতি বাদ দেওনের বিবরণ।

আঃ ১৫ জারী ২৩ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৬৫।

যেহেতু কলিকাতা নিবাসীর জায়দাদ ১৮৪০ সালের ২৩ আক্‌টক্রমে মপস্বল আদালত ক্রোক করিতে পারেন এমতে ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারায় যে কলিকাতা নিবাসীর জিলা আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমায় জামিনের আবশ্যক ছিল তাহা অন্যথা হইল।

আক্‌ট ১৬ জারী ৩০ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৬৯।

ধারা ১। উত্তরকাল জুষ্টিস আফ পিসের কর্ম্ম করণ জন্য স্থান সম্পর্কীয় যে কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে শপথ ও শপথ পত্র স্বাক্ষর করিয়া উক্ত কর্ম্ম করিতে পারি-বেন ও শপথ পত্র ঐ আদালতের সেরেস্তায় থাকিবেক।

ধারা ২। পূর্ব্বে যাহারা অপর জুষ্টিস আফ পিসের নিকট শপথ করিয়াছেন তাহারা এই আইনমতে শপথ না করিয়াও উক্ত কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

আক্‌ট ১৭ জারী ৩০ আগষ্ট। গেঃ পূঃ ৩৭০।

ধারা ১। বঙ্গ রাজধানীর উভয় সদর ও নেজামত আদালতের প্রতি ক্ষমতা হইল যে ঐ ঐ আদালতের রেজেষ্টরের স্বাক্ষরিত হুকুম নামার দ্বারা আপীলের মোকদ্দমা বিচার কারণ প্রস্তুত ও ডিক্রী ও হুকুম জারীর ভার ঐ রেজেষ্টরের প্রতি অর্পণ করিতে ও তদ্বিষয়ে চলিতাইনমতে পরওয়ানাদি জারী জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

ধারা ২। ঐ ঐ আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় খরচার জামীন দিতে হইবেকনা এবং ঐ ঐ আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য সময়ে২ যে নিয়ম স্থির করিয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন তথায় তাহা স্বাব্যস্ত হইলে এই আইনের ন্যায় প্রবল হইবেক।

আঃ ১৮ জারী ৩০ আগষ্ট। গেঃ পূঃ ৩৭০।

ধারা ১। নিজ ব্যবহারের অস্ত্র ভিন্ন বারুদ অস্ত্র কি যুদ্ধের সরঞ্জাম সরকারি কর্ম্মকারকের অনুমতি পরওয়ানাও নিয়ম ভিন্ন কেহ কোম্পানির রাজ্যের বাহিরে রপ্তানি কি তজ্জন্য উদ্‌যোগ করিলে তাহা কষ্টম কালেক্টর কি উক্ত কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক জব্দ ও ঐ অপরাধ মাজিষ্টরের সমীপে প্রমাণ হইলে ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক।

ধারা ২। কোন ব্যক্তি উক্ত পরওয়ানা না পাইয়া একস্থানে কি দেড় ক্রোশের মধ্যে নানা স্থানে ৴॥৫ সের বারুদের অধিক রাখিলে কি সংগ্রহ করিলে মাজিষ্টর কর্ত্তৃক ৫০০ টাকার অন-

খিক জরিমানা ও ঐ বারুদ কষ্টম কালেক্‌টর কি উক্ত কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক জব্দ হইবেক।

ধারা ৩। গবর্ণমেণ্টের উচিত বোধ হইলে উক্ত পরওয়ানা ব্যতিরেক উক্ত দ্রব্যের রপ্তানির অনুমতি কোন বন্দর হইতে করিতে পারিবেন।

আঃ ১৯ জারী ৬ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৭৩।

মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায় দখল নিবারণ জন্য যেমত প্রতীকার জজ কর্ত্তৃক সরসরি বিচারে হইতে পারে তাদৃক উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষমতাক্রমে অসম্ভব জন্য আদেশ হইল যে।

ধারা ১। কোন ব্যক্তি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মৃত না হইলে ও তাহার সম্পত্তি কেহ বেদখল করিয়া থাকিলে কি তজ্জন্য উদ্‌যোগ করিলে ঐ সম্পত্তির সমুদয় কি কতক অংশের উত্তরাধিকারিরা তাহার প্রতীকারজন্য ঐ সম্পত্তি কি কতক অংশ যে জিলায় থাকে সেই জিলার জজের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেক।

ধারা ২। ঐ সম্পত্তিতে কোন নাবালগ কি অযোগ্য কি অনুপস্থিত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব থাকিলে তাহার মোক্তার কুটুম্ব কি অন্তরঙ্গ কি কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের কর্তৃত্ব থাকিলে তাহারাও উক্ত প্রতীকার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেক।

ধারা ৩।৪। ঐ দরখাস্ত কোন জজের সমীপে হইলে তিনি প্রথমত আপন বিবেচনামতে দরখাস্তকারির ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা ও সাক্ষী ও দলিলের দ্বারা অনুসন্ধান করিবেন তাহাতে যদি বিশ্বাস হয় যে ঐ সম্পত্তিতে দখলকারির কি তজ্জন্য উদ্যোগীর স্বত্ব নাই দরখাস্তকারির কি যাহার পক্ষে দরখাস্ত করিয়াছে তাহার স্বত্ব আছে এবং জাবেতানালিশের দ্বারা প্রতীকার পাইতে হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা ও দরখাস্ত যথার্থ তবে আসামীকে তলব ও ঐ সম্পত্তি কাহারো দখলে না থাকুক কি দখল জন্য বিবাদ থাকুক ইশ্‌তিহারের দ্বারা সংবাদ করিবেন আবশ্যক মিয়াদ গত হইলে সরসরিমতে দখলের বিচার করিয়া দখল দেওয়াইবেন ও তজ্জন্য নীচের লিখিত মতে জাবেতা নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না আসামী তলবের পূর্ব্বে অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হউক বা না হউক কেহ কোন সম্পত্তি ক্রোকের দরখাস্ত করিলে ঐ সম্পত্তির তালিকা ও ক্রোক জন্য অবিলম্বে জজ জনেক আমল. নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ধারা ৫। সরসরি নিস্পত্তির পূর্ব্বে কোন সম্পত্তির হরণ কি ক্ষতির সম্ভাবনা ও জামীন লওনের বিলম্বে কি অনুপযুক্ত জামীন জন্য অধিক ক্ষতি জজের বোধ হইলে নীচের লিখিত ক্ষমতা মতে এক কি ততোধিক সম্পত্তি রক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন কিন্তু সরসরি মোকদ্দমা নিস্পত্তি হইয়া দখিলকারের দখল কি অন্যের দখলে রাখা সাব্যস্ত হইলে তাহাদিগের ক্ষমতা রহিত হইবেক ভূমি সম্পত্তি হইলে সম্পত্তির রক্ষকর্ত্তা কালেক-

টর কি আপন আমলার প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন কিন্তু যে কোন সম্পত্তিতে রক্ষক নিয়োগ হইলে রীতিমতে ঘোষণা করিতে হইবেক।

ধারা ৬। ঐ সম্পত্তি রক্ষককে জজ সাধারণরূপে কি দখিল কারের জামীন না দেওয়া কি সম্পত্তির তালিকা না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা ঐ সম্পত্তির ক্ষতি ও অপহরণ নিবারণ জন্য ঐ সম্পত্তি আপন দখলে রাখিতে হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু দখিলকারি জামীন দিলেও সম্পত্তি তাহার দখলে থাকা না থাকা জজের বিবেচনাধীন তাহার দখলে রাখিলেও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও দস্তাবেজ ও অপর বস্তু রাখনের বিষয় জজের হুকুম তাহাকে মান্য করিতে হইবেক।

ধারা ৭। জজ ঐ সম্পত্তি রক্ষকের স্থানে বিশ্বস্তরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ ও পশ্চাৎ লিখিত হিসাব দেওন জন্য জামীন লইবেন এবং তাহাদিগের কোন বিবেচনামতে স্থাবর অস্থাবরের বার্ষিক উৎপন্নের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক না হয় ঐ সম্পত্তি হইতে লইতে আদেশ করিবেনএবং বাকী টাকা ঐরক্ষক কর্তৃক আদালতে দাখিল হইয়া কোম্পানির কাগজ খরিদ হইবেক যদ্যপি সম্পত্তি রক্ষকের স্থানে অগৌণে জামীন লইতে হইবেক এবং কর্ম্মের নিয়মই এই তথাপি জামীনের বিলম্ব জন্য কর্ম্মের ভার অগৌণে অর্পণ জন্য জজের প্রতি নিষেধ নাই।

ধারা ৮। মৃত ব্যক্তির সমুদয় কি কতক সম্পত্তি সরকারের মালগুজারির ভূমি হইলে দখিলকারকে তলব ও রক্ষক নিয়োগ

কি অপরকে মনোনীত করণবিষয় জজ কালেক্টরের স্থানে রিপোর্ট তলব করিবেন এবং কালেক্টর তাহার মতাচরণ করিবেন এবং জজ আবশ্যক মতে কালেক্টরের রিপোর্ট না লইয়াও কার্য্য করিতে পারিবেনকিন্তু তাহাহইলে তাহার কারণ সদর আদালতে রিপোর্ট করিবেন সদর আদালত তাহাতে অসম্মত হইলে কালেক্টরের রিপোর্ট লইয়া কর্ম্ম করণজন্য জজের প্রতি আদেশ করিবেন।

ধারা৯। সম্পত্তি রক্ষকেরা কোন নালিশ উত্থাপন ও কোন নালিশের জওয়াব দেওনজন্য জজের হুকুমানুসারে সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবেন ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কোন নালিশ ও জওয়াব দেহি ঐ সম্পত্তি রক্ষকের নামে হইতে পারিবেক এবং সম্পত্তি রক্ষকের সনদে দেনা ও খাজানা আদায়ের অনুমতি থাকিবেক ও তদ্দারা তাহারা প্রাপ্ত টাকার রসিদ দিবেক।

ধারা ১০। সম্পত্তি রক্ষকের জিম্মায় সম্পত্তি থাকন সময় সরাসরি বিচারে যাহার স্বত্ব দেখা যায় তাহাদিগের খরচ উপযুক্ত জজ কিছু ২ দিতে পারিবেন কিন্তু সরাসরি বিচারে তাহাদিগের হক সাব্যস্ত না হইলে সুদসমেত ঐ টাকা ফিরিয়া পাওনের মেকদারে জজের বিবেচনামতে জামীন লইতে পারিবেন।

ধারা ১১। সম্পত্তি রক্ষকেরা মাসে ২ অথবা বহুকাল ঐকর্ম্মে থাকিলে তিন মাসানন্তর সংক্ষেপ হিসাব দাখিল ও কর্ম্মচ্যুত হইলে জজের বোধ যোগ্য বিশেষ হিসাব দাখিল করিবেক।

ধারা ১২। সম্পত্তি রক্ষকদিগের উক্ত হিসাব তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই দেখিবে ও আপন ২ তরফ রুজনবিস নিয়োগ করিতে পারিবেক ঐ হিসাবে ভল কি অসম্পূর্ণ কি প্রস্তুত না থাকিলে কিম্বা জজের তলবমতে উপস্থিত করিতে না পারিলে প্রতিদোষে ১০০০ টাকার অনধিক জরিমানার যোগ্য হইবেক।

ধারা ১৩। কোন জিলা জজ সম্পত্তি রক্ষক নিয়োগ করিলেও তাহা মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির প্রতি হইলে ঐ রাজধানীর মধ্যে অপর জজ আর রক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেননা কিন্তু কতক সম্পত্তির প্রতি হইলে অবশেষ সম্পত্তির নিমিত্তে প্রতি রক্ষক হইবেকনা এবং কোন সম্পত্তির রক্ষক নিয়োগ ও সরাসরি বিচার এক জজ আরম্ভ করিলে অপর জজ তাহা করিতে পারিবেন না নানা জজ কর্তৃক নানা সম্পত্তির নানা রক্ষক নিয়োগ হইলে সদর আদালতের বিবেচনামতে সমস্ত সম্পত্তির এক রক্ষক নিয়োগ জন্য আদেশ করিতে পারিবেন।

ধারা ১৪। মৃত ব্যক্তির মরণানন্তর ৬ মাসের মধ্যে কোন উত্তরাধিকারি উক্ত দরখাস্ত জজের সমীপে না করিলে এই আইনের কার্য্য হইবেক না।

ধারা ১৫। এই আইন সরকারের সহিত বন্দবস্তে অথবা মৃত ব্যক্তির নাবালগি কি অপর কারণে আপন সম্পত্তির দখলের বিষয় আইন সিদ্ধ নিয়ম করিয়া থাকিলে তাহাতে খাটিবেক না কিন্তু ঐ রূপ নিয়ম হইয়াছে কি না তাহার নিশ্চয় ও তদনুসারে কার্য্য জজ করিতে পারিবেন।

ধারা ১৬। এই আইনের ক্ষমতানুসারে কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসের দখল অন্যথা হইবেক না কোন নাবালগ কি অযোগ্য ব্যক্তির সম্পত্তি কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসের অধীন থাকিলেও জজ দখিলকারকে তলব ও সম্পত্তি রক্ষক নিয়োগের মনস্থ করিলে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্য পর্য্যন্ত কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসকে বিনে জামীনে রক্ষক নিয়োগ করিবেন সরাসরি বিচারে ঐ নাবালগ কি অযোগ্য ব্যক্তির অধিকার সাব্যস্ত হইলে ঐ সম্পত্তি কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসকে দখল দেওয়াইবেন।

ধারা ১৭। দখিলকার ব্যক্তির তলবের পূর্ব্বে কি পরে কাহারো দরখাস্ত অগ্রাহ্য কি এই আইনমতে কেহ বেদখল হইলে জাবেতা নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

ধারা ১৮। এই আইনানুসারে জজ কেবল যে দখলের নিষ্পত্তি করিবেন তাহা চড়ান্ত ও তাহার আপীল ও পুনর্ব্বার বিচার হইবেক না।

ধারা ১৯। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে এক কি অধিক জিলার নিমিত্তে সরকারি সম্পত্তি রক্ষক নিয়োগ করেন এবং এই আইনক্রমে জজের বিবেচনা হইলে ও ঐ সরকারি সম্পত্তি রক্ষক তাহার অধিকারে থাকিলে তাহাকে নিয়োগ করিবেন।

ধারা ২০। মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধিকারের কোন ব্যক্তি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মৃত হইলেও ঐ ঐ জাদা লত ঐ সম্পত্তিতে ক্ষতি কি অপচয়ের সম্ভাবনা বোধ করিলে

তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ইক্লি সিয়াষ্টিকেল ম্রেজেষ্টর কি সম্পত্তি রক্ষকের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

আক্‌ট ২০ জারী ৬ সেপ্‌টেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৮৫।

ব্রিটিস অধিকারস্থ ভিন্ন মৃত হিন্দু মোছলমান ও অপরের পাওনা আদায়ের সুনিয়ম করা উচিত বোধ হইয়া আদেশ হইল যে।

ধারা ১। মৃত ব্যক্তির পাওনা আদায়ের অধিকারির সন্দিগ্ধ থাকিলে নীচের লিখিত সর্টিফিকিট কি প্রোবেট কি লেটর আফ এডমিনিষ্টর প্রাপ্ত না হওয়া ব্যক্তিকে কোন আদালত মৃত ব্যক্তির টাকা আদায়ের অনুমতি করিতে পারিবেন না।

ধারা ২। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সমুদয় কি কতক যে জিলায় আছে সেই জিলা জজের নিকট কেহ সর্টিফিকিট জন্য দরখাস্ত করিলে জজ ঐ দরখাস্ত শুনিবার দিনস্থির করিয়া এস্তেলার দ্বারা দাবীদারগণকে আহ্বান করিবেন এবং নিরূপিত দিবসে কি তাহার পর অবিলম্বে সর্টিফিকিট পাওনের অধিকারি নিশ্চয় করিয়া সর্টিফিকিট দিবেন।

ধারা ৩। ঐ সর্টিফিকিটের দ্বারা স্থির হইবেক যে মৃতব্যক্তির সমস্ত পাওনা আদায়ের অধিকার তাহার প্রতি আছে এবং যে কেহ মৃত ব্যক্তির পাওনা তাহাকে দিবেক তাহার উপর আর দাওয়া খাটিবেক না।

ধারা ৪। ঐ সর্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে তাহার আদায় করা টাকার হিসাব দাখিল ও পাওনিয়া ব্যক্তিকে দেওন জন্য

জজ উপযুক্ত জামীন লইতে পারিবেন এবং ঐ টাকা পাওন জন্য পাওনিয়া ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহার নামে জাবেতা নালিশের প্রতিবন্ধক এই আইনে হইবেক না।

ধারা ৫। সর্টিফিকিট পাওনের বিষয় সদর আদালতে আপীল হইলে ঐ আদালত তাহা স্থকিত রাখিয়া অপরকে সর্টিফিকিট দেওন কি তজ্জন্য অপর অনুসন্ধানের আদেশ করিতে পারিবেন এবং জিলাজজ সর্টিফিকিট দিলে পর ও দরখাস্ত মতে সদর আদালত তাহা অন্যথা করিয়া নূতন সর্টিফিকিট দিতে পারিবেন ঐ সর্টিফিকিট অন্যথার সংবাদ দেওয়ার পূর্ব্বে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহার দাবী নূতন সর্টিফিকিটের দ্বারা হইবেক না কিন্তু প্রথম সর্টিফিকিটের দ্বারা যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা পরের সর্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার স্থানে আদায় করিবেন।

ধারা ৬। ঐ সর্টিফিকিট যে রাজধানীতে দেওয়া গিয়াছে তাহার সমস্ত স্থানে প্রচলিত ও অপর সর্টিফিকিট নীচের লিখিত ভিন্ন সিদ্ধ হইবেক না।

ধারা ৭। উক্তমতে সর্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোম্পানির কাগজের ও কোন ব্যাঙ্কের সুদ ও তাহার অংশ লইতে ও ডিবিডেণ্ট কি তাহার কোন অংশ লইতে ও তাহা ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেক কিন্তু তাহা সর্টিফিকিটে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক।

ধারা ৮। যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকিট দেওয়া না হইলে

পরের সর্টিফিকিট সিদ্ধ হইতে পারে এমত স্থলে পূর্ব্বের সর্টিফিকিটের বিষয় জ্ঞাত না থাকিয়া পরের সর্টিফিকিটক্রমে কেহ টাকা দিলে পূর্ব্ব সর্টিফিকিটক্রমে কোন দাওয়া তাহার উপর হইবেক না।

ধারা ৯। মৃতকালীন কোন সম্পত্তি কোন আদালতের অধীন থাকিলেও ঐ আদালত ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রোবেট কি লেটর আফ আডমনিষ্টরেসন দিয়া থাকিলে পরে কোন সর্টিফিকিট দেওয়া হইলে সিদ্ধ হইবেক না।

ধারা ১০। যেস্থলে পূর্ব্বে প্রোবেট কি লেটর আফ আডমনিষ্টরেসন দেওয়া না হইলে পরের সর্টিফিকিট সিদ্ধ হইতে পারে এমত স্থলে প্রোবেট কি লেটর আফ আডমনিষ্টরেসনের বিষয় অবগত না হইয়া সর্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কেহ টাকা দিলে প্রোবেট কি লেটর আডমনিষ্টরেসন ক্রমে তাহার উপর আর দাওয়া হইবেক না।

ধারা ১১। কোন সম্পত্তি থাকা জিলা আদালত কর্ত্তৃক সর্টিফিকিট দেওয়া হইলে পর যদি প্রোবেট কি লেটর আফ আডমনিষ্টরেসন দেওয়া হয় তবে তদ্দ্বারা মৃত ব্যক্তির পাওনা আদায় হইবেক না এবং কেহ দিলে মজুরা পাইবেক না।

ধারা ১২। যেস্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকিট দেওয়া না হইলে প্রোবেট কি লেটর আডমনিষ্টরেসন সিদ্ধ হইতে পারে এমত স্থলে সর্টিফিকিটের বিষয় অবগত না হইয়া প্রোবেট কি লেটর

আফ আডমনিষ্টরেসনের দ্বারা কেহ টাকা দিলে সর্টিফিকিট ক্রমে তাহার উপর আর দাবী হইবেক না।

ধারা ১৩। ১৮৪১ সালের ১৯ আইনমতে নিয়োজিত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষকেরা ঐ আইন জারী না হইলে সর্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি কি অংশী কি আডমনিষ্টরেটারের যে ক্ষমতা ছিল ঐ সম্পত্তি রক্ষকেরা তাহা করিতে পারিবেন না কোন টাকা আদায় করিয়া থাকিলে দেনদার মজুর। পাইবেক কিন্তু সম্পত্তি রক্ষককে ঐ টাকা সর্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি কি অংশী কি আডমনিষ্টরেটরকে দিতে হইবেক।

ধারা ১৪। প্রোবেট কি লেটর আফ আডমনিষ্টরেসন দেওনিয়া স্থান সম্পর্কীয় আদালতের অধিকারের মৃত ব্যক্তির মৃত কালীন কোন সম্পত্তি থাকিলে মহারাণীর আদালতের দেওয়া প্রোবেট কি লেটর আফ আডমনিষ্টরেসন ব্রিটিস প্রজার সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া প্রোবেট ইত্যাদির তুল্য হইবেক ও তাহা কেবল পাওনা আদায় ও দেওনিয়া ব্যক্তির মাতবরি জন্য হইবেক এবং এই আইনের বর্জন স্বাব্যস্ত থাকিবেক।

ধারা ১৫। ব্রিটিস অধিকারস্থ কোন ব্যক্তির সম্পত্তির উপর এই আইনের কোন বিধি খাটিবেক না।

আঃ ২১ জারী ৬ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৮৮।

ধারা ১। হুকুম হইল যে মাজিষ্টরেরা সাধারণের উপকার ও সুখের নিমিত্তে অন্যায় অবরোধ ও অনিষ্টকারি বস্তু রাস্তা ও সাধারণের ব্যবহৃত স্থান হইতে উঠাইতে এবং সাধারণের

স্বাস্থ্য ও সুখের ব্যাঘাত যোগ্য ব্যবসা কি ব্যাপার রহিত কি স্থানান্তর করিতে এবং শীঘ্র জলনশিল দ্রব্য রাখন কি তদ্দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ নিবারণ করিতে ও জীর্ণ গৃহ ভগ্ন হইয়া লোকের অনিষ্টার প্রতি কারণ হইলে তাহা উঠাইয়া লওনের আদেশ করিতে পারিবেন।

ধারা ২। উক্ত কর্ম্ম করণ জন্য মাজিষ্টরের আবশ্যক হইলে তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি নিষেধের হুকুম জারী ও তাহা অসাধ্য কি অত্যন্ত কষ্টজনক হইলে বাচনিক ঘোষণা করাইবেন এবং যেস্থানে ইশ্তিহার দিলে তাহারা জানিতে পারে এমত স্থানে লিখিত ইশ্তিহার দিবেন তাহাতে ঐ নিষেধের ক্ষমতাচরণ না হইলে বলপূর্ব্বক মতাচরণ করাইতে ও অমান্য জন্য ২০০ টাকার অনধিক জরীমানা কি এক মাসের অনধিক শ্রম রহিত কয়েদের আদেশ করিতে পারিবেন বিরক্তকারি দ্রব্য স্থানান্তর করণজন্য খরচের আবশ্যক হইলে মাজিষ্টরেরা ঐ দ্রব্য নীলাম করিয়া খরচ করিবেন এবং বাকী থাকিলে মালিককে দিবেন এবং রাস্তার নিকটে কাহারো পুষ্করিণী কি কূপ থাকিলে লোকের সংশয় নিবারণ জন্য তাহা ঘেরিয়া রাখিতে তাহার প্রতি আদেশ করিবেন অমান্য করিলে উক্ত জরিমানার যোগ্য হইবেক।

ধারা ৩। উক্ত হুকুমের দ্বারা কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে ঐ এত্তেলা পাওনের পর ১০ দিনের মধ্যে তাহার পর যত শীঘ্র হয় ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি বিষয়ে জুরি কি পঞ্চাইত নিয়োগ জন্য

লিখিত দরখাস্ত মাজিষ্টরের নিকট করিবেক এবং মাজিষ্টর তজ্জন্য আদেশ করিবেন ও তাহা ৫ জনের ন্যূন হইবেক না তাহার মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ও অর্দ্ধেক মাজিষ্টর সাহেব ঐস্থানের নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে হইতে ও অবশিষ্ট ব্যক্তি দরখাস্তকারি মনোনীত করিবেন এবং মাজিষ্টর প্রথম হুকুম স্থকিত রাখিয়া ঐ জুরি কি তাহাদিগের অধিকাংশেরমতে নিষ্পত্তি করিবেন ঐ দরখাস্তকারির ত্রুটি কি অপর কার্য্যে জুরি কিপঞ্চাইত নিয়োগ না হইলে কিম্বা কোন কারণে নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে জুরিরা নিষ্পত্তি ও রিপোর্ট না করিলে ও বিশেষ কারণ জন্য মাজিষ্টর অপর মিয়াদ না দিলে পূর্ব্ব মিয়াদ গতে তাহাদিগের কর্ম্ম স্থকিত হইবেক উপরোক্ত কোন কারণে জুরি কি পঞ্চাইত কর্তৃক নিষ্পত্তি হইতে না পারিলে মাজিষ্টরের হুকুম জারী হইবেক।

ধারা ৪। এই আইনানুসারে মাজিষ্টর যে হুকুম করিবেন অপর হুকুমের ন্যায় তাহার আপীল চলিত আইনমতে হইবেক।

ধারা ৫। উক্ত আইন মহারাণীর আদালতের অধিকারে খাটিবেক না।

আঃ ২৭ জারী ১৮ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪১৯।

ধারা ১। ইনশালবেণ্ট আদালতের হুকুমে যে সমস্ত ব্যবস্ত না হওয়া দাবীর অংশ সরকারি ত্রেজুরিতে জমা থাকে তাহা ব্যবস্ত করা দাবীদারের মধ্যে বণ্টন করা উচিত বোধ হইয়া আদেশ হইল যে উক্তমতে কোন অংশ ত্রেজরিতে অর্পণ হইলে

পায় ৬ বৎসরের মধ্যে তাহার সমুদয় কি কোন অংশের উপর দাওয়াস্বাব্যস্ত না হইলে ইনশালবেণ্ট আদালত ঐঅংশ স্বাব্যস্ত কর দাবীদারের মধ্যেবণ্টন করণজন্য এসাইনিদিগেরকে ফিরিয়া দিতে ও ঐ অংশ দাবীর ফিস্তি হইতে উঠাইয়া ফিলিতে আদেশ করিতে পারেন কিন্তু পরে ঐ ব্যক্তি আপন দাবী ধাব্যস্থ করিলে ও এসাইনির দিগের হস্তে অপর সম্পত্তি ঘটিলে তাহা হইতে তাহার আগত অংশ শুদ্ধা আপন অংশ পাইতে বঞ্চিত হইবেক না।

ধারা ২। কিন্তু উপরোক্তমতে বণ্টনের একবৎসর পূর্ব্বে ফিস্তির লিখিত দাওয়ার সংখ্যা ও প্রকার ও দাবীদারের নাম ও পূর্ব্বে কোন অংশ তাহাকে দেওয়া ও তাহার প্রমাণ নওয়া হইয়াছে কি না তাহার বেওরা সম্বলিত এক কৈফিয়তে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে গেজেটে ইংরাজি ভাষায় ৩ বার ও বাঙ্গালা ভাষায় এক কি অধিক বার ঘোষণা করিতে হইবেক এবং যে অংশের দাওয়া কখনো স্বাব্যস্ত হয় নাই এমত অংশ এই আইনক্রমে বন্টন হইবেক না।

ধারা ৩। ঘরাও চাকরের মাহিয়ানা বাকী থাকিলে অংশ বণ্টনের পূর্ব্বে কি তৎকালীন তাহা দেওন জন্য ইনশালবেণ্ট আদালত আদেশ করিতে পারিবেন কিন্তু ৬ মাসের অধিক মাহিয়ানা দিবেন না।

ধারা ৪। এই আইন ১৮৪৩ সালের ১ জানেরের পূর্ব্বে জারী হইবেক না।

আঃ ২৮ জারী ১৫ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৩৯।

১৮৩৯ সালের ২৩ আইনক্রমে যেমত সিফাহিরা দণ্ডনীয় হয় যুদ্ধের আইনের অধীন ব্যক্তিরা সনদি সেনাপতি না হইলে ঐ আইন ও অন্য আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং ১৮৪০ সালের ২ আইন এই আইনোক্ত কয়েদির প্রতি খাটিবেক।

আঃ ২৯ জারী ১৩ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৬৯।

ধারা ১। কোন ফৈরাদি কি আপীলাণ্ট ৬ হপ্তার মধ্যে আপন মোকদ্দমার তদ্বির না করিলে তাহার মোকদ্দমা কি আপীল ডিসমিস হইবেক ডিসমিসের পূর্ব্ব এত্তেলা দেওনের আবশ্যক হইবেক না ৬ হপ্তা গত মাত্র আদালত কি আসামীর পক্ষের কোন উদ্যোগ ব্যতিরেক ও অপর কোন কারণ থাকিলেও ঐ মোকদ্দমা কি আপীল অবশ্য ডিসমিস হইবেক তবে ঐ মিয়াদের পূর্ব্বে ফৈরাদী কি আপীলাণ্ট কি তাহাদিগের লোক স্ত গতে মোক্তারেরা বিশেষ দরখাস্তের দ্বারা অপর মিয়াদের হুদ্বোধ আদালতে জন্মাইলে তাহার ঐ কারণরুবকারিতে বিশেষ করিয়া লিখিয়া অপর মিয়াদ দিতে পারিবেন অপর মিয়াদের দরখাস্ত অনগ্রাহ্য করিলে কারণ লিখিতে হইবেক না।

ধারা ২। উক্ত মতে কোন মোকদ্দমা কি আপীল ডিসমিস হইলে আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচা দেওনের আদেশ জজ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মতে ডিসমিস হইলে এবং নালিশের কাল ও আপীলের মিয়াদ গত না হইলে অথবা উক্ত মতে

ডিস্‌মিস হওয়া ভিন্ন অপর আপত্য না থাকিলে নূতন আপীল কি নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

ধারা ৩। ১৮৪১ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ অন্যথায় আদেশ হইল যে উপরোক্ত মতে উদ্যোগ না করণ জন্য ডিসমিস হওয়ার আপীল সরাসরি ব্যতিরেক হইবেকনা।

আঃ ৩০ জারী ২০ ডিসেম্বর। গেঃ পূঃ ১৮৪২ সাল।

ধারা ১। যে কোন ব্যক্তি কোম্পানির আদালতের অধীন হউক বা না হউক কোন মাজিষ্টর জাইণ্ট মাজিষ্টর কি তাহা দিগের অধীন কোন ফৌজদারি বিচারক কি দেওয়ানী সংক্রান্ত উচ্চ ও নীম্নাদালতের সমীপে ভয় প্রদর্শন অঙ্গ ভঙ্গি বাক্য কি অন্য প্রকারে যথার্থ বিচারের বাধা জন্মাইলে ঐ আদালত কর্তৃক ২০০ টাকার অনধিক জরিমানার ও তাহা না দিলে এক মাসের অনধিক কয়েদের যোগ্য হইবেক কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে উপযুক্ত আপীল আদালতে আপীল হইতে পারিবেক এবং এই আইনের পূর্ব্বে সুপ্রিম কোর্টের অধীন ব্যক্তিদিগের নামে যে অপরাধের নালিশ ঐ আদালতে হইতে পারিত তাহার প্রতিবন্ধক এই আইনক্রমে হইবেক না কিন্তু মপস্বল আদালতে উক্ত অপরাধের দণ্ড হইলে হইবেকনা।

ধারা ২। সদর বোর্ড কামসনর কালেক্টর কি তদ্ভারাপন্ন কর্ম্মকারকের সমীপে উপরোক্ত মতে বাধা জন্মাওন জন্য ২০০ টাকার অনধিক জরীমানা ও না দিলে এক মাসের অনধিক দেওয়ানী জেলে কয়েদের যোগ্য ও তাহার আপীল রাজস্বের

উপযুক্ত আপীল আদালতে হইবেক ও ঐ দণ্ড ও ১ ধারার লিখিত দণ্ডের হুকুম চলিত নিয়মমতে মাজিষ্টরের নিকট দরখাস্ত করিলে তাহা দ্বারা জারী হইবেক।

ধারা ৩। ১৮১৪ সালের ২৩ আঃ ৪২ ও ৭৪ ধারা ও ১৮২৫ সালের ১২ আঃ ৫ ধারা ২।৩ প্রকরণ ও ৬ ধারা অন্যথা হইল।

আঃ ৩১ জারী ২০ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ১১। ১৮৪২ সাল।

ধারা ২। ১৭৯৩সালের ৯ আঃ ৮ও ৯ ধারা ও ১৭৯৫সালের ২৬ আঃ ৪ ধারাও ১৮০৩ সালের ৬ আঃ ৮। ৯ ধারায় নির্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত অপরাধের যে সমস্ত মোকদ্দমা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টর সদর আমীন ও মৌলবী কি পণ্ডিত নিষ্পত্তি করিবেন তাহার এক আপীল ঐ নিষ্পত্তির দিন হইতে এক মাসের মধ্যে মাজিষ্টর কি জাইণ্ট মাজিষ্টরাদির নিকট হইবেক এবং উক্ত আইনের সীমার বহির্ভূত অপরাধের কি ন্যায়ের যে সমস্ত মোকদ্দমা মাজিষ্টর জাইণ্ট মাজিষ্টর কি বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত আসিষ্টাণ্টেরা নিষ্পত্তি করিবেন তাহার এক আপীল উক্তমতে এক মাসের মধ্যে সেসন জজের নিকট হইবেক এবং সেসন জজের হুকুম ও নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এক আপীল ৩ মাসের মধ্যে নেজামত আদালতে হইবেক এবং এই আইনের ৩ ধারার লিখিত উক্ত আপীলের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।

ধারা ৩। নেজামত আদালত ফৌজদারি সংক্রান্ত যে কোন নীম্নাদালতের নথি তলব করিয়া উপযুক্ত হুকুম করিতে পারিবেন।

A
CONTINUATION.
of the
abstract Bengalee Constructions.

of the
REGULATIONS AND ACTS
From the Year 1841 to Feby. 1842.

BY
RAD'ARUMAN BOSE.

ক্রমাগত

কনেষ্টকস।

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী ও নেজামত আদালত কর্তৃক

আইন ও আক্টের অভিপ্রায়।

ইং ১৮৪১ নাং ফিব্রুয়ারি ১৮৪২ সাল।

শ্রীরাধারমণ বসু কর্তৃক

সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতা

নিমতলা বিধিমুকুর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১৮৪২ সাল।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

আইন ভিন্ন কনেষ্ট্রকসন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

কনেষ্ট্রকসন।

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী ও নেজামত আদালত কর্তৃক আইন ও আক্টের অভিপ্রায়

১৮২৫ আঃ ৪। ১৮২৮ আঃ ৮।

৮ জুনের ১৮৪১। সং ১২৯০।

মাজিষ্টর কোন অপরাধির প্রতি এক বৎসর মিয়াদ ও ৫০ টাকা জরীমানা ও তাহা না দিলে অপর দুই মাস মিয়াদ ও ১০০ টাকার তায়দাদে এক বৎসরের নিমিত্তে ফেয়াল জামিন ও তাহা না দিলে ততকাল পর্য্যন্ত কয়েদের হুকুম দেওয়াতে হুগলির সেসন জজের বিবেচনায় মাজিষ্টর কর্তৃক ২ বৎসরের অধিক মিয়াদ দেওয়াতে শেষোক্তাইনের বিধি উল্লঙ্ঘন বোধ হইয়া প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে ১৮২৫ সালের ৪ আইন ক্রমে মাজিষ্টরের ক্ষমতা ১৮২৮ সালের ৮ আইনক্রমে কিছু অন্যথা হয় নাই এমতে মাজিষ্টরেরা পূর্ব্ব আইনের ক্ষমতার সম্পূর্ণ দণ্ড করিতে ও তদ্ভিন্ন জামীন তলব ও তাহা না দিলে আর এক বৎসর কয়েদের আদেশ করিতে পারিবেন কিন্তু সর্ব্বসুদ্ধা ৩ বৎসরের অধিক মিয়াদ হইবেক না।

থাকেন যে পোলিস সংক্রান্ত যে সমস্ত হুকম ভূম্যাধিকারির প্রতি চলিতাইন মতে হইবেক তাহার আঞ্জামের দায়িক ঐ নীলকর সাহেবেরা থাকিবেক কিন্তু নীলকর সাহেবেরা ব্রিটিনীয় প্রজাভাবে জিলা ম্যাজিষ্টরের অনধিন জন্য উক্ত কবুলতির লিখিত কর্ম্ম না করিলেও দণ্ডনীয় হইতে পারে না এমতে উক্ত বন্দবস্তমতে ভূম্যাধিকারি মুক্ত হইতে পারে কি না ত্রিহুতের ম্যাজিষ্টর কর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে ভূম্যাধিকারিরা চলিত আইনমতে যে কর্ম্ম করণ জন্য বদ্ধ থাকে তাহা অপরের সহিত বন্দবস্ত করিলে মুক্ত হইতে পারে না।

৪ জুন ১৮৪১ সাল। সং ১২৯১।

দিহুরাম শাহা সোণামুখির মোনসফিতে গণেশ গরিয়ানের নামে ১৯৬ টাকার দাবীতে ১৮৪০ সালের ৬ জুন তারিখে নালিশ করিলে আসামী ঐ দাবী উড়াইবার চেষ্টায় আপন অন্তরঙ্গ গোপাল গরিয়ানের দ্বারা উক্ত মাসের ৫ তারিখে বরজোয়ার মোনসফিতে এক নালিশ তাহার আপন নামে উত্থাপন ও ৮ তারিখে কবুল দাবী ও আপন সমস্ত জায়দাদ বন্ধক দিয়া ঐ দিবস ডিক্রী করাইয়াছে এইক্ষণে উক্ত বিষয়ের কি কর্ত্তব্য বাঁকুড়ার জজ কর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে উক্ত প্রতারণা জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ডিক্রীদার আপন ক্ষতির দাবীতে ঐ প্রতারকের নামে জাবেতা নালিশ করে ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাবৎ সম্পত্তি ক্রোক থাকে।

১৮৩১ আঃ ৫ ধারা ৬ প্রঃ ৪।

১৮ জুন ১৮৪১। সং ১৩০০।

উক্তাইন মতে মোনসফকে যে অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা কেবল যে বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ হইয়াছে ঐ নালিশের অন্ত-র্গত বিষয়ের মধ্যে কেহ দাবী করিলে তাহাতে খাটিবেক নতুবা মৃত ব্যক্তির সম্পন্ন সম্পত্তির প্রতি খাটিবেক না।

১৮২৯ আঃ ১০ ফিস্তি (খ) ধাঃ ৮।

২৫ জুন ১৮৪১। সং ১৩০১।

গোপাল আপন প্রাপ্ত ডিক্রী জারীতে আসামীর জায়দাদ নীলাম করাইবার উদ্যোগে রামদাস নামক ব্যক্তি মোজাহেম হইয়া ঐ জায়দাদে আপন স্বত্ব প্রমাণ করায় নীলাম স্থকিত ও গোপালের আপত্য থাকিলে হকিএতে নালিশের আদেশ হয় এইক্ষণে গোপাল দাবীর মূল্য কিরূপ করিবেক প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যেহেতু উক্ত মোকদ্দমা আসামীর জায়দাদ নীলাম করণের অনুমতি পাওন জন্য নতুবা দখলের নিমিত্তে নহে এমতে দাবীর তাইন উক্ত ধারার ৪ প্রকরণ মতে জায়-দাদের মূল্য ধরিয়া কি পাওনা টাকা ন্যূন হইলে ঐ টাকার দাবীতে নালিশ হইবেক।

১৮৩৪ আঃ ২ ধাঃ ৬।

জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০২।

সেসন জজেরা উক্তাইন মতে বেতমারা দণ্ডের আদেশ করিতে পারিবেন না তাহা কেবল জেলের সাসন জন্য মাজি-ষ্টরের অধিকার।

১৮৩১ আঃ ৮ ধাঃ ৬।

১৬ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৩।

উক্তাইন জারীর পূর্ব্বে যে সমস্ত সরাসরি ডিক্রী জজেরা করিয়াছেন তাহা অন্যথা জন্য জাবেতা নালিশ ঐ জারীর পর ১ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক।

১৮৩১ আঃ ৫ ধাঃ ৫ প্রঃ ২।

১৬ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৪।

৩০০ টাকার অধিক খতের কিস্তি খেলাপী দাবী ৩০০ টাকার ন্যূন হইলে ও আসামী তাহাতে হাজির হইয়া আপত্তি না করিলে মোনসফেরা এক তরফা বিচার করিতে পারিবেন তদ্রূপ ৩০০ টাকার অধিক ইজারার বাকী খাজানার দাবী ৩০০ টাকার ন্যূন হইলেও পারিবেন।

১৮১৯ আঃ ৬ ধাঃ ৬ প্রঃ ১।

১৫ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৫।

উক্ত আইনের অন্যথাচরণে কেহ সরকারি ফেরিঘাটের নিকট আপন নৌকায় পারাপার করিলে ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার ক্ষমতাক্রমে মাজিষ্টর কর্তৃক ক্ষুদ্রাপরাধ জন্য দণ্ডনীয় হইবেক।

১৮২৯ আঃ ১০ ফিস্তি (ক) ধাঃ ২।

২০ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৬।

মোক্তারি কর্ম্ম করণ জন্য মাসিক বেতন ও খোরাকী দেওনের অঙ্গীকার থাকিলে তাহা উক্তাইনের নিরূপিত ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক।

১৮১৭ আঃ ২০ ধাঃ ১০ প্রঃ ৫ ।

৩০ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৭।

যশোহরের জজের প্রশ্ন মতে আদেশ হইল যে উক্তাইন মতে মাজিষ্টর কাহারো দণ্ড করিলে তাহার আপীল সেসন জজের নিকট হইবেক সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট পোলিসে হইবেক না।

১৮১৪ আঃ ২৩ ধাঃ ২৫ প্রঃ ৩।

২৮ আগষ্ট ১৮৪১। সং ১৩০৮।

গোপাল রামদাসের নামে কবালায় লিখিত জায়দাদ ভোগবাদি হওন জন্য মোনসফিতে নালিশ করিলে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব অপর ডিক্রীতে রামদাসের ঐ জায়দাদ নীলাম করিয়াছেন এইক্ষণে মোনসেফ গোপালের স্থানে খরিদারকে আসামী করণ জন্য অপর দরখাস্ত লইতে পারেন কি না প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে খরিদারকে আসামী করণ জন্য দরখাস্ত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারার লিখিত ভুল সুধারা করণ জন্য উক্তমত দরখাস্ত গণ্য নহে যাহা লওন জন্য মোনসফের প্রতি নিষেধ আছে অতএব খরিদারকে আসামী করণ জন্য দরখাস্ত ফেরাদির স্থানে মোনসফ লইয়া বিচার করিতে পারিবেন।

১৮৩৩ আঃ ১২ ধাঃ ২ প্রঃ ৫ ।

১৫ সেপ্টেম্বর। সং ১৩০৯।

উক্ত প্রকরণ অপর মোকদ্দমার ন্যায় পাপারের মোকদ্দমায় খাটিবেক।

১৮২৩ আঃ ৬ ধাঃ ৫ প্রঃ ৪।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৪১। সং ১৩১০।

উক্তাইনের লিখিত দাদনদারেরা কবুলতির মতাচরণ না করিলে যে ৩ গুণ জরীমানা হয় তাহা দাদনের টাকার ৩ গুণও তদ্ভিন্ন মোকদ্দমা মুলতবি সময়ের সুদ দিতে হইবেক কি না এলাহাবাদের জজকর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে দাদনের টাকার তিন গুণের অধিক সুদ দিতে হইবেক না।

১৫ আক্টোবর ১৮৪১। সং ১৩১১।

কোন আখড়াধারি মোহন্তের নগদ টাকার মহাজনি কারবার ছিল সে ব্যক্তি উন্মাদ হইলে ঐ মোহন্তের কারবারের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রাপ্ত জন্য জজের নিকট তাহার চেলা দরখাস্ত করাতে জজের প্রশ্নমতে আদেশ হইল যে উন্মাদ ব্যক্তির কেবল অস্থাবর বস্তু থাকিলে দেওয়ানী আদালত তাহাতে হস্ত নিঃক্ষেপ করিতে পারেন না কারণ কোন আইনে এমত বিধি নাই।

১৮১২ আঃ ৫ ধাঃ ৭। ১০।

১৮২২ আঃ ১১ ধাঃ ৩২। ৩৩।

১৮৪০ আঃ ৪ ধাঃ ১০।

২২ আক্টোবর ১৮৪১। সং ১৩১২।

নীলাম খরিদারেরা দেওয়ানীতে আপন স্বত্ব স্থাব্যস্ত না করিয়া কেবল ক্রোকের দ্বারা সাবেক মালিকের পত্তনি তালুক অন্যথা করিতে পারেন কি না নদিয়ার মাজিষ্টর কর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে শেষোক্তাইনমতে নালিশ উত্থাপন

হইলে যদি নীলাম খরিদার উত্তর করে যে বিধিপূর্ব্বক ক্রোক করিয়াছে তবে মাজিষ্টর নিশ্চয় করিবেন যে বিরোধি ভূমির বিষয়ে শেষোক্ত ১০ ধারা খাটনের প্রতি নিষেধ আছে কি না তাহা না থাকিলে খরিদারকে আপন স্বত্ব রক্ষা নিমিত্তে কোন নালিশ করিতে হইবেক না।

১৮১৪ আঃ ২৮।

৩ ডিসেম্বর ১৮৪১। সং ১৩১৩।

গোপাল ইষ্টাম্প মাসুল ও উকীল খরচা দিয়া রামদাসের নামে নালিশ করিলে রামদাস এক ডিক্রীজারী করিয়া গোপা-লের ভূমি সম্পত্তি নীলাম করায় পরে গোপালের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ও সদর আপীল হইলে ডেতম্বা দরখাস্তের দ্বারা দাবী সুধারা হইয়া পুনর্বিচার হওন জন্য উক্ত মোকদ্দমা ফেরত হয় গোপাল যোত্রহীন হওয়াতে অধিক ইষ্টাম্প মূল্য দেওনে অসক্ত প্রযুক্ত প্রধান সদর আমীনের বিবেচনায় মোকদ্দমার মধ্যস্থলে পাপর অগ্রাহ্য বিধায় মোকদ্দমার নম্বর খারিজ ও সদরে সরাসরি আপীল হয় এইক্ষণে গোপালের যোত্রহীনতার অনুসন্ধান পূর্ব্বক ঐ মোকদ্দমার বিচার কি নন্সুট হইয়া নূতন নালিশ করিতে হইবেক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে যোত্রহীন জন্য সুধারা আরজীর ইষ্টাম্প মূল্য দেওনে অক্ষম প্রযুক্ত তাহার যোত্রহীনতার অনুসন্ধান ও প্রমাণ হইলে বিচারের মধ্যে পাপর পাইতে পারিবেক ঐ মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন আদালতে উপস্থিত থাকিলে পাপরাগ্রাহ্য জন্য জায়-দাদের ফর্দ্দ সম্বলিত জজের নিকট দরখাস্ত করণজন্য এক মিয়াদ

দিবেন এবং জজ স্বয়ং অনুসন্ধান কি প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দ করিবেন।

১৮৩৯ আঃ ৯ কনেষ্ট্রকসন ১২৫০।

১০ ডিসেম্বর ১৮৪১। সং ১৩১৪।

উক্তাইনমতে যোত্রহীন না থাকা আসামী আপীল করণ জন্য সাদা কাগজে ডিক্রীর নকল লইতে ও আপীলের দরখাস্ত সাদা কাগজে লিখিতে পারিবেক কি না প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে ডিক্রীর নকল সাদা কাগজে লইতে পারিবেক কিন্তু আপীলের দরখাস্ত ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক।

১৮৪১ আঃ ২৯ ধাঃ ১। ১৭৯৭ আঃ ১২ ধাঃ ৩।

৩১ ডিসেম্বর ১৮৪১। সং ১৩১৫।

সদর আদালতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিলে ঐ দাখিলের দিন হইতেও ঐ দরখাস্ত সদরে পাঠাইবার জন্য জিলা আদালতে করিলে সদর আদালতে পঁহুছিবার দিনহইতে ৬ হপ্তার মধ্যে যে আপীলাণ্টকে মোকদ্দমায় উদ্যোগ করিতে হইবেক সে উদ্যোগ কি প্রকার প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে ৬ হপ্তার মধ্যে আপীলাণ্ট স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া আপীলের ওজুহাত দাখিল না করিলে অনোদ্যোগ জন্য আপীল ডিসমিস হইবেক কেবল উকীল নিয়োগ করিলে আপীল ডিসমিসের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

১৮৪১ আঃ ২০ ধাঃ ২।

১৪ জানেব ১৮৪২। সং ১৩১৬।

দিল্লির জজের প্রশ্নমতে আদেশ হইলে যে উক্ত ধারায়

সর্টিফিকিট পাওন প্রার্থনায় যে দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত ফিত্তির ৭ ধারার লিখিত ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক এবং ঐ দরখাস্ত দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবেক কারণ আপত্যকারিরা অনাসে জানিতে পারিবেন এবং উক্ত ধারার লিখিত সর্টিফিকিট সাদা কাগজে দেওয়া যাইবেক।

১৭৯৩ আঃ ৪ ধাঃ ৩।

১৮০৩ আঃ ৩ ধাঃ ৬।

১৮ জানুয়ারি ১৮৪২। সং ১৩১৭।

প্রথমতঃ মোকদ্দমায় আসামী আরজীর জওয়াব দিয়া গরহাজির হইলে কি কর্ত্তব্য গাজিপরের জজ প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে উক্তাইনমতে ৮ দিবস মিয়াদে এক নোটিস আদালত ঘরে লটকাইতে হইবেক ইতিমধ্যে হাজীর না হইলে একতরফা বিচার হইবেক।

১৮৪১ আঃ ৩১।

২৬ জানের ১৮৪২। সং ১৩১৮।

উক্তাইন জারীকালীন যে সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমা মুলতবি আছে তাহা ঐ আইনের বিধিক্রমে নিষ্পত্তি হইবেক।

১৮৪১ আঃ ১৯ ধাঃ ৩।

১১ ফিব্রুয়ারি ১৮৪২। সং ১৩১৯।

উক্ত ধারাক্রমে যে ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক তাহা

দরখাস্তকারিকে স্বয়ং করিতে হইবেক মোক্তারের দ্বারা হই-
বেক না।

১৭৯৩ আঃ ১৬ ধাঃ ২।

১১ ফিব্রুয়ারি ১৮৪২। সং ১৩২০।

উক্তাইনক্রমে সদর আমীন ও মোনসেফেরা উভয় বিবাদির সম্পত্তিক্রমে কোন মোকদ্দমা সালিশে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেক।

সমাপ্তঃ।

গোঃ পৃঃ ২০৯। ১৮৪২ সাল।

১৮১৪ আঃ ২৩ ধাঃ ২৭ প্রঃ ১।

১৮৪১ আঃ ২৯।

১৮ ফিব্রুয়ারি ১৮৪২ সং ১৩২১।

ফৈরাদীর অনোদ্যোগ বিষয়ে প্রথমোক্ত আইনে মোনসফদিগের যে নিয়ম অছে তাহা শেষোক্তাইনের দ্বারা অন্যথা হইয়াছে কি না এবং অনোদ্যোগ জন্য ডিসমিস করণের পূর্ব্ব মোনছফকে ৬ হপ্তা অপেক্ষা করিতে হইবেক কি না মোরাদাবাদের জজ কর্তৃক প্রশ্ন হওয়ায় আদেশ হইল যে নিরূপিত সময়ের পর ৬ হপ্তার মধ্যে অনোদ্যোগ জন্য মোনছফ কর্তৃক ডিসমিস করণ বিষয়ের কোন আইন শেষোক্তাইনক্রমে অন্যথা হয় নাই শেষোক্তাইনের অভিপ্রায় এই মাত্র যে ৬ হপ্তার অধিক কোন মোকদ্দমা মুলতবি না থাকিয়া ডিসমিস হয়।

১৮৪১ আঃ ৩১।

১৮ মার্চ ১৮৪২ সং ১৩২২।

আজিমগড়ের সেসন জজের প্রশ্নমতে আদেশ হইল যে উক্তাইনে যে নিষ্পত্তি ও হুকুম শব্দ আছে তাহা মোকদ্দমার বিচারকালীন হুকুমের বিষয় খাটিবেক না এমতে অধস্থ আদালতের বিচারকালীনের হুকুমের প্রতি উপরিস্থ আদালতের হস্তনিঃক্ষেপের প্রতি উক্তাইনে নিষেধ নাই।

২১ মার্চ ১৮৪২ সং ১৩২৩ ।

মোনছফেরা যে মুতফরকা হুকুম করিবেন তাহার নকল সাদা কাগজে দিবেন এবং তাহার আপীল এক মাসের মধ্যে করিতে হইবেক কিন্তু প্রার্থনা করিলে পর নকল পাইতে যে বিলম্ব হইবেক তাহা বাদ পড়িবেক।

মন্তব্য যে তারিখে নকল জন্য প্রর্থনাকরে ও যে তারিখে প্রস্তুত হয় তাহা সর্ব্বদা মোনছফকে ঐ নকলে লিখিতে হইবেক।

১৮১৭ আঃ ১৭ ধাঃ ৮ প্রঃ ৬।

২১ মার্চ ১৮৪২ সং ১৩২৪ ।

মাদক দ্রব্য খাওয়ানো ও চৌর্য্য করণের মোকদ্দমায় উক্তা ইন খাটিবেক না।

কনেষ্টকসন ১৯০ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণে আদেশ আছে যে মোকদ্দমার কারণ একবৎসরের অধিক কাল উত্থাপন হইয়া থাকিলে সে মোকদ্দমা মোনসফের বিচার্য্য নহে এমতে তমসুক যে তারিখে লিখিত হইয়াছে ঐ তারিখ হইতে মোকদ্দমা উত্থাপনের কারণ গণ্য হইবেক কি যে তারিখ টাকা পরিশোধের মিয়াদ আছে সেই তারিখ হইতে গণ্য হইবেক প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে পরিশোধের মিয়াদের দিন হইতে মোকদ্দমা উত্থাপনের কারণ গণ্য হইবেক।

লিখিত হয় নাই।

সাঃ লিঃ ১৮৩৩ সাল ২৬ জুলাই। ৯১ সংখ্যা।

৫। বিশেষ কারণ থাকিলে সদর আমীন ও মোনসফের ডিক্রী জারী কারণ প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দ হইতে পারিবেক।

৬। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারাক্রমে প্রধান সদর আমীনেরা আপন কৃত ডিক্রী জিলা জজ আদালতের কৃত ডিক্রী জারীর নিয়মানুসারে জারী করিতে পারিবেন এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাক্রমে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মোনসেফদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় সদর আদালতের অভিপ্রায় যে তাহারাও আপন কৃত ডিক্রীজারী দরখাস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ ধারার নিয়ম মতে জারী করিতে পারিবেন কিন্তু সাবেক সদর আমীন ও মোনসেফ কৃত ডিক্রী জারীর দরখাস্ত জজের সমীপে হইবেক এমতে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারাক্রমে মোনসফের ডিক্রী জারীর বিষয় যে বিশেষ নিয়ম ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারার সাধারণ নিয়ম ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাক্রমে মোনসফ আদালতে চলিত হওয়ায় সদর আদালতের বিবেচনায় উক্ত ৪৫ ধারা অন্যথা হইয়াছে কিন্তু সাবেক মোনসফের কৃত ডিক্রীর প্রতি সম্বন্ধ আছে এমতে উক্ত ৪৫ ধারার ৫ প্রকরণ ও ১৮

১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারা ৮ প্রকরণ বর্ত্তমান মোনসফ কর্ত্তৃক ডিক্রী প্রতি খাটিবেক না সাবেক মোনসফের ডিক্রী প্রতি খাটিবেক এবং ঐ ৫ প্রকরণ মতে নূতন নালিশ করিতে হইলে জজের সমীপে হইবেক এবং ঐ মোকদ্দমা এক তরফা না হইয়া থাকিলে জজ অনাসে নিষ্পত্তি করিতে ও এক তরফা হইয়া থাকিলে দাবীর সংখ্যানুসারে নীম্নাদালতে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন।

সাঃ লিঃ ১৮৩৫ সাল ৬ নবেম্বর। ১৫৬ সংখ্যা।

২ দফার শেষাংশ। কোন সাক্ষীর জবানবন্দি লওন জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে ইনচার্য্য মোনসফেরা অবিলম্বে জজের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং জজ উচিত বোধ করিলে মোনসফ আদালতের রীতিমত জবানবন্দি লওনের আদেশ করিতে পারিবেন।"

সাঃ লিঃ ১৮৩৬ সাল ২৯ জুলাই। ১৭৮ সংখ্যা।

১ দফার শেষাংশ। —আপীল হওয়া মোকদ্দমার নথি পাঠাইবার সময় উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দি উভয় পক্ষের দাখিলি দলিলের সহিত পৃথক২ লেফাফায় নীচের লিখিতমতে শিরনামা * দিয়া ফিস্তি ও সর্টিফিকিট অর্থাৎ নিদর্শন লিপির যোগে পাঠাইতে হইবেক।

---

* অমুক ফৈরাদী কি আপীলাণ্ট } ফৈরাদী কি আপীলাণ্টের অথবা
অমুক আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট } আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের দাখিলি দলিল ইত্যাদি।

সাং লিঃ ১৮৩৯ সাল ২০ সেপ্টেম্বর। ৪৯ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪১ ধারা ১ প্রকরণ ও ৪৮ ধারা ১ প্রকরণ ও ঐ আইনের ৭৩ ধারা ও ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ দৃষ্টে সদর আদালত নীচের লিখিত নিয়ম স্থির করিলেন।

৪। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারাতে মোনসেফ দিগের কাগজ পাঠানের যে বিধি আছে তাহা ঐ আইনের ৭৩ ধারাক্রমে সদর আমীন ও ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারা ৪ প্রকরণ মতে প্রধান সদর আমীন আদালতে চলিত হইয়াছে অতএব তাহাদিগের কাগজপত্র জজাদালতে থাকন জন্য মাসকাবারের পর ১৫ দিনের দিন কি তম্মধ্যে গত মাসের নিষ্পত্তি হওয়া প্রত্যেক মোকদ্দমার রিপোর্ট আসল কাগজ ও দলিলের সমভিব্যাহারে পাঠাইতে হইবেক।

৭। মোনসফেরা যে নিষ্পত্তি ও শেষ হুকুম করিবেন ঐ হুকুমের দিন হইতে এক হপ্তার মধ্যে তাহার নকল প্রস্তুত করিয়া লওন জন্য তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিকে সংবাদ করিতে হইবেক এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারাক্রমে যে২ মোকদ্দমা সদর আমীন ও প্রধান আমীনকে সোপর্দ্দ হইবেক তাহাতেও ঐ নিয়ম খাটিবেক তদ্ভিন্ন অপর মোকদ্দমায় উক্ত সময়ের মধ্যে নকল দেওন জন্য প্রস্তুত হইতে হইবেক।

৮০। জিলা জজ আদালতে যে নিষ্পত্তি ও শেষ হুকুম হইবেক

ঐ হুকুমের দিনহইতে ১০ দিনের মধ্যে তাহার নকল দেওন জন্য প্রস্তুত হইতে হইবেক।

৯। মোনসফ ও সদর আমীনরা যে মোকদ্দমার কাগজপত্র পাঠাইবেন তাহা গত ১ ডিসেম্বর দিবসীয় সাঃ লিপির নিরূপিত সময়ে পাঠাইতে হইবেক এবং তাহার সহিত নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার রিপোর্ট ও আসল কাগজ ও দলিল যে পাঠাইবেন তাহার সহিত শো ডিক্রী ও থাকিবেক যেহেতু ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারার ১ প্রকরণে আদেশ আছে এবং ঐ নিয়ম ৫০০০ টাকার নূন মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের প্রতি খাটিবেক এবং মাসকাবারের পর ১০ কি ১৫ দিনের মধ্যে জজ আপন কৈফিয়ত সদরে পাঠাইতে পারেন এমত উদ্যোগ করিবেন।

১০। মোনছফ সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীন যে জাবেতা মোকদ্দমার কাগজ রাখন জন্য জজাদালতে পাঠাইবেন তাহার সহিত গত মাসের নিষ্পত্তি হওয়া ডিক্রীজারী ও অপর মূতফরকা মোকদ্দমার কাগজ পাঠাইতে হইবেক কিন্তু যে ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা নম্বর খারিজ হইয়া কাগজ পাঠাইবার পূর্ব্বে ছানি জারীর দরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে নথি না পাঠাইয়া নম্বর খারিজের হুকমের ও ডিক্রী জারির দরখাস্তের ও তৎসংক্রান্ত রুবকারির নকল পাঠাইলেই হইবেক।

১১। জজের অনুসন্ধান করিবেন যে অনোদ্যোগ জন্য ডিক্রী

জারীর মিছিল যে নম্বর খারিজ হইয়াছে তাহা বিধিপূর্ব্বক হইয়াছে কি না না হইয়া থাকিলে সুধারার উদ্যোগ করিবেন।

১৩। ৫০০০ টকার অধিক মোকদ্দমায় উক্ত নিয়ম খাটিবেক না তাহার নথি ছয় মাসপর্য্যন্ত প্রধান সদর আমীন আদালতে থাকিবেক কারণ আপীল হওয়া মোকদ্দমায় সদর আদালতের কোন হুকুম হইলে তাহার মতাচরণ করিতে পারিবেন কিন্তু মাসকাবারে ঐ সকল নিষ্পত্তি থাকিবেক।

সাঃ লিঃ ১৮৩৯ সাল ১১ আক্টোবর। ৫২ সংখ্যা।

ফৈরাদী কি তাহার উকীল দাবী পরিত্যাগ কি রফা ইত্যাদি যে কোন কারণে আপন মোকদ্দমার তদ্বির না করণের অভিপ্রায় আদালতে বাচনিক প্রকাশ করিলে আদালত তাহা লিপি বদ্ধ করিয়া ফৈরাদীর পক্ষে মোকদ্দমা করণের অভিপ্রায় না থাকন জন্য নম্বর খারিজ লিখিবেন ও তাহা উদ্যোগ না করণ জন্য ডিসমিস হওয়া মোকদ্দমার কৈফিয়তে থাকিবেক।

সাঃ লিঃ ১৮৪১ সাল ৮ জানেয়ারি।

গেঃ পৃঃ ৩৮। ১৮৪১ সাল।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৫ ধারা ও ২৬ আইনের ৫ ধারার ২ ও ৪ প্রকরণ ও ২৭ আইনের ৯ ধারার তরজমা অধীন আদালতে থাকা নিশ্চয় করিয়া তাহাদিগের জ্ঞাত করিবে যে তাহাদিগের উচিত যে তাহাদিগের আদালতের উকীল ও মোক্তারেরা নালিশের আরজী জওয়াব দরখাস্তের

পর্দ্দ জওয়াব আপীলের ওজোহাত ও তাহার জওয়াব ঐ আই নের নিয়মমতে লিখিত হয় কি না তাহার নিরীক্ষণ করেন তাহা না করিলে তাহাদিগের কার্য্যের নিতান্ত শৈথিল্য জ্ঞান করিয়া ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার মতাচরণ হই- বেক।

সংগ্রাহকের উক্তি।

১৮৩৭ সালের ২৫ আক্টের ৩ ধারা ও ১৮৩৭ সালের ২৩ ফিব্রুয়ারি দিবসীয় সাধারণ লিপির বাঙ্গালা তরজমায় যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার মোকদ্দমা সদর আমী- নকে সোপর্দ্দ হইবেক লিখিত আছে তাহা ভ্রম ঘটিত হইয়াছে তাহাতে কেবল প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দের প্রতি বিধি আছে।

অপর ৮৭২ সংখ্যক কনেষ্টকসনের বাঙ্গালা তরজমা যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত ফিস্তির ৮ ধারাক্রমে ন্যূন মূল্যের দাবী ননসুট হইলে সরাসরি আপীল হইতে পারি বেক না লিখিত আছে তাহাও ভ্রম ঘটিত হইয়াছে তাহাতে সরসরি আপীলের প্রতি বিধি আছে।